CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-193 ■ 22 April, 2025 ■ আগরতলা ২২ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ৮ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ফুলে ফেঁপে উঠেছে হওড়া নদী

বৃষ্টিতে জলমগ্ন শহর ও মফস্বল, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন জেলা, ভাঙলো গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / উদয়পুর, ২১ এপ্রিল।। গতকাল রাত এবং আজ সকালের টানা মুষলধারে বৃষ্টিতে জলস্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে হাওড়া নদীর। নদীর ফুলেফেঁপে ওঠা জল ইতিমধ্যেই ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন রেখে যাচ্ছে দক্ষিণ আগরতলার বিভিন্ন এলাকায়। বিশেষ করে দক্ষিণ জয়নগর এলাকায় আজ সকালে একটি কাঠের সাঁকু ভেঙে পড়ে যায়, ফলে রাজনগর ও জয়নগরের মধ্যে যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

জানা গেছে, দক্ষিণ জয়নগর ও রাজনগরের বাসিন্দাদের যাতায়াতের জন্য অস্থায়ীভাবে এই সাঁকুটি তৈরি করা হয়েছিল, কারণ ঠিক এই স্থানের পাশেই একটি নতুন পাকা ব্রিজের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত বর্ষণে হাওড়া নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় প্রবল স্রোতের ধাক্কায় মাঝখান থেকে দুইভাগে ভেঙে যায় অস্থায়ী এই কাঠের সাঁকুটি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সাঁকুটি ভেঙে পড়ার ফলে সকাল থেকে বহু মানুষ যাতায়াতে সমস্যায় পড়েছেন, বিশেষ করে কর্মজীবী মানুষ ও শিক্ষার্থীরা পড়েছেন চরম দুর্ভোগে। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে পরিষ্কার তথ্য মেলেনি।

এদিকে, এলাকাবাসীরা দ্রুত বিকল্প সাঁকু নির্মাণ অথবা ব্রিজের নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি তুলেছেন। অন্যথায় সামনের দিনগুলিতে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন তারা।

এদিকে, গতকাল রাত দুটোর সময় আচমকা ঝড়ো হাওয়া এবং ঝড় বৃষ্টিতে উদয়পুর শহরসহ বিভিন্ন এলাকার নিম্ন অঞ্চল গুলো জলে প্লাবিত হয়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় গতকাল কালবৈশাখীর দাপটে রাত দুটোর সময় গোমতী জেলা হাসপাতালে দোতলার বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল জমে থাকতে দেখা যায়। উল্লেখ থাকে যে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত সফরে এলেন জে ডি ভান্স

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.)।। আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই প্রথম ভারত সফরে এলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স।

সোমবার পালাম বিমানঘাঁটিতে তাঁকে স্বাগত জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বিমানঘাঁটিতে ভান্সকে 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হয়।

তিন দিনের সফরে ভারতে এসেছেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। সোমবার সকাল ১০টার কিছু আগে দিল্লির পালাম বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করে তাঁর বিমান। ভান্সের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী, ভারতীয় বংশোদ্ভূত উষা ভান্স এবং তিন শিশুসন্তান ইওয়ান, বিবেক ও মিরাবেল। ভারতে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে ভান্স-এর।

ভান্সের কুশপুত্তলিকা দাহ, বিক্ষোভ কৃষকসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। ভারত সফররত আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি জেডি ভান্সের কুশপুত্তলিকা দাহ করল সারা ভারত কৃষক সভা। সোমবার, 'ভারত বিক্রির জন্যে নয়' এই স্লোগানকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সদর ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক বিক্ষোভ ও কর্মসূচি পালিত হয়। আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনী চত্বরে আয়োজিত এক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুদিন ব্যাপী গড়িয়া ও বর্ষবরণ উৎসবের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

ডোনার মন্ত্রকের দেওয়া অর্থে রাজ্যে কালচারাল হাবের কাজ শুরু হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া পুজো পার্বন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের প্রতিটি ঐতিহ্যবাহী নৃত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং প্রসার ও প্রচার করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরকে।

আজ আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী গড়িয়া ও বর্ষবরণ উৎসব ২০২৫ এর সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ ও পানতই স্পোর্টিং সোসাইটির সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে একটা সুখবর জানাতে চাই। প্রশাসনিক কাজে উৎকর্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত থেকে প্রাইম মিনিস্টার অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স পুরস্কার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুর এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারিতে নয়া মোড়, শিলিগুড়ি থেকে প্রিয়াঙ্কা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ এপ্রিল।। উদয়পুর এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের প্রতারণা কাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার করা হল প্রিয়াঙ্কা পালকে। অভিযুক্ত প্রিয়াঙ্কা পাল রাধাকিশোরপুর থানায় কর্মরত পুলিশ কনস্টেবল জয়ন্ত সাহার স্ত্রী।

সূত্রের খবর, ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। তদন্তে জানা যায়, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের উদয়পুর শাখায় প্রায় ৮২ লক্ষাধিক টাকার দুর্নীতির ঘটনা ঘটে। এরপরেই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ম্যানেজার সুমন দাস, অভিষেক সরকার, পুলিশ কনস্টেবল জয়ন্ত সাহা এবং তার স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা পালের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠে আসে। ঘটনার পর থেকেই প্রিয়াঙ্কা পাল আত্মগোপন করে। তবে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের প্রাধাননগর থানা এলাকার এক ঠিকানা থেকে আজ দুপুরে প্রিয়াঙ্কা পালকে গ্রেফতার করে ত্রিপুরা পুলিশের এক প্রতিনিধি দল। অভিযানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশেরও সহায়তা ছিল বলে জানা গেছে।

আশা করা হচ্ছে, আগামীকাল ট্রানজিট রিমান্ডে প্রিয়াঙ্কাকে রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে আসা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তদন্তে আরো কিছু নতুন নাম উঠে আসতে পারে। গ্রাহকরা তাকিয়ে আছেন পুলিশ ও প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেবিশেষ করে কীভাবে তাদের জমাকৃত টাকা ফেরত পাওয়া যাবে তা নিয়েই চিন্তিত সকলেই।

চুড়াইবাড়ি-পানিটিলা সড়ক সহ ৪ দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিপ্লবের

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল।। ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। সোমবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে এনএইচ-৮ সহ মোট চারটি গুরুত্বপূর্ণ দাবির বিষয়ে সরব হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান সাংসদ। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সংসদের অধিবেশনে জাতীয় সড়ক এনএইচ-৮-এর ভগ্নাবস্থা ও সংস্কার নিয়ে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন সাংসদ বিপ্লব দেব। সেই দাবির সূত্র ধরেই আজ তিনি সরাসরি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে চুড়াইবাড়ি থেকে পানিটিলা পর্যন্ত রাস্তার দ্রুত সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে শোক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.)।। পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'পোপ ফ্রান্সিসকে সমগ্র বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে সর্বদা করুণা, নম্রতা ও আধ্যাত্মিক সাহসের আলোকবর্তিকা হিসেবে স্মরণ করা হবে।' ইস্টার সোমবারে প্রয়াত হয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। ভ্যাটিকানের তরফে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রধান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

প্রধানমন্ত্রী মোদী শোকবার্তায় জানিয়েছেন, 'পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। শোক ও স্মরণের এই মুহূর্তে, বিশ্ব ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রতি আমার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩৬ দিন ধরে অচল ট্রান্সফরমার অন্ধকারে কল্যাণপুর, দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপর, ২১ এপ্রিল।। মাত্র এক রাতের হাল্কা কালবৈশাখীতেই কার্যত কুপোকাত কল্যাণপুর বিদ্যুৎ নিগম। রবিবার রাত ১১টা থেকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত অন্ধকারে ডুবে ছিল কল্যাণপুর। শহরের পাঁচটি ১১ কেভির ডিস্ট্রিবিউশন ফিডার বন্ধ থাকায় মারাত্মক প্রভাব পড়েছে পানীয় জল ও টেলিযোগাযোগ পরিষেবায়।

জানা গেছে, বর্তমানে কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে খোয়াইয়ের ধলাবিল সাব স্টেশন থেকে দীর্ঘ ২২ কিলোমিটার দূরের ৩৩ কেভি লাইনের উপর। কারণ, গামাইবাড়ি সাব স্টেশনের মূল ৩৩ কেভি লাইনটি গত ১৪ মার্চ থেকে "সাট ডাউন" অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেই লাইনের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ৬.৩ এমভিএ ট্রান্সফরমারটি বিকল হয়ে পড়ায়, গামাইবাড়ি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না।

এই পরিস্থিতিতে ধলাবিল লাইনে সামান্য ঝড়বৃষ্টিতেই ফল্ট দেখা দিচ্ছে। রবিবার রাতে গাছ পড়ে লাইনে বিপর্যয় ঘটায় পুরো কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সোমবার সকালেও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গড়িয়া, ছুটি নিয়ে সরকারের স্পষ্টিকরণ এডিসিতে ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। গড়িয়া পূজার ছুটি নিয়ে সৃষ্টি হওয়া বিভ্রান্তির প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার স্পষ্ট করেছে যে, পূজার ছুটি আগে একদিন হলেও বর্তমানে তা দু'দিনের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপেক্ষিত দেও-মনু নদীর সংযোগস্থল, দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষোভ

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

উনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার অন্তর্গত মনু ও দেও নদীর মিলনস্থল হালাই মোড়া দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য পর্যটন মানচিত্রে এক সম্ভাবনাময় স্থান হয়েও উন্নয়নের আলো থেকে বঞ্চিত। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের উদাসীন ভূমিকায় কুমারঘাটবাসী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

সূত্রে জানা গেছে, একদিকে যেখানে ছবিমুড়ার উন্নয়নে ৬২ কোটি টাকা ও ঊনকোটির জন্য প্রায় ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেখানে হালাই মোড়ার জন্য রাজ্য পর্যটন দপ্তর কোনও প্রকল্প বা অর্থ বরাদ্দ করছে না। অথচ হালাই মোড়া রাজ্যের দুই প্রধান নদী মনু ও দেও-র সংযোগস্থল হওয়ায় একে ধর্মীয় ও পর্যটন গুরুত্বসম্পন্ন এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত এই স্থানটিকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজ্যের অন্যতম ধর্মীয় পর্যটন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করা সম্ভব। গত মার্চ মাসে 'হেরিটেজ অর্গানাইজেশন' নামে একটি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে এখানে বিশাল গঙ্গা মাতার পাথরের মূর্তি স্থাপন করে পূজা-অর্চনার আয়োজন করা হয়। বারুণী মেলার দিন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কুমারঘাট মহকুমার বিজেপির একাধিক পদাধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব এই স্থানকে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোমতী জেলা, গঙ্গানগর ব্লক পেল প্রধানমন্ত্রী এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। ত্রিপুরার জন্য আরো একটি গর্বের মুহূর্ত। সোমবার গোমতী জেলা এবং ধলাই জেলার গঙ্গানগর ব্লককে প্রধানমন্ত্রী এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই ঘোষণা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানিয়েছেন, গোমতী জেলাকে জেলা ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে সামগ্রিক উন্নয়নের নিরিখে প্রধানমন্ত্রী (পিএম) এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, এক্ষেত্রে একাধিক পর্যায়, সাইট ভিজিট এবং উপস্থাপনার মতো একটি কঠোর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সারা দেশ থেকে শুধুমাত্র পাঁচটি জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার জন প্রশাসন ২০২৪ এ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনটি বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কারগুলিকে অনুমোদন

মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজিবি'র বাধায় কৈলাসহরে বাঁধ সংস্কারের কাজ বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বাধা দেওয়ায় কৈলাসহরের বাঁধ সংস্কারের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাতে ওই ঘটনায় সীমান্ত এলাকা সহ গোটা ঊনকোটি জেলায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

প্রসঙ্গত,কৈলাসহরের মনু নদীর পাড়ের বাঁধ সংস্কারের কাজ বিগত এক মাস পূর্বে শুরু হয়েছে। কৈলাসহরের পুর পরিসদের বিদ্যানগর, দূর্গাপুর, সোনামারা, গোবিন্দপুর, শ্মশান ঘাট প্রভৃতি এলাকা সহ সফরকান্দি, লাটিয়াপুড়া, রাংগাউটি, মাগুরুলি ইত্যাদি গ্রামীণ এলাকা গুলোর মনু নদীর পাড়ের বাঁধ দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার করা হয়নি। অবশেষে রাজ্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২২ এপ্রিল, ২০২৫ ইং
৮ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

গলছে বরফ! সবুজ সংকেত ইরানের

বিলোবে হইল ধীরে ধীরে বরফ গলিতে শুরু করিয়াছে। অনতিবিলম্বেই আমেরিকা ও ইরান বৈঠকে বসিতেছে। মূল লক্ষ্য হইল পরমাণু যুদ্ধ হইতে বিরত থাকা। বিশ্বের সব কটি দেশ বুঝিতে পারিতেছে পরমাণু যুদ্ধ হইলে ধ্বংস অনিবার্য।। তিলে তিলে মানব সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইবে। সে কারণেই এই বিপদজনক প্রবণতা হইতে দূরে সরিয়ে আসিতে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। হুঁশিয়ারি পালটা হুঁশিয়ারি, নানা জল্পনার পর আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু কর্মসূচি বা পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে বসিয়াছে ইরান। ইটালির রোমে চলিতেছে এই আলোচনা। যা সদর্থক হইয়াছে বলিয়াই জানাইয়াছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি। তাহা হইলে কি বরফ গলছে দু'দেশের মধ্যে? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপে কি পরমাণু অস্ত্রের দৌড় থেকে সরিবে তেহরান? উঠিয়াছে এমনই প্রশ্ন।প্রথম দফায় গত সপ্তাহে ওমানে দু'দেশের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এবার দ্বিতীয় দফায় রোমে বৈঠকে বসিয়াছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ ও ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাকচি। গতকাল ওমানের এক আধিকারিকের মধ্যস্থতায় ৪ ঘণ্টা কথা বলেন তাঁহারা। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখী হয়ে আরাকচি জানান, "আমাদের বোঝাপড়া ভালো হইয়াছে। গঠনমূলক আলোচনা হইয়াছে। চুক্তির নকশা তৈরিতে এগানোর জন্য আরও বৈঠক হইবে।" জানা গিয়াছে, সামনের সপ্তাহে ফের ওয়াশিংটন আর তেহরান আলোচনায় বসিবে। বিশ্বশক্তির সমীকরণ দেখিলে বোঝা যাইবে, পরমাণু অস্ত্র নিয়া অহরহ গবেষণা করিয়া চলিয়াছে ইরান। একের পর এক যুদ্ধাস্ত্রের পরীক্ষা চালাইতেছে তাহারা। যাহা চিন্তার কারণা আমেরিকা ও পশ্চিমি দুনিয়ার। তাই নানা নিষেধাজ্ঞা চাপানো হইতেছে তেহরানের উপর। সম্প্রতি সেদেশের উপর ড্রোন উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিল পশ্চিমা বিশ্ব। কিন্তু তাহাতে দমে যায়নি ইরান। পালটা ভয়ংকর হাতিয়ার বানাইয়াছে তাহারা। কামিকাজে ড্রোনটিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে গড়ে তোলা হইয়াছে। যাহা শত্রুপক্ষের উপর আরও শক্তিশালী আঘাত হানিতে সক্ষম। কয়েকদিন আগেই প্রকাশ্যে আসে ইরানের ইসলামিক রেভেলিউশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) 'মিসাইল সিটি'। তাহা আসলে তাদের তৃতীয় ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার। যা চিন্তা বাড়ায় হোয়াইট হাউসের।বারাক ওবামা মার্কিন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ইরানের সঙ্গে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল আমেরিকা, ব্রিটেন, চিন, ফ্রান্স ও রাশিয়া। ২০১৫-তে হওয়া এই চুক্তির শর্তানুযায়ী, তাহাদের যে কোনও রকমের পরমাণু কার্যক্রম বন্ধ রাখিবে ইরান। প্রয়োজনে তাহাদের যে কোনও পারমাণবিক উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে নজরদারি চালাইতে পারিবে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি কমিশন বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি। পরিবর্তে ইরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া মোটা অঙ্কের ত্রাণ পাঠাইবে আমেরিকা। কিন্তু ২০১৮ সালে চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসিবার সিদ্ধান্ত নেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি অভিযোগ করেন, শর্ত না মানিয়া গোপনে আণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করিয়াছে ইরান।এরপর ২০২০ সালে ট্রাম্প জমানাতেই নিহত হন ইরানের 'কাডস ফোর্স'-এর কমান্ডার জেনারেল কাশেম সোলেমানি। সেবছরের ৩ জানুয়ারি ট্রাম্পের নির্দেশেই বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্কিন ড্রোন হামলা হয়। সোলেমানি-সহ প্রাণ যায় ৮ জনের। পালটা মার্কিন সেনাঘাঁটিতে রকেপেজেস্কিয়ানাইয়াছিল ইরানের সেনা। সেই থেকেই দুদেশের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হয়। তবে ক্ষমতায় আসিয়া ফের সেই চুক্তি বলবৎ করিবার চেষ্টা করেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কিন্তু তিনিও সফল হননি। উলটে গাজায় হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধে ইরানের সঙ্গে আমেরিকা নতুন করিয়া সংঘাতে জড়ায়। বিশ্লেষকরা বলিয়াছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে আর আমেরিকার সঙ্গে জড়াইতে চান না ইরানের সংস্কারপন্থী প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান। ট্রাম্পের নয়া 'শুল্কবাণে'র প্রভাব পড়িয়াছে ইরানের অর্থনীতিতেও। তাই আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ চাইছেন পেজেস্কিয়ান।

হাসপাতালে ভর্তি অসুস্থ রাজ্যপাল বোস, দেখতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি.স.): অসুস্থ হয়ে পড়লেন রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। দক্ষিণ কলকাতার কমান্ড হাসপাতালে ভর্তি তিনি। শালবনি যাওয়ার আগে তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওয়াকফ ইস্যুতে অশান্তি ছড়িয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে। সেখানের এলাকা পরিদর্শনে গেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শনিবার জেলা সফর থেকে ফিরেছিলেন তিনি। মাঝে কেটেছে একদিন। সোমবারই তাঁর অসুস্থতার খবর সামনে এল।

এদিন সকালে শালবনির উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগেই হাসপাতালে রাজ্যপালকে দেখতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে দুপুরে ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, """রাজ্যপালের শরীর খারাপ। দেখে গেলাম। চিকিৎসা চলছে।""""

চিকিৎসকদের আশঙ্কা, রাজ্যপালের বাইপাস সার্জারি করতে হতে পারে। আপাতত প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে রাজ্যপালের। তবে মনে করা হচ্ছে, পরবর্তী চিকিৎসার জন্য তাঁকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হতে পারে।

মুর্শিদাবাদ নিয়ে ৩৫৫ ধারার আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে চলতি অশান্তির জেরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। তাই সংবিধানের ৩৫৫ ধারা প্রয়োগ করে এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসন জারির একটি আবেদন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। তাতে সায় দিল না সর্বোচ্চ আদালত।এদিন আইনজীবী বিষ্ণুশঙ্কর জৈন আদালতের কাছে বাংলার মুর্শিদাবাদ সহ অন্যান্য জায়গায় অশান্তিতে মৃত্যু ও জখম এবং সম্পদহানির অভিযোগ তুলে রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসন জারির আর্জি জানান। জৈন তাঁর আবেদনে বলেন, আমি রাজ্যে ঘটা সাম্প্রতিক হিংসার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই আদালতের কাছে।বিচারপতি বিআর গাভাই এই আর্জিতে সায় না দিয়ে প্রশ্ন করেন, আপনি কি চান আমরা হুকুমনামা জারি করি? যেভাবে আমরা সংসদীয় এবং কার্যনির্বাহী ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছি বলে এমনিতেই অভিযুক্ত হচ্ছি।

পথে নামলেন চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীরাও

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি.স.): সোমবার চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশাপাশি পথে নামলেন চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীরাও।

সল্টলেকের করুণাময়ীতে আলাদা করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। রাজ্য সরকার ও এসএসসি-র বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তোলেন চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীরা। তাঁদের প্রশ্ন, সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কেন শুধু চাকরিহারা শিক্ষকদের ফেরাতে সওয়াল করল স্কুল সার্ভিস কমিশন? স্কুলে কি অশিক্ষক কর্মীদের প্রয়োজন হয় না? তাহলে এই দ্বিচারিতা কেন?

এর পাশাপাশি, চাকরিহারা শিক্ষকদের মতো তাঁরাও যোগ্য অশিক্ষক কর্মীদের তালিকা প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন।

কীভাবে এয়ার কন্ডিশনার বিশ্বকে বদলে দিয়েছে

ভেবে দেখুন, যদি এমন হয় যে আমরা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি- একটি বোতাম চাপতেই পরিবেশ আমাদের ইচ্ছেমত উষ্ণ বা শীতল, আর্দ বা শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশের ওপর এর প্রভাব বিশাল হতে পারে। কেননা এমনটা হলে আর কোনো খরা বা বন্যা হবে না, তাপপ্রবাহের হাঁসফাঁস নেই বা বরফ জমে রাস্তা বন্ধ হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে না।

মরুভূমি হয়ে উঠবে সবুজ শ্যামল। ফসল কখনই নষ্ট হবে না। প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন জলবায়ুকে হ্যাক করার কিছু উদ্ভট ধারণার জন্ম দিয়েছে। যেমন উপরের বায়ুমণ্ডলে সালফিউরিক অ্যাসিড স্প্রে করা, বা সাগরে কুইকলাইম ফেলা। কিন্তু সত্যি হলো আমরা বাইরের আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণের ধারেকাছে নেই। এয়ার কন্ডিশনার আবিষ্কারের পর থেকে, আমরা ভিতরের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি এবং এর কিছু সুদূরপ্রসারী এবং অপ্রত্যাশিত প্রভাব রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা আগুন আবিষ্কার এবং একে আয়ত্ত করার পর থেকে মানুষ শীতকালে নিজেদের উষ্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু গরম এলে নিজেদের ঠান্ডা করার বিষয়টি আরও চ্যালেঞ্জিং।

এলাগাবুলাস নামে এক পাগলাটে রোমান সম্রাট পাহাড় থেকে তুষার নামাতে এবং তার বাগানে সেই তুষার স্তূপ করার জন্য ক্রীতদাসদের পাঠিয়েছিলেন।

আর্দতার সমস্যা

বলা বাহুল্য, ১৯ শতকের আগ পর্যন্ত গরম মোকাবিলায় বড় কোনো সমাধান আসেনি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন রাজ্যের উদ্যোক্তা ফ্রেডেরিক টিউডর এক্ষেত্রে এমন কিছু করেন যা হঠাৎ তার ভাগ্য খুলে দেয়। তিনি শীতকালে হিমায়িত নিউ ইংল্যান্ড হ্রদ থেকে বরফের ব্লক কেটে সেগুলোর চারিদিকে কাঠের গুড়ো ছিটিয়ে তাপ নিরোধক করে নিতেন। এই বরফের ব্লকগুলো তিনি উষ্ণ জলবায়ুর অঞ্চলে গ্রীষ্মের সময় পাঠাতেন। কৃত্রিমভাবে বরফ তৈরির উপায় আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত, নিউ ইংল্যান্ডের হালকা শীত বরফের আকাল দেখা দেয়ার আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। আমরা জানি এয়ার কন্ডিশনারের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯০২ সালে। কিন্তু এর উদ্ভাবনের সাথে মানুষের আরামের আয়েশের কোনো সম্পর্ক ছিল না। নিউইয়র্কের স্যাকেট অ্যান্ড উইলহেমস লিথোগ্রাফিং অ্যান্ড প্রিন্টিং কোম্পানি নামে একটি ছাপাখানা রঙিন কালিতে মুদ্রণের চেষ্টা করার সময় বাতাসে বিভিন্ন আর্দতার মাত্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিল।

একই কাগজ চারটি রঙে চারবার মুদ্রণ করতে হয়েছিল এবং যদি প্রিন্ট চলাকালে আর্দতা পরিবর্তন হয় তাহলে কাগজটা কিছুটা প্রসারিত হয়ে যায় বা সংকুচিত হয়। এমনকি মিলিমিটার পরিমাণ অসঙ্গতি দেখতেও ভয়ঙ্কর লাগছিল। এ অবস্থায় প্রিন্টাররা হিটিং কোম্পানি বাফেলো ফোর্জকে আর্দতা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সিস্টেম তৈরি করতে বলেন। সে সময় উইলিস ক্যারিয়ার নামে একজন তরুণ প্রকৌশলী আবিষ্কার করেন যে কমপ্রেসড অ্যামোনিয়া দিয়ে ঠান্ডা করা কয়েলের উপর বায়ু সঞ্চালন করলে সেখানকার আর্দতা ৫৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকে। আর্দতা আর ওঠানামা করে না। এই আবিষ্কারে ব্যাপক খুশি হয়েছিলেন প্রিন্টাররা।

ব্যাপক সুবিধা

বাফেলো ফোর্জ শিগগিরই উইলিস ক্যারিয়ারের উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি বিক্রি করতে শুরু করেন বিশেষ করে যেখানে বাতাসের আর্দতা মানুষের সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন ময়দা কলের ময়দা অতিরিক্ত আর্দতায় নষ্ট হয়ে যেতো এবং জিলেট কর্পোরেশন যে রেজরগুলো তৈরি করতো সেগুলোর ব্লেডে অতিরিক্ত আর্দতায় মরিচা পড়ে যাচ্ছিল।

এই শিল্পের প্রথম দিকের ক্লায়েন্টরা তাদের কর্মীদের জন্য কারখানার তাপমাত্রাকে আরও সহনীয় করে তোলার বিষয়ে খুব একটা যত্নশীল ছিল না — কিন্তু এই আর্দতা নিয়ন্ত্রক প্রযুক্তির কারণে ভেতরে পরিবেশ ঠান্ডা হয়ে ওঠে যা ওই কর্মীদের জন্য একটি আনুষঙ্গিক সুবিধা ছিল। কিন্তু ১৯০৬ সাল নাগাদ, মি. ক্যারিয়ার থিয়েটারের মতো পাবলিক ভবনগুলোয় 'আরামদায়ক' পরিবেশ তৈরির সম্ভাব্যতার বিষয়টি যাচাই করেন। এটি বেশ বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত ছিল। ঐতিহাসিকভাবে, থিয়েটারগুলো প্রায়শই গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ রাখা হতো। কারণ থিয়েটারে মানুষের গাদাগাদি হয়, কিন্তু সেখানে কোনো জানালার ব্যবস্থা নেই। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের আগে, আগুনের শিখা দিয়ে আলো সরবরাহ করা হয়। অল্প সময়ের জন্য হলেও নিউ ইংল্যান্ডের বরফ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৮০ সালের গ্রীষ্মে, নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন থিয়েটারের ভেতরের পরিবেশ ঠান্ডা রাখতে দিনে চার টন বরফ ব্যবহার করতে হতো। একটি আট ফুট পাখা বরফের উপর দিয়ে ডাক্টের মধ্যে দিয়ে দর্শকদের দিকে বাতাস বইয়ে দিত। দুর্ভাগ্যবশত, বাতাস ঠান্ডা হলেও সেটা বেশ স্যাঁতসেঁতে ছিল, এবং নিউ ইংল্যান্ডের হ্রদে দূষণ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে, গলে যাওয়া বরফ থেকে কখনো কখনো অপ্রীতিকর গন্ধও বের হতো।

এক্ষেত্রে উইলিস ক্যারিয়ারের 'ওয়েদারমেকার' অনেক বেশি কার্যকর সমাধান ছিল। ১৯২০-এর দশকে মুভি থিয়েটারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যায়। সেখানে সাধারণ মানুষ প্রথম এয়ার কন্ডিশনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই এয়ার কন্ডিশনার সিনেমার মতোই তাদের টিকিটের বিক্রি বাড়ার বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রূপান্তরকারী প্রযুক্তি

হলিউডের বহুদিন ধরে চলে আসা গ্রীষ্মকালীন ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রের ধারা শুরু হয়েছিল মি. ক্যারিয়ারের মাধ্যমে, অনেকটা বিপণি বিতান চালু হওয়ার মতো। কিন্তু শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিছক সুবিধার চাইতেও বেশি কিছু হয়ে ওঠে। বলতে গেলে এটি ছিল রূপান্তরকারী প্রযুক্তি, যা আমরা কোথায় থাকছি এবং কীভাবে বসবাস করছি তার উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

আবহাওয়া খুব গরম বা স্যাঁতসেঁতে হলে কম্পিউটার ঠিকঠাক মতো কাজ করতে পারে না। কিন্তু এয়ার কন্ডিশনারের বদৌলতে ইন্টারনেট সরবরাহকারী সার্ভার ফার্মগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, যদি কারখানাগুলো তাদের বায়ুর গুণমান নিয়ন্ত্রণ করতে না পারতো তাহলে আমাদের সিলিকন চিপগুলো তৈরি করতে বেশ কষ্ট করতে হতো। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপত্য শিল্পেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। ঐতিহাসিকভাবে, গরম জলবায়ুতে ভবনের ভেতরের পরিবেশ শীতল রাখতে পুরু দেয়াল, উঁচু ছাদ, বারান্দা, উঠান এবং জানালা সূর্যের বিপরীত দিকে বসানো হয়ে থাকে।

আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করার জন্য ডগট্রট হাউস বেশ জনপ্রিয়। একই ছাদের নিচে দুই পাশে দুটি কক্ষ থাকে তার মাঝ বরাবর থাকে উন্মুক্ত করিডোর, যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে। অর্থাৎ করিডোরের একপাশ থেকে আরেক পাশের বাইরের দৃশ্য দেখা যায়। এয়ার কন্ডিশনার উদ্ভাবনের আগে, কাচ দিয়ে তৈরি আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরির কথা ভাবাই যেতো না। কেননা এয়ার কন্ডিশনার ছাড়া ওইসব ভবনের ওপরের তলায় যে কেউ গরমে সেদ্ধ হয়ে যেতো। এয়ার কন্ডিশনার একটি অঞ্চলের জনসংখ্যার ওপরেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া দুবাই বা সিঙ্গাপুরের মতো উষ্ণ শহরের উত্থান কল্পনা করাই কঠিন ছিল। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মানুষের বসবাসের জন্য আমেরিকা জুড়ে আবাসিক ইউনিট নির্মাণ করা হয় যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সেইসাথে দেশটির সান বেল্ট অর্থাৎ ফ্লোরিডা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত গরম প্রবণ দক্ষিণাঞ্চলে আমেরিকানদের জনসংখ্যা ২৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪০ শতাংশে ঠেকেছে।

বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণের দিকে যাওয়ায় জন্য ওই অঞ্চলের রাজনৈতিক ভারসাম্যও বদলে দিয়েছে। লেখক স্টিভেন জনসন যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে এয়ার কন্ডিশনারের ফলশ্রুতিতে রোনাল্ড রিগ্যান নির্বাচিত হয়েছেন। রিগান ১৯৮০ সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন, এটি এমন এক সময় যখন আমেরিকা বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহার করেছিল।

তখন থেকেই উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো দ্রুত এগিয়ে যেতে শুরু করে। চীন দ্রুত বিশ্বনেতা হয়ে ওঠে। চিনের শহরগুলোয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ির অনুপাত আগে যেখানে ১০ ভাগের এক ভাগ ছিল সেটি বাড়তে বাড়তে মাত্র ১০ বছরের মাথায় দুই-তৃতীয়াংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভারত, ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোয় এয়ার কন্ডিশনারের বাজার দুই অঙ্কে প্রসার লাভ করে। সেখানে প্রবৃদ্ধির আরও সুযোগ রয়েছে কারণ বিশ্বের ৩০টি বড় শহরের ১১টি এই গরম প্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। এয়ার কন্ডিশনারের বাজারের ব্যাপক প্রসার অনেক কারণেই একটি ভালো খবর। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, এটি তাপপ্রবাহের সময় মৃত্যুহার কমিয়ে দেয়। অতিরিক্ত গরম কারাগারের কয়েদিদের মেজাজ খিটখিটে করে তোলে। কিন্তু এয়ার কন্ডিশনার বসানোর পর তাদের মারামারির হার কমে যায়। যা এ বাবদ বিনিয়োগকে অর্থবহুল করেছে। পরীক্ষার হলগুলোয় তাপমাত্রা যখন ২১ ডিগ্রি থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায় তখন দেখা যায় শিক্ষার্থীরা গণিত পরীক্ষায় কম নম্বর পেতে শুরু করেছে। অফিসে, এয়ার কন্ডিশনার আমাদের আরও বেশি উৎপাদনশীল করে তোলে। একটি প্রাথমিক গবেষণা অনুসারে, এয়ার কন্ডিশনারের কারণে মার্কিন সরকারের টাইপিস্টরা আগের চাইতে ২৪ শতাংশ বেশি কাজ করতে পারছিলেন। তারপর থেকে অর্থনীতিবিদরা নিশ্চিত করেছেন যে উতাদনশীলতার সাথে ঠান্ডা পরিবেশের একটি সম্পর্ক আছে। ছবির ক্যাপশান,এয়ার কন্ডিশনার আবিষ্কার আমেরিকার তথাকথিত 'সান বেল্ট' এ আবাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে।

তিক্ত সত্য উইলিয়াম নর্ডহাউস অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা রেখা দিয়ে বিশ্বকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করেছেন এবং প্রত্যেকের জলবায়ু, উৎপাদনশীলতা এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

তিনি জানতে পারেন, গড় তাপমাত্রা যত বেশি হবে, মানুষ তত কম উৎপাদনশীল হবে।

জিওফ্রে হিল এবং জিসুং পার্কের মতে, গরম দেশগুলোয় গড়ে যে গরম পড়ে তার চেয়ে বেশি গরম পড়লে সেটা উতাদনশীলতার ওপর প্রভাব ফেলে। ওই বছরে উৎপাদনের জন্য খারাপ বলে ধরা হয়। তবে শীতল দেশে গড়ে যে গরম পড়ে তার চেয়ে বেশি গরম পড়লে সেটা ভালো লক্ষণ। পরিশেষে তারা বলেছেন যে মানুষের উতাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি থাকে ১৮ ডিগ্রি থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

তবে একটি অস্বস্তিকর বা তিক্ত সত্য রয়েছে। সেটি হলো আপনি ভেতরের পরিবেশ ঠান্ডা করতে গিয়ে বাইরের পরিবেশ গরম তুলছেন। অ্যারিজোনার ফিনিক্স শহরের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে পাম্প করা গরম বাতাস শহরের রাতের তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভূগর্ভস্থ মেট্রো সিস্টেমে, ট্রেনগুলো শীতল রাখার কারণে উত্তপ্ত প্ল্যাটফর্মগুলো আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে।

যে বিদ্যুতের সাহায্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র চালানো হয় সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় গ্যাস বা কয়লা জ্বালিয়ে। এবং এয়ার কন্ডিশনারগুলো ঘর ঠান্ডা করতে যে কুল্যান্ট ব্যবহার করে, তার মধ্যে অনেক ধরনের শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস থাকে। ফলে গ্যাসগুলো লিক হলে পরিবেশে মিশে যায়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি দিন দিন পরিবেশ বান্ধব হয়ে উঠছে। কিন্তু এই যন্ত্রের চাহিদা এত দ্রুত বাড়ছে যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শক্তি খরচ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উদ্বেগজনক খবর। এখন প্রশ্ন উঠেছে আমরা কি কখনও বাইরের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করার মতো কিছু উদ্ভাবন করতে পারবো?

রহস্যময় বেতার সংকেতের খোঁজে

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

বহির্জাগতিক প্রাণ বা এলিয়েনদের কথা শুনলে একই সঙ্গে হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। তবে কোনো কিছু আসলেই সম্ভব কি অসম্ভব, সেটা আগে থেকে বলার কি আদৌ কোনো উপায় আছে? পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং এটি যে খুবই নগণ্য এক গ্রহ, এ কথা ষোড়শ শতকের কাউকে বললে তিনি কি তা বিশ্বাস করতেন? এই নগণ্য গ্রহের এক কোণে বসে, হিসাব কষে নক্ষত্র থেকে ছায়াপথ সবকিছুর গতি-প্রকৃতি বের করে ফেলা সম্ভবকে ভাবতে পেরেছিল? তার ওপর আমাদের এত দিনের চেনাজানা ডিএনএতে নাইট্রোজেন বেস (ক্ষার) ছিল কেবল চারটি। গত ২২ ফেব্রুয়ারির সায়েন্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি পেপার থেকে আমরা এখন জানি, বিজ্ঞানীরা আটটি নাইট্রোজেন বেসযুক্ত কৃত্রিম ডিএনএ তৈরি করেছেন। যেটি সম্পূর্ণ স্থিতিশীল এবং পুরোপুরি প্রাকৃতিক ডিএনএর মতোই আচরণ করে!

বহির্জাগতিক প্রাণ নিয়ে এই চিন্তাভাবনা কিন্তু কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। সেই ষোড়শ শতকেই জিওর্দানো ব্রুনো বহির্জাগতিক প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন।

কিন্তু কথা হলো, বহির্জাগতিক প্রাণ যদি থাকে, সেটা আমরা বুঝব কীভাবে? কীভাবে যোগাযোগ করব তাদের সঙ্গে? এই যোগাযোগ আসলে দুভাবে হতে পারে। আমাদের পাঠানো বার্তার জবাবে সাড়া দিতে পারে অন্য ভুবনের কেউ। অথবা তারা নিজে থেকেই যোগাযোগ করতে পারে।

প্রথমে আমাদের কথাই বলি। বেতার তরঙ্গ আবিষ্কৃত হওয়ার কিছুকাল পর থেকেই মানুষ বহির্জাগতিক প্রাণের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে মহাকাশে সিগন্যাল পাঠিয়ে যাচ্ছে। এই তরঙ্গের শক্তি প্রচণ্ড। দূরপাল্লায় তথ্য পাঠানোর জন্য আমাদের কাছে বেতার তরঙ্গের চেয়ে ভালো আর কিছু নেই। আলোর বেগে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় বহির্জাগতিক কোনো প্রাণের হাতে পড়তে পারে এই সিগন্যাল। তবে সেই প্রাণ আদৌ বুদ্ধিমান হবে কি না, আমাদের সিগন্যালের মর্ম বুঝতে পারবে কি না, এটা একটা বড় প্রশ্ন। তা ছাড়া অনেকটা পথ পাড়ি দেওয়ার ফলে বেতার তরঙ্গ শক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। তবে বহির্জাগতিক সভ্যতা যদি যথেষ্ট উন্নত হয় এবং মহাকর্ষীয় লেন্স ব্যবহার করতে জানে, তাহলে আশা করা যায় তারা সিগন্যালটি ধরতে পারবে। মহাকর্ষীয় লেন্স আসলে গ্রহ, উপগ্রহ বা গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের মতো ভারী কোনো বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়। এসব বস্তু নিজেদের বিপুল ভরের জন্য সৃষ্ট মহাকর্ষ ব্যবহার করে আলো থেকে শুরু করে বেতার তরঙ্গযেকোনো তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গকে বেঁকে ফেলতে পারে এরা। এ সময় এরা তরঙ্গটিকে কিছুটা বিবর্ধিত করে দিতে পারে। ফলে তরঙ্গটি কিছুটা শক্তি হারালেও, মহাকর্ষীয় লেন্স ব্যবহার করে এ ধরনের সিগন্যাল রিসিভ করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব। এবার উল্টো দিক থেকে ভাবা যাক। কোনো বহির্জাগতিক প্রাণী যদি নিজে থেকে আমাদের বার্তা পাঠায়, তাদের সেই বার্তা কেমন হবে? এটা যে বহির্জাগতিক প্রাণীদের পাঠানো বার্তা, সেটা বোঝার উপায়ই—বা কী?

এ ধরনের কিছু নিশ্চিত করতে মূলত প্রসেস অব এলিমিনেশন ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ যেটা প্রমাণ করা প্রয়োজন, শুরু করতে হবে তার উল্টো দিক থেকে। এ ক্ষেত্রে যেমন প্রথমে ধরে নিতে হবে, এই বার্তা বহির্জাগতিক কোনো প্রাণী পাঠায়নি। তারপর একে একে মহাজাগতিক সব বস্তু থেকে আসা সিগন্যালের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে। যদি সিগন্যালটি এর কোনোটির সঙ্গেই না মেলে, তারপর আরও বেশ কিছু পরীক্ষা দেখা লাগবে। যেমন এই সিগন্যাল আসলেই কৃত্রিমভাবে তৈরি করা সম্ভব কি না। সিগন্যালটা একবারই এসেছে, নাকি বারবার আসছে ইত্যাদি।

এ রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭৭ সালের আগস্টে। ওয়াও সিগন্যাল নামে পরিচিত এই ঘটনা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ৭২ সেকেন্ড ধরে বেতার তরঙ্গের প্রচণ্ড শক্তিশালী এক সিগন্যাল রিসিভ করেন বিজ্ঞানীরা। এর কম্পাঙ্ক ছিল সেটি প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের অনুমিত তরঙ্গের কাছাকাছি। মানে, তাঁরা ভেবেছিলেন, বহির্জাগতিক প্রাণীরা বার্তা পাঠালে এর কম কম্পাঙ্কের সিগন্যাল-ই পাঠাবে। ওহাইয়োতে অবস্থিত বিগ ইয়ার বেতার টেলিস্কোপ থেকে পাওয়া এই সিগন্যালের প্রিন্টআউট দেখে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেরি এহম্যান প্রবল উত্তেজনায়, প্রিন্ট আউটের ওপরেই লাল কালি দিয়ে লিখে ফেলেছিলেন, 'ওয়াও!' কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সেই কম্পাঙ্কে এ ধরনের আর কোনো সিগন্যাল পাওয়া যায়নি। তবে একই কম্পাঙ্কে একই ধরনের সিগন্যাল যদি বারবার পাওয়া যেত, গল্পটা অন্য রকম হতে পারত।

যেকোনো টেলিস্কোপে গৃহীত সিগন্যাল দেখে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, সেটা কোত্থেকে বা কত দূর থেকে এসেছে। ডপলার ক্রিয়া ব্যবহার করে এটা খুব সহজেই বের করা যায়। সে জন্য গৃহীত সিগন্যালের বর্ণালি পরীক্ষা করে দেখতে হয়। যদি কোনো সিগন্যাল বহির্জাগতিক প্রাণীদের পাঠানো নয় বলে প্রমাণ করা সম্ভব না-ই হয়, তখন একে আন্তর্জাতিক জরুরি অবস্থা বলে গণ্য করা হবে। 'ইটিআই সিগন্যাল ডিটেকশন' প্রটোকল অনুযায়ী, জাতিসংঘের মহাসচিব এবং পৃথিবীর সব আন্তর্জাতিক সংগঠনকে দ্রুত এ ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হবে। বিজ্ঞানীরা সেই কম্পাঙ্কটুকুকে জরুরি বলে ঘোষণা করে দেবেন, যাতে পৃথিবীর কোনো প্রান্তের কেউ এই কম্পাঙ্ক ব্যবহার করে কোনো সিগন্যাল না পাঠায়। সেই সঙ্গে সিগন্যালটির বিস্তারিত তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। এতে যে কেউ সিগন্যালটি নিয়ে গবেষণা করে দেখতে পারবে, একে স্বাভাবিক সিগন্যাল বলে কোনোভাবে প্রমাণ করা যায় কিনা। এবং আন্তর্জাতিকভাবে পুরোপুরি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে এই সিগন্যালের কোনো জবাব পাঠানো হবে না। কারণ, এই প্রাণীরা বন্ধুবৎসল হবে, নাকি নির্মমসেটা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। আমাদের নিজেদের দিকে তাকালেই এর কারণ বোঝা যাবে। মানুষ কি বন্ধুবৎসল প্রাণী, নাকি নির্মম? প্রিয় পাঠক, এ প্রশ্নের ভার না হয় আপনার কাছেই তোলা থাকুক! এখানে দুটো বিষয় বলে রাখা দরকার। এক, চলচ্চিত্রে যেমন দেখা যায়, সে রকম কোনো কথোপকথন এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কারণ, আমাদের সবচেয়ে কাছের বহির্জাগতিক সভ্যতাও শত-সহস্র আলোকবর্ষ দূরে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে একেকটা প্রশ্ন পাঠাতে যেমন শত-সহস্র আলোকবর্ষ লেগে যাবে, তেমনি এর উত্তর ফিরে আসতেও একই সময় লাগবে। দুই, বহির্জাগতিক প্রাণীদের পাঠানো বার্তার অর্থ কী, সেটা আমরা কীভাবে বুঝব? ইংরেজি মুভিতে যেমন দেখায়, সব এলিয়েনের তো আর ইংরেজি জানার কথা না! আসলে, পৃথিবীর কোনো ভাষা-ই তাদের জানার কথা নয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই যোগাযোগের মাধ্যম হতে পারে গণিত। এখন পর্যন্ত আমাদের জানা মৌলিক সংখ্যার তালিকা, পাইয়ের মান কিংবা ফিবোনাচ্চি ধারা এমন কিছু আদান-প্রদানের মাধ্যমে হয়তো যোগাযোগ শুরু হতে পারে। যদি ও প্রান্তের প্রাণীরা গণিত বোঝে-ই, তাহলে পরে বাইনারি সিগন্যাল ব্যবহার করে আরও বিস্তারিত বার্তা, এমনকি ছবিও আদান-প্রদান করা সম্ভব।

তবে এই যোগাযোগের জন্য সবচেয়ে বড় শর্তটা হচ্ছে, বহির্জাগতিক সেই প্রাণীদের বুদ্ধিমান হতে হবে। এ নিয়ে কথা বলতে গেলে সবার আগে যে প্রশ্নটা আসে, তা হলো, দৈহিকভাবে কেমন হবে সেই প্রাণীরা? কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা আসলে গাণিতিক প্রতীক বা সিম্বল নিয়ে। যেমন দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বা ১০ ভিত্তিক গণনার পেছনে যথাসম্ভব আমাদের 'হাত-পায়ে ১০টা করে আঙুল থাকা'টা একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। কথা হলো, বহির্জাগতিক কোনো সভ্যতার সঙ্গে যদি আমাদের গণিত দিয়েও কথা হয়, তারা ঠিক কত ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি ব্যবহার করবে? এসব সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের সর্বজনীনতাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, এ নিয়ে বিখ্যাত পদার্থবিদ কার্ল সাগানের বেশ কিছু তত্ত্ব আছে। যেমন, '২+৩ = ৫' এটা দিয়ে সত্য বোঝানো যেতে পারে, এবং '2+2 = ৫' এটা দিয়ে মিথ্যা বোঝানো যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সংখ্যা পদ্ধতি ভিন্ন হলেও বহির্জাগতিক সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়তো সম্ভব হবে।

তবে এই যোগাযোগের জন্য সবচেয়ে বড় শর্তটা হচ্ছে, বহির্জাগতিক সেই প্রাণীদের বুদ্ধিমান হতে হবে। এ নিয়ে কথা বলতে গেলে সবার আগে যে প্রশ্নটা আসে, তা হলো, দৈহিকভাবে কেমন হবে সেই প্রাণীরা?

এই প্রশ্নের উত্তর আবার আরেকটা প্রশ্নের ওপর নির্ভর করে। তাদের বাসভূমিটা কেমন? যদি বহির্জাগতিক প্রাণীদের আবাসস্থল পৃথিবীর মতো হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যায়, সেই প্রাণীরাও প্রায় আমাদের মতোই হবে। প্রাণের বিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম হলো, একই ধরনের পরিবেশে সে সাধারণত একইভাবে বিকশিত হয়। পরিবেশ ভিন্নতার কারণে তাদের বুদ্ধিমান হতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন, ডলফিন। পানিতে থাকলেও এরা বেশ বুদ্ধিমান প্রাণী। এর মধ্যে অবশ্যই একটা 'কিন্তু' আছে। বহির্জাগতিক প্রাণের সূচনা পানিতে হোক কিংবা বায়ুতে, আমাদের মতো কিংবা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান হতে হলে তাদের একসময় অবশ্যই মাটিতে বসবাস করা শুরু করতে হবে। মাটির বুকে, আগুনের চারপাশে জড়ো হয়ে বসে গল্প করা এবং আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা আমাদের সভ্যতার পেছনে বিশাল ভূমিকা রেখেছে। সহজ কথায়, ভিনগ্রহী প্রাণীদের গ্রহটি যদি পৃথিবীর মতোই হয়, তাহলে তাদের দৈহিক গঠনও আমাদের মতোই হবে। যদি তাদের গ্রহের মহাকর্ষ বল তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়, তাহলে তাদের আকৃতি হবে লম্বা এবং সরু। আর মহাকর্ষ বল অনেক শক্তিশালী হলে তাদের আকৃতি হবে মোটা এবং খাটো ধরনের।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

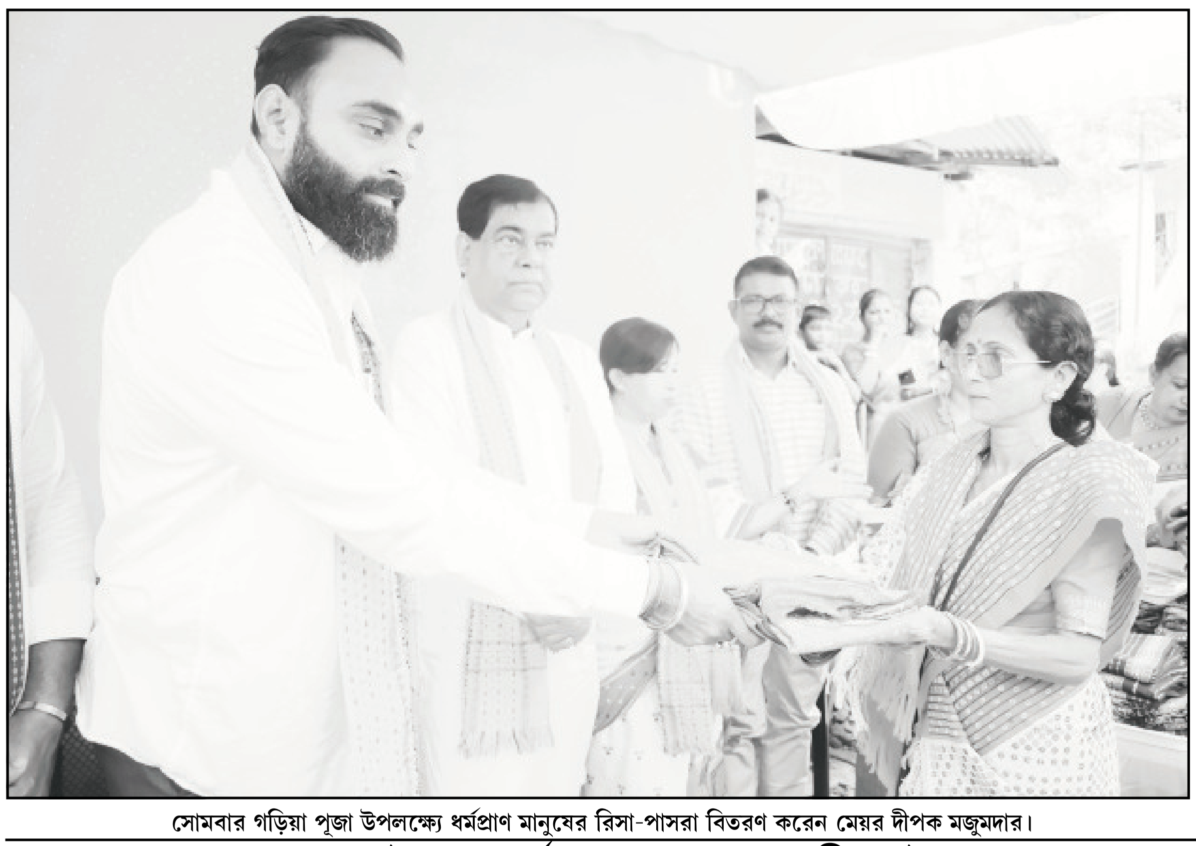

সোমবার গড়িয়া পূজা উপলক্ষ্যে ধর্মপ্রাণ মানুষের রিসা-পাসরা বিতরণ করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

মুর্শিদাবাদে সমবায় নির্বাচনে জয় সিপিএমের

মুর্শিদাবাদ, ২১ এপ্রিল (হি.স.): তৃণমূলকে পরাস্ত করে সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ী হল সিপিএম। জানা গিয়েছে, রবিবার মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম ব্লকের অমৃতকুন্ডুতে জামাইপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন হয়। এই সমবায় নির্বাচনে সিংহভাগ আসনে জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সিপিএম। এই নির্বাচনে মোট ১২টি আসনের মধ্যে ১০টি আসন আসে সিপিএমের ঝুলিতে। দুটি আসন পায় তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা। সমবায় সমিতির ভোটে জয়লাভ করে ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে আশার আলো দেখতে শুরু করেছে সিপিএম।

এটিএমে জালিয়াতি করে টাকা চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধৃত ভিন রাজ্যের যুবক

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২১ এপ্রিল (হি.স.): একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের এটিএমে জালিয়াতি করে টাকা চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল ভিন রাজ্যের যুবক। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই যুবককে ধরে বালুরঘাট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃতের নাম জাহিদ খান। বাড়ি বিহারের গয়াতে।

জানা গিয়েছে, বালুরঘাট থানার অদূরে উত্তর চকভবানী এলাকায় এ দিন এক যুবক ওই এটিএমে টাকা তুলতে যান। কার্ড ঢুকিয়ে নির্দিষ্ট পিন নম্বর দেওয়ার পর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হলেও টাকা বের হয়নি। এটিএমের টাকা বেরোনোর জায়গার ঢাকনা খুলে সেখানে সেলোটেপ আটকে দিয়েছিল ধৃত।

এরপর গ্রাহক ওই ব্যাঙ্কেরই কলেজ মোড় এলাকায় আরেকটি এটিএমে গিয়ে সিকিউরিটি গার্ডকে বিষয়টি জানান। সঙ্গে সঙ্গে ওই রক্ষী এটিএম দেখভাল সংস্থায় ফোন করেন। সেখান থেকে দু'জন চলে আসেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যুবক ওই এটিএমে গেলে পর্দাফাঁস হয়। অভিযুক্তকে ধরে বালুরঘাট থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়বার সফল 'স্পেস ডকিং' ইসরোর

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র মুকুটে ফের নতুন পালক। স্পেডেক্স মিশনের দুই কৃত্রিম উপগ্রহের 'স্পেস ডকিং' প্রক্রিয়া দ্বিতীয়বারের জন্য সফলভাবে সম্পন্ন করেছে তারা। ইসরোর এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংও।

সোমবার মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, ইসরোর স্পেডেক্স মিশনটি গত ৩০ ডিসেম্বর পিএসএলভি-সি৬০ রকেটের সাহায্যে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। এর পর, ১৬ জানুয়ারি ভোর ৬টা ২০ মিনিটে প্রথম বারের জন্য উপগ্রহগুলিকে সফল ভাবে 'ডক' করা হয়। ১৩ মার্চ সকাল ৯টা ২০ মিনিটে সফল ভাবে 'আনডক'ও করা হয়েছিল উপগ্রহ দু'টিকে। এ বার সেগুলিকে ফের ডক করা হল। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে আরও পরীক্ষানিরীক্ষার পরিকল্পনা রয়েছে ইসরোর।

এনই-স্পার্কস প্রোগ্রামের অধীনে ইসরো সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা মণিপুরের ১৩ শিক্ষার্থীর

ইমফল, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : 'মহাকাশ সম্পর্কে সচেতনতা, প্রসার এবং জ্ঞানের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল শিক্ষার্থী কর্মসূচি' (নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম ফর অ্যাওয়ারনেস, রিচ অ্যান্ড নলেজ অন স্প্যাস, সংক্ষেপে এনই-স্পার্কস)-এর অধীনে 'ইন্ডিয়ান স্প্যাস রিসার্চ অর্গানাইজেশন' (ইসরো) সফরের উদ্দেশ্যে মণিপুরের ১৩ জন শিক্ষার্থী রওয়ানা হয়েছেন।

মণিপুরের ১৩ জন শিক্ষার্থী এবং একজন সমন্বয়কারীর এক দল আজ সোমবার বিকালে ইমফল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বেঙ্গালুরুতে ইসরো-র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। অভিভাবক, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে নোডাল অফিসার এবং অতিরিক্ত শিক্ষা পরিচালক (এস/ভি) বিশ্বেশ্বর খুমুকচাম আনুষ্ঠানিকভাবে দলটির যাত্রার সূচনা করেছেন।

ইসরো-র উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে শিক্ষার্থীদের সাথে এক সংক্ষিপ্ত নিবিড় মতবিনিময় করে তাঁদের এক্সপোজার ট্যুর থেকে সর্বাধিক অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের জন্য উৎসাহিত করেছেন অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর। উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রালয় (ডেভেলপমেন্ট অব নর্থইস্ট রিজিওন বা ডোনার) কর্তৃক চালুকৃত এই বিশেষ উদ্যোগ শিক্ষামূলক এই সফর এনই-স্পার্কস-এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচিটি মণিপুর সরকারের সাথে সমন্বয় করে নর্থ-ইস্ট স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (এনইএসএসি)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। সফরের উদ্দেশ্য হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির শিক্ষার্থীদের মধ্যে মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি সচেতনতা এবং আগ্রহ বৃদ্ধি করা।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রত্যেক আটটি রাজ্য থেকে নির্বাচিত ১০০ জন করে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যাচে ব্যাচে ইসরো পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন।

'আমি মুক্তিযোদ্ধা, আমাকে হ্যান্ডকাফ পরানো অমর্যাদাকর... রাজাকাররা ক্ষমতায়, মুক্তিযোদ্ধারা জেলখানায়', আদালতে বলেছেন শাজাহান খান

ঢাকা, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : 'আমি মুক্তিযোদ্ধা, আমাকে হ্যান্ডকাফ পরানো অমর্যাদাকর... রাজাকাররা ক্ষমতায়, মুক্তিযোদ্ধারা জেলখানায়।' আজ হ্যান্ডকাফ পরিয়ে আদালতে আনা হলে বিচারকের সামনে কথাগুলি বলেছেন শাজাহান খান।

আজ তাঁদের হ্যান্ডকাফ পরিয়ে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়। বিশেষ করে কাঠগড়ায় হাজির করার পরও কয়েকজন হ্যান্ডকাফ পরানো অবস্থায় ছিলেন। তা দেখে এ ব্যাপারে পুলিশকর্মীদের বক্তব্য জানতে চান ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, "ওনাদের হ্যান্ডকাফ পরানোর প্র্যাকটিস তো এই ট্রাইব্যুনালে নেই, পরাচ্ছেন কেন?" পুলিশের দুই সদস্য তখন বলেন, "আসামিদের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, হেলমেট ও হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে পুলিশ সদর দফতরের নির্দেশনা রয়েছে।"

চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, "আসামিদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের হ্যান্ডকাফ পরানোর নিয়ম রয়েছে। আর কোর্টরুমে আসার আগে সেটা খোলা হয়। তবে পুলিশ সদস্যরা আসামিদের আজকের আচরণ নিয়ে যেটা আমাদের বলেছেন, তা বিচারকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা।"

শাহজাহান খান বলেন, 'প্রিজন ভ্যান থেকে নামার আগেই আমাকে পেছনে দুই হাতমোড়া করে হ্যান্ডকাফ পরানো হয়েছে। আর এজলাসে ওঠানোর পর হ্যান্ডকাফ খোলা হয়েছে। আমি তখন আপত্তি জানিয়ে পুলিশকে বলেছি, তোমরা আমাকে নামার আগেই হ্যান্ডকাফ পরাচ্ছ কেন? আমি কীভাবে গাড়ি থেকে নামবো? তারা আমার কোনও কথা শোনেনি।'

উত্তর মিলল ভেসে আসা জগন্নাথদেবের কাঠের মূর্তির উৎসর

পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার দিঘার সমুদ্রতটে জগন্নাথদেবের একটি কাঠের মূর্তি ভেসে আসে। এই নিয়ে ধর্মীয় আলোড়ন পড়ে যায় সৈকত নগরীতে। রাজনৈতিক চর্চাও তুঙ্গে ওঠে। সোমবার সেই ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটন হল।

জানা গেছে, দিঘার বাসিন্দা কল্পনা জানার বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে পূজিত হচ্ছিলেন জগন্নাথদেবের এই মূর্তি। সম্প্রতি বিগ্রহটির একটি হাত ভেঙে যায়। এরপর পুরোহিতের পরামর্শে রবিবার সকালে তাঁরা ওই বিগ্রহটিকে ধর্মীয় আচার মেনে সমুদ্রে বিসর্জন দেন। বিসর্জনের পর সেই বিগ্রহটিই আবার সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে ফিরে আসে উপকূলে।এ কথা জানাজানি হতেই স্থানীয়রা এই ঘটনাকে ঈশ্বরীয় সংকেত বলে মনে করছেন। ওই নবনির্মিত ঘাটে ভিড় জমাচ্ছেন অনেকেই। কেউ ফুল দিচ্ছেন, কেউ আবার প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করছেন। কল্পনা জানা সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'বিগ্রহটির হাত ভেঙে যাওয়ায় আমরা পুরোহিতের পরামর্শে তা বিসর্জন দিই। এখন আমরা নতুন বিগ্রহ নির্মাণ করছি।' জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা জগন্নাথ ধাম উদ্বোধন কমিটির একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম বারিক জানান, আসল রহস্য উদঘাটনের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা। সেটিই হল।

পুকুরের মধ্যে থেকে এক নাবালিকার দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

কাকদ্বীপ, ২১ এপ্রিল (হি.স.): পঞ্চম শ্রেণীর এক নাবালিকার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার অন্তর্গত মাধবনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর ৯ ঘেরি এলাকার ঘটনা। সোমবার দিনেদুপুরে এলাকার মানুষজন ওই নাবালিকার দেহ স্থানীয় একটি পুকুরের মধ্যে ভাসতে দেখে। এরপরই তাঁরা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে কাকদ্বীপ পুলিশ মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় গতকাল এলাকায় জলসা চলছিল। তখন ওই নাবালিকা ওই জলসা মাঠেই খাবার কিনতে গিয়েছিল। তারপর থেকেই আর খোঁজ মিলছিল না। এরপরই আজ দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের লোকের অভিযোগ ওই নাবালিকাকে পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার পুলিশ এই বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। নাবালিকার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন আছে বলে এলাকার মানুষের দাবি। কী কারণে মৃত্যু, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্ত্রীর পরকীয়ার প্রতিবাদ, আক্রান্ত স্বামী

ক্যানিং, ২১ এপ্রিল (হি.স.): স্ত্রীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের হাতে আক্রান্ত হলেন স্বামী। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন তিনি। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের কাঁকড়াদহ গ্রামে। বছর বারো আগে পাশের গ্রামের বাসিন্দা এক তরুনীর সাথে বিয়ে হয় ওই যুবকের। তিনি বাইরে কাজ করেন। প্রতিমাসে সংসার খরচের টাকা স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু স্বামী বাড়িতে না থাকার সুযোগে ওই গৃহবধূ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানতে পারলে প্রতিবাদ করেন স্বামী। অভিযোগ, সেই কারণে তাঁর উপর চড়াও হয়ে রবিবার রাতে মারধর করে ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির সদস্যরা। এ বিষয়ে সোমবার বিকেলে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত। তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই গৃহবধূ।

১৭তম সিভিল সার্ভিস দিবসে ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

প্রশাসন, স্বচ্ছতা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারত নতুন মাপকাঠি স্থাপন করছে: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ২০২৫, পিআইবি।। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ১৭তম সিভিল সার্ভিস দিবস উপলক্ষে সরকারি আধিকারিকদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। জনপ্রশাসনে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এদিন প্রধানমন্ত্রী ১৬টি পুরস্কারও প্রদান করেছেন। সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী সিভিল সার্ভিস দিবস উপলক্ষে সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং সংবিধানের ৭৫তম বর্ষ এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদযাপনের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। ১৯৪৭ সালের ২১ এপ্রিল সর্দার প্যাটেলের ঐতিহাসিক বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী প্যাটেলের আমলাতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দিয়ে বলেন, আমলাতন্ত্র শৃঙ্খলা, সততা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জাতির সেবা করে চলেছে। ভারতের বিকশিত ভারত হয়ে ওঠার সংকল্পের প্রেক্ষাপটে সর্দার প্যাটেলের আদর্শের প্রাসঙ্গিকতার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি এবং সর্দার প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গি ও উত্তরাধিকারের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

লালকেল্লা থেকে তাঁর পূর্ববর্তী ভাষণের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আগামী হাজার বছরের জন্য ভারতের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে, নতুন শতাব্দী এবং নতুন সহস্রাব্দের ২৫তম বর্ষকে চিহ্নিত করে বলেন, এই শতকের ২৫টি বছর কেটে গেছে। "আজ আমরা যে নীতিগুলো নিয়ে কাজ করছি, যেসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, সেগুলো আগামী হাজার বছরের ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়ক হবে।" প্রাচীন শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, রথ যেমন একটি চাকার উপর চলতে পারে না, সাফল্যও কেবলমাত্র ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে অর্জন করা যায় না। উন্নত ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমবেত প্রচেষ্টা ও সংকল্পের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি সকলকে এই অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রতি দিন এবং প্রতি মুহূর্তে নিরন্তর শ্রম দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিশ্বব্যাপী দ্রুত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নিজেদের পিছিয়ে থাকার বিষয়টি উপলব্ধি করা যায় যখন তরুণ প্রজন্মের কারোর সঙ্গে আলোচনা করা যায়। তিনি বলেন, ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই নিজেকে আধুনিকতার সাথে আপন করে নেওয়া যেতে পারে। প্রতি দু-তিন বছরে গ্যাজেটগুলোর দ্রুত বিবর্তন এবং এই রূপান্তরের মধ্যে শিশুরা কীভাবে বেড়ে উঠছে তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারতের প্রশাসন, কাজের প্রক্রিয়া এবং নীতি প্রণয়ন পুরনো কাঠামোর ওপর নির্ভর হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ২০১৪ সালে শুরু হওয়া উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের কথা উল্লেখ করেন তিনি এবং এটিকে দ্রুতগতির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটি মহৎ প্রচেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করেন। ভারতীয় সমাজ, যুবক, কৃষক এবং মহিলাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁদের স্বপ্ন অত্যন্ত উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং এই অসাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অসাধারণ গতির প্রয়োজন রয়েছে। আগামী বছরগুলোর জন্য ভারতের উচ্চাকাঙ্খামূলক লক্ষ্যগুলির একটি রূপরেখা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী, যার মধ্যে শক্তি নিরাপত্তা, স্বচ্ছ শক্তি, খেলাধুলায় অগ্রগতি এবং মহাকাশ আবিষ্কারে সাফল্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতের পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরার ওপর জোর দেন। ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে কোনো বিলম্ব থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এ বছরের সিভিল সার্ভিস দিবসের মূল বিষয় "ভারতের সার্বিক উন্নয়ন" নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, এটি শুধুমাত্র একটি বিষয় নয়, বরং দেশের জনগণের প্রতি একটি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি। "ভারতের সার্বিক উন্নয়ন" এর অর্থ হল এটা নিশ্চিত করা যে কোনো গ্রাম, কোনো পরিবার এবং কোনো নাগরিক পিছনে পড়ে থাকবে না। তিনি সার্বিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গির একটি রূপরেখা তুলে ধরেন, যার মধ্যে প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বচ্ছ জল, প্রতিটি শিশুর জন্য মান সম্পন্ন শিক্ষা, প্রতিটি উদ্যোক্তার জন্য আর্থিক প্রবেশাধিকার এবং প্রতিটি গ্রামের জন্য ডিজিটাল অর্থনীতির সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, শাসনের গুণগত মান কেবলমাত্র প্রকল্পগুলির সূচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না, বরং এই প্রকল্পগুলি কতটা গভীরভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে তা বোঝায়। প্রধানমন্ত্রী রাজকোট, গোমতী, তিনসুকিয়া, কোরাপুট এবং কুপওয়ারা জেলার দৃশ্যমান প্রভাব এর কথা উল্লেখ করেন, যেখানে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং সৌরশক্তির গ্রহণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই উদ্যোগের সাথে যুক্ত জেলা এবং ব্যক্তিদের অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি এবং তাদের উৎকৃষ্ট কাজের স্বীকৃতি হিসেবে জেলাগুলির হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন।

বিগত ১০ বছরে ভারত ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন থেকে প্রভাবশালী রূপান্তরের দিকে অগ্রসর হয়েছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের শাসন মডেল এখন পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই সংস্কারের প্রভাব গ্রাম, নগর ও দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতেও স্পষ্ট। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকগুলির সাফল্যের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি স্মরণ করেন যে এই প্রোগ্রামটি ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে শুরু হয়েছিল এবং মাত্র দুই বছরের মধ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য মিলেছে। এই ব্লকগুলিতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক উন্নয়ন এবং মৌলিক পরিকাঠামোর মতো সূচকগুলিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেছে। রূপান্তরমুখী পরিবর্তনের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজস্থানের টঙ্ক জেলার পিপলু ব্লকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের পরিমাপের দক্ষতা ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯৯ শতাংশেরও উপরে চলে গেছে, যেখানে বিহারের ভাগলপুরের জগদীশপুর ব্লকে গর্ভবতী মহিলাদের প্রথম ত্রৈমাসিকে নিবন্ধন ২৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯০ শতাংশেরও উপরে পৌঁছেছে। তিনি আরও বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের মারওয়াহ ব্লকে প্রাতিষ্ঠানিক জন্ম ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০০ শতাংশ হয়েছে এবং ঝাড়খণ্ডের গুরডিহ ব্লকে নলের মাধ্যমে জলের সংযোগ ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০০ শতাংশ হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এগুলি কেবল পরিসংখ্যান নয়, সরকারের শেষ মাইল বিতরণের দৃঢ় সংকল্পের প্রমাণ। তিনি বলেন, 'সঠিক অভিপ্রায়, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পেলে, প্রত্যন্ত এলাকায়ও পরিবর্তন সম্ভব।'

গত এক দশকে ভারতের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে রূপান্তরমুখী পরিবর্তন এবং দেশের নতুন উচ্চতা অর্জনের ওপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, 'ভারত এখন কেবল তার প্রগতির জন্যই স্বীকৃত নয়, প্রশাসন, স্বচ্ছতা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নতুন মাপকাঠি স্থাপনের জন্যও স্বীকৃত'। তিনি ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সিকে এই অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত করে উল্লেখ করেন যে, জি-২০-র ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৬০টিরও বেশি শহরে ২০০টিরও বেশি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা একটি বিস্তৃত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদচিহ্ন তৈরি করেছে। জনসাধারণের অংশগ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে জি-২০-কে জনআন্দোলনে রূপান্তরিত করেছে সে কথা উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব ভারতের নেতৃত্বকে স্বীকার করেছে। ভারত এখন শুধু অংশগ্রহণ করছে না, নেতৃত্বও দিচ্ছে।

সরকারি কার্যকারিতা সম্পর্কে বেড়ে ওঠা আলোচনার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, ভারত এই বিষয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় ১০-১১ বছর এগিয়ে রয়েছে। তিনি গত ১১ বছরে বিলম্ব দূর করতে, নতুন প্রক্রিয়া চালু করতে এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে টার্নঅ্যারাউন্ড সময় কমাতে যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে সে কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ৪০,০০০ এরও বেশি নিয়মাবলী অপসারণ করা হয়েছে এবং ৩,৪০০ এরও বেশি আইনগত বিধানকে ব্যবসার সুবিধার্থে অকার্যকর করা হয়েছে। এই সংস্কারের সময় যে সমস্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা স্মরণ করেন তিনি, যেখানে সমালোচকরা এমন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে, তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সরকার চাপের কাছে নতি স্বীকার করেনি। এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতের ব্যবসার সহজতার সূচক উন্নত হয়েছে এবং ভারতে বিনিয়োগের জন্য বিশ্বব্যাপী উৎসাহ বেড়েছে বলে উল্লেখ করেন। রাজ্য, জেলা এবং ব্লক স্তরে লালফিতার জটিলতা দূর করে প্রধানমন্ত্রী এই সুযোগ কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

শ্রী মোদী বলেন, "গত ১০-১১ বছরের সাফল্য একটি উন্নত ভারতের জন্য শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে"। দেশ এখন এই দৃঢ় ভিত্তির উপর একটি উন্নত ভারতের বিশাল ভবন নির্মাণ করতে শুরু করেছে। তবে সামনের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জগুলি স্বীকার করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হয়ে উঠেছে। মৌলিক সুযোগ-সুবিধাকে যুক্ত করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে শেষ মাইল পর্যন্ত পরিসেবা পৌঁছে দেওয়ার ওপর দৃঢ় মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিভিল সার্ভিসকে প্রাসঙ্গিক থাকতে হলে আধুনিক চ্যালেঞ্জের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রী মোদী পূর্ববর্তী মানদণ্ডগুলির সঙ্গে তুলনা এড়িয়ে নতুন মানদণ্ড স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েচেন। ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে অগ্রগতি পরিমাপ করার আহ্বান জানান তিনি। প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য পূরণের বর্তমান গতি পরীক্ষা করার, এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করার জন্য আহ্বান রাখেন। বর্তমানে উপলব্ধ প্রযুক্তির অগ্রগতির ওপরও গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি এবং এর শক্তি কাজে লাগানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। বিগত এক দশকের সাফল্যগুলো তুলে ধরে শ্রী মোদী বলেন, দরিদ্রদের জন্য ৪ কোটি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৩ কোটি বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। আগামী ৫-৬ বছরের মধ্যে ১২ কোটি গ্রামীণ পরিবারকে নলের মাধ্যমে জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে প্রতিটি গ্রামের বাড়িতে শীঘ্রই একটি জলের সংযোগ নিশ্চিত হয়। তিনি আরও বলেন, গত ১০ বছরে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য ১১ কোটিরও বেশি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে, নতুন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য স্থাপন করা হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তির জন্য ৫ লক্ষ টাকা অবধি বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। নাগরিকদের পুষ্টির মান উন্নত করতে নতুন করে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন শ্রী মোদী এবং ঘোষণা করেছেন যে চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই ১০০ু কভারেজ এবং ১০০ু প্রভাব থাকতে হবে। তিনি বলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি গত এক দশকে ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করেছে এবং আসন্ন সময়ে এটি একটি দারিদ্র্যমুক্ত ভারত অর্জনে সহায়তা করবে।

আমলাতন্ত্রের অতীতের ভূমিকা যা শিল্পায়ন এবং শিল্পোদ্যোগের গতি নিয়ন্ত্রণ করত, সে সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ এখন এই মানসিকতার বাইরে চলে এসেছে এবং এখন এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে যা নাগরিকদের মধ্যে উদ্যোক্তা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে এবং তাদের প্রতিবন্ধকতাগুলি অতিক্রম করতে সহায়তা করে। তিনি বলেন, "সিভিল সার্ভিসকে অবশ্যই সক্ষমকারী হিসেবে রূপান্তর করতে হবে, শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রীক রক্ষক হওয়ার ভূমিকা থেকে প্রবৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে তাদের ভূমিকাকে প্রসারিত করতে হবে।" এমএসএমই খাতের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি মিশন ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের গুরুত্ব এবং কীভাবে এই মিশনের সাফল্য এমএসএমইগুলোর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল সে বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক পরিবর্তনের মধ্যে, ভারতের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য একটি অভূতপূর্ব সুযোগ রয়েছে। তিনি বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে আরও প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেন যে এমএসএমইগুলো কেবল ছোট উদ্যোক্তাদের সাথেই নয়, বরং বিশ্বব্যাপীও প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছে। এক্ষেত্রে ক্রমাগত নিজেদের অবস্থান মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারতীয় শিল্পগুলোর লক্ষ্য হল বিশ্বের সেরা পণ্য তৈরি করা, তবে ভারতের আমলাতন্ত্রের অবশ্যই লক্ষ্য হবে এক্ষেত্রে পৃথিবীর সেরা পরিবেশ প্রদান করা।

সরকারি আধিকারিকদের দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, এই ব্যবস্থা কেবল প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে বুঝতেই সহায়ক হবে না, এটি সম্ভাবনাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলার বিষয়। তিনি প্রযুক্তির মাধ্যমে নীতি ও প্রকল্পগুলিকে আরও দক্ষ এবং ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে প্রযুক্তি-দক্ষ হয়ে ওঠার উপর জোর দিয়েছেন। সঠিক নীতি প্রণয়ন ও রূপায়ণে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেন তিনি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে শ্রী মোদী ডিজিটাল তথা তথ্যের যুগকে ছাড়িয়ে যাবে এমন প্রযুক্তিগত বিপ্লবের পূর্বাভাস দিয়েছেন এবং সরকারি আধিকারিকদের সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান এবং নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এই প্রযুক্তিগত বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত সিভিল সার্ভিস গড়ে তুলতে সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে তিনি মিশন কর্মযোগী এবং সিভিল সার্ভিস সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচির তাৎপর্য তুলে ধরেছেন।

দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় তিনি খাদ্য, জল ও জ্বালানি নিরাপত্তার মত যে বিষয়গুলো প্রধান সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে বলে উল্লেখ করেন। বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের জন্য, যেখানে চলমান সংঘাত এর প্রতিকূলতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলছে। তিনি দেশীয় এবং বাহ্যিক কারণগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযোগ উপলব্ধি করার ওপর জোর দিয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী এবং সাইবার অপরাধের হুমকিগুলোকে সক্রিয় পদক্ষেপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। ভারতকে এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় দশ ধাপ এগিয়ে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এই উদীয়মান বৈশ্বিক সমস্যাগুলির কার্যকর সমাধানের জন্য স্থানীয় কৌশল তৈরি এবং স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

লালকেল্লা থেকে প্রবর্তিত "পঞ্চপ্রাণ"-এর ধারণার কথা পুনরুল্লেখ করে শ্রী মোদী উন্নত ভারতের সংকল্প, দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্তি, ঐতিহ্যের প্রতি গর্ব, ঐক্যের শক্তি এবং সৎভাবে কর্তব্য পালনের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকারি কর্মচারীরা এই নীতিগুলির মৌলিক বাহক। প্রধানমন্ত্রীর মতে, 'যতবারই আপনি সুবিধার চেয়ে সততা, জড়তার চেয়ে উদ্ভাবন বা মর্যাদার চেয়ে সেবাকে অগ্রাধিকার দেন, ততবার আপনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান।' তিনি সরকারি কর্মচারীদের প্রতি তার পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন। পেশাগত যাত্রা শুরু করা তরুণ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ব্যক্তিগত সাফল্যের ক্ষেত্রে সামাজিক অবদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকেই নিজেদের ক্ষমতার মধ্যে সমাজকে ফিরিয়ে দিতে চায়। কর্মচারীদেরকে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার বিশেষাধিকার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তিনি এবং দেশ ও এর জনগণের দ্বারা প্রদত্ত এই সুযোগের যথাযথ ব্যবহার করতে তাদের প্রতি আহ্বান রেখেছেন।

অসামরিক সরকারি কর্মকর্তাদেরকে সরকারি সংস্কারগুলি পুনঃ সংবেদনশীল করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংস্কারের গতি এবং পরিধি বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি পরিকাঠামো, নবায়নযোগ্য শক্তির লক্ষ্যমাত্রা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, দুর্নীতির অবসান, সামাজিক কল্যাণ প্রকল্প এবং ক্রীড়া ও অলিম্পিক সম্পর্কিত লক্ষ্যসমূহের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করে প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন সংস্কারের বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যগুলিকে বহুগুণ অতিক্রম করতে হবে, অগ্রগতির জন্য উচ্চতর মানদণ্ড নির্ধারণ

● পাচের পাতার পর

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

গরমে ঘর ঠাণ্ডা রাখার উপায়

চলছে সারাদেশে তীব্র তাপদাহ। কোথাও যেনো একটু শান্তি নেই। গ্রীষ্মের তাপে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। সারাদিন গ্রীষ্মের রোদে পুড়ছে ঘর-বাড়ি রাতেও যেনো অতিষ্ঠ। এমন পরিস্থিতিতে ঘর ঠাণ্ডা রাখার কিছু উপায় জেনে নিই চলুন..........

বাইরে কম বাতাস কম, যতোটুকু বাতাস বৈছে তাও গরমের ভ্যাপসা। ফ্যানের বাতাসও লু ভাব। ঘরের দেয়াল, এমনকি বিছানা থেকেও যেন তাপ বের হয়।

জলের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে মিশ্রণটি স্প্রে বোতলে ভরে ঘরের পর্দায় স্প্রে করুন। ঘর ঠান্ডা থাকবে।

জলের সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়েও স্প্রে করা যায়। এতে সুগন্ধ ছড়ানোর পাশাপাশি ঘর গরমেও শীতলবোধ হবে।

পর্দাগুলো হালকা ভেজা ভেজা হয়ে থাকলে ফ্যানের বাতাস ঠান্ডা বোধ হয়। আবার ফ্যান না থাকলে বাইরের বাতাসেও ঘর ঠান্ডা থাকে।

টবের দোকানে ছোট, বড় ও মাঝারি আকারের মাটির মালসা পাওয়া যায়। এগুলোয় পানি নিয়ে ঘরের কোনায় সাজিয়ে রাখতে পারেন। এতে ভাসমান মোম, ফুল কিংবা গাছ রাখলে দেখতেও সুন্দর লাগবে।

বিছানায় খুব ভারী কাপড়, যেমন সিল্ক, সাটিন, মখমল কিংবা খুব নকশাদার চাদর বেশি তাপ শোষণ করে। আবার গাঢ় রঙের চাদরও সহজেই তাপ আটকে ফেলে।

এতে বিছানায় বসলে বা শুলে গরম বোধ হয়। তাই এই প্রচণ্ড গরমে হালকা রঙের সুতি কাপড়ের চাদর ব্যবহার করলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যাবে।

ওজন ঝরাতে রাতের খাবারেও থাকুক ওট

ওজন ঝরাতে চোখ বন্ধ করে ওটের উপর ভরসা রাখেন অনেকেই। রোগা হওয়ার ডায়েট ওট ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। দই দিয়ে হোক কিংবা সব্জি দিয়ে খিচুড়ি, রোগা হওয়ার ডায়েটে ওটের জনপ্রিয়তা কম নয়। উপকারিতাও যথেষ্ট। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার ও নানা ধরনের খনিজ উপাদান। সবচেয়ে বড় কথা ওট একেবারেই ক্যালোরি নেই।

প্রাতরাশে অনেকেই ওট খান, তবে শরীর চাঙ্গা রাখতে রাতে ভাত-রুটির বদলে ওটও খেতে পারেন। পুষ্টিবিদেরা সব সময় রাতে হালকা খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে ওট কিন্তু ভাল বিকল্প হতে পারে। রাতের খাবারে ওট দিয়ে কী কী সুস্বাদু খাবার বানাতে পারেন, রইল হদিস। ওট পোলাও: তেলে জিরে, তেজপাতা, কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি হালকা করে ভেজে নিন। এ বার গাজর, বিন্স, ক্যাপসিকাম দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন মিশিয়ে এক কাপ ওট দিয়ে দিন। খুব সামান্য জল ছিটিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন কিছু ক্ষণ। উপর থেকে লেবুর রস আর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে ওট পোলাও। ওট রেজোতো: কড়াইতে সামান্য মাখন গরম করে তাতে রসুন ফোড়ন দিয়ে ক্যাপসিকাম, পেয়াঁজ, মাশরুম, চিকেন আর সামান্য নুন দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। তার পর তাতে ওট দিয়ে দিন। এ বার সামান্য জল দিয়ে দিন। ওট সেদ্ধ হয়ে এলে তার সঙ্গে দুধ, সামান্য পারমেজান চিজ, চিলিফ্লেক্স, অরিগ্যানো আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন ওট রেজোতো। ওট উপমা: আধ কাপ ওট কোনও তেল বা ঘি ছাড়াই কড়াইতে সেঁকে নিন। সেঁকা হয়ে গেলে একটি প্লেটে ঢালুন। এ বার জল গরম করে কড়াইশুঁটি ও গাজর কুচি সেদ্ধ করে নিন। অন্য একটি কড়াইতে এক টেবিল চামচ ঘি দিন। ঘি গরম হলে তাতে গোটা সর্ষে, অড়হড় ডাল, কারি পাতা, কাঁচা লঙ্কা কুচি, হিং ফোড়ন দিন। এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন। পেঁয়াজ ভাজা ভাজা হয়ে এলে তাতে সেদ্ধ করা সব্জি আর নুন দিয়ে নাড়তে থাকুন। এ বার ওট মিশিয়ে তাতে ২ চামচ দই আর সামান্য জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। লেবুর রস আর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

গরমে কাঁচা আম দিয়ে বানিয়ে ফেলুন এঁচোড়ের কালিয়া

বেজায় গরম পড়েছে। রোজই একটু একটু করে তাপমাত্রার পারদ চড়ছে। সঙ্গে তাপপ্রবাহ তো রয়েছেই। সুস্থ থাকতে একেবারে হালকা, তেল-মশলা ছাড়া খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদেরা। তবে, বাজার ভরা পটলের ভিড়ে এঁচোড় চোখে পড়তেই, প্রথমে চিংড়ির কথাই মাথায় আসে। এঁচোড়-চিংড়ির মতো পদ রাঁধতে গেলে আবার তেল-মশলার দিকে হাত টানলে চলে না।

কিন্তু এই গরমে এত রগরগে খাবার তো সহ্য হবে না! তা হলে কী করবেন? কাঁচা আম তো আছে! বানিয়ে ফেলতে পারেন কাঁচা আম দিয়ে এঁচোড়ের কালিয়া। কী ভাবে তৈরি করবেন? রইল প্রণালী।

উপকরণ:

১টি মাঝারি মাপের কাঁচা আম
৫০০ গ্রাম এঁচোড়
আধ চা চামচ গোটা জিরে
১টি তেজপাতা
১টি শুকনো লঙ্কা
২টি ছোট এলাচ
২টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি
১ টেবিল চামচ আদা এবং জিরে বাটা
৩টি কাঁচালঙ্কা

১ চা চামচ জিরে গুঁড়ো
আধ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো
আধ চা চামচ ধনে গুঁড়ো
টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ
১ চা চামচ ঘি
আধ চা চামচ গরমমশলা গুঁড়ো
১ চা চামচ চিনি
স্বাদ অনুযায়ী নুন

প্রণালী:

প্রথমে এঁচোড়ের খোসা ছাড়িয়ে, কেটে তা নুন-হলুদ জলে ভিজিয়ে রাখুন। কাঁচা আম খোসা ছাড়িয়ে পাতলা করে কেটে নিন।

প্রেশার কুকারে এঁচোড় সেদ্ধ করে রাখুন।

এ বার কড়াইতে সর্ষের তেল গরম হলে জিরে, তেজপাতা, ছোট এলাচ এবং শুকনো লঙ্কার ফোড়ন দিন। তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে থাকুন। তার মধ্যে দিয়ে দিন আদা, জিরে বাটা।

ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে গরম মশলা বাদে সব রকম গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিন। টোম্যাটো কুচি দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন।

তেল ছেড়ে এলে আমকুচি দিয়ে দিন। সামান্য জল দিয়ে সেদ্ধ হতে দিন।

আম একটু নরম হয়ে গেলে সেদ্ধ করা এঁচোড় দিয়ে দিন। নুন, চিনি দিয়ে ভাল করে নেড়েচেড়ে আরও একটু জল দিন।

নামানোর আগে উপর থেকে ঘি, গরমমশলা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

অফিস থেকে প্রিয়জন বাড়ি ফিরলে বানিয়ে দিতে পারেন শাহি লস্যি

বৈশাখের গরমে নাজেহাল শহর থেকে শহরতলি। উষ্ণতার মরসুমে শীতলতা খুঁজতে ব্যস্ত সকলেই। গ্রীষ্মের দাপটে কোনও কিছুতেই যেন স্বস্তি মিলছে না। তবে এই গরমে বাড়িতে অতিথি এলে আপ্যায়ন নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়তে হচ্ছে। অন্য সময় ধোঁয়া ওঠা এক কাপ গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আড্ডা শুরু করা যেত। কিন্তু হাঁসফাঁস করা গরমে চা সে ভাবে টানছে না।

বরং ঘন ঘন ফ্রিজের ঠান্ডা জলে গলা ভেজাতে মন চাইছে। তবে বাড়িতে অতিথি এলে বানিয়ে দিতে পারেন শাহি লস্যি। রইল প্রণালী।

উপকরণ: ১ কাপ টকদই
১ স্কুপ ভ্যানিলা আইসক্রিম
১ টেবিল চামচ ভ্যানিলা আইসক্রিম
আধ টেবিল চামচ কেশর
আধ কাপ জল
১ টেবিল চামচ টুকরো কাঠবাদাম

প্রণালী:

টকদই, চিনি, জল এবং ভ্যানিলা আইসক্রিম একসঙ্গে মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ভাল করে মিশিয়ে নিন। অন্য একটি পাত্রে ১ চামচ জলে কেশর ভিজিয়ে রাখুন।

কেশর ভেজানো জল তৈরি করে রাখা লস্যির মধ্যে ঢেলে দিন। চামচ দিয়ে ধীরে ধীরে মিশিয়ে নিন। তার পর কিছু ক্ষণ ফ্রিজে রেখে দিন। পরিবেশন করার আগে লস্যির উপরে ড্রাই ফ্রুটস এবং কাঠবাদামের টুকরো সাজিয়ে দিন।

গরমে চেনা রান্নায় দিন কাঁচা আমের ফোড়ন

গরম অনেকেরই পছন্দের ঋতু। তার একমাত্র কারণ যদিও আম। কেবল গরমেই তো দেখা মেলে এই ফলের। আম খেতে ভালবাসেন না এমন মানুষ খুব কমই আছেন। পাকা আম তো বটেই কাঁচা আমপ্রেমীদের সংখ্যাও নেগাত কম নয়। তীব্র দাবদাহে পেটকে স্বস্তি দিতে রান্নায় যত কাঁচা আমের ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। আম দিয়ে চাটনি, আম ডাল, আমের টকবাঙালির হেঁশেল জুড়ে এখন শুধুই আমের রাজত্ব।

তবে চেনা রেসিপির বাইরেও স্বাদে খানিক বদল আনতে বানাতে কাঁচা আম দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন আরও নানা পদ। রইল কাঁচা আম দিয়েই তৈরি করা যায় এমন ৫ টি পদের হদিস।

কাঁচা আমের স্যালাড: কাঁচা আম লম্বা লম্বা করে কুচিয়ে নিন। এ বার অল্প কাঁচালঙ্কা, আদা কুচি, ধনেপাতা কুচি, গুড়, তেঁতুলের ক্বাথ আর বিট নুন মিশিয়ে মিক্সিতে এক বার ঘুরিয়ে নিন। খুব মিহি মিশ্রণ করার প্রয়োজন নেই। এবার একটি পাত্রে কাঁচা আম, পেঁয়াজ কুচি, বাদাম কুচি, লেবুর রস আর বানিয়ে রাখা মিশ্রণটি ভাল ভাবে মিশিয়ে নিন। গরমের দিনে ঠাণ্ডা আমের স্যালাড উপভোগ করুন।

কাঁচা আমের চাটনি: কাঁচা আম টুকরো করে কেটে নিয়ে তার সঙ্গে আদা, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, নুন, চিনি আর সামান্য শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে মিক্সিতে ভাল করে বেটে নিন। সাধারণ ডাল-ভাতের সঙ্গেও এই চাটনি নিয়ে নিলে জমে যাবে দুপুরের খাবার।

ম্যাঙ্গো রাইস: প্রথমে ভাত রান্না করে নিন। চাল একটু শক্ত থাকতে থাকতে নামিয়ে নিন। কাঁচা আম ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে কুরিয়ে নিন। এ বার কড়াইতে তেল দিন। এর মধ্যে দিন বাদাম। হালকা নাড়াচাড়া করে তুলে রাখুন। এ বার ওই কড়াইতে আরও একটু তেল দিয়ে এর মধ্যে সর্ষে, শুকনো লঙ্কা, ছোলার ডাল এবং বিউলির ডাল, আদা কুচি, কাঁচা লঙ্কা এবং কারি পাতা ফেঁড়ন দিন। এর পর নুন এবং হলুদ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। হালকে আঁচে ভেজে নিন। একটু ভাজা হলে কুরিয়ে রাখা আম দিয়ে দিন। মিনিট পাঁচেক পর ভাত দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। উপর থেকে বাদাম কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

আম মুরগির ঝোল: হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাঁচালঙ্কা বাটা, আদা বাটা, পেঁয়াজ-রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে মাংস মাখিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। ঘণ্টাখানেক পর ফ্রিজ থেকে বার করুন। তার পরে কড়াইতে তেল গরম হলে শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ও সাদা জিরে ফোড়ন দিন। এরপর মাখিয়ে রাখা মাংসটা তার মধ্যে দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। কষা হয়ে গেলে অল্প জল দিন। তার পর খানিকক্ষণ চাপা দিয়ে আর একটু কষুন। মাংস খানিক সেদ্ধ হয়ে গেলে তাতে কাঁচা আমের টুকরোগুলো দিয়ে দিন। তার পর আবার কিছু ক্ষণ চাপা দিয়ে রাখুন। মাখোমাখো হয়ে এলে নামিয়ে নিন। উপরে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

আম কাতলার রসা: কড়াইতে তেল গরম করে নুন, হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রাখা কাতলা মাছগুলি হালকা করে ভেজে নিন। এ বার মাছগুলি তুলে নিয়ে সেই তেলেই কালোজিরে ও কাঁচালঙ্কা ফেঁড়ন দিন। লম্বা টুকরো করে কেটে রাখা আম কড়াইতে দিয়ে দিন। স্বাদ মতো নুন, হলুদ দিয়ে নাড়াচড়া করুন। এ বার সামান্য জল দিয়ে কড়াই ঢেকে দিন। আম ভাল করে সেদ্ধ হয়ে গেলে ভাল করে ঘেটে নিন। এ বার সর্ষে বাটা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলা তেল ছেড়ে এলে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিন। স্বাদ মতো চিনি দিন। ঝোল ফুটে উঠলে ভেজে রাখা মাছগুলি দিয়ে মিনিট পাঁচেক ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। তার পর ঢাকা খুলে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন আম কাতলার রসা।

দই দিয়ে বানিয়ে দিতে পারেন রকমারি খাবার

গরমে সুস্থ থাকতে টক দই খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। টক দই পেট ঠান্ডা রাখে। এই তীব্র দহনজ্বালা থেকে বাঁচকে ভরসা হতে পারে দই। চিকিৎসকেরাও নিয়ম করে টক দই খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। তবে বাড়ির খুদেরা অনেক সময় টক দই খেতে চায় না। বায়না করে। নানা রকম ভাবে ভুলিয়ে খাওয়াতে গিয়ে কালঘাম ছোটে। অথচ এই তীব্র গরমে টক দই খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

তবে একান্ত খেতে না চাইলে টক দই দিয়েই অন্য কিছু বানিয়ে দিতে পারেন।

প্যানকেক- সকালে খাবারে ওট বাদ দিয়ে এক দিন দই দিয়ে বানানো সুস্বাদু প্যানকেক খেয়ে দেখতে পারেন। দই দিয়ে প্যানকেক বানালে বেশ নরম হয়। সেই সঙ্গে ভাল ফোলেও। খেতেও দুর্দান্ত হয়। দইয়ের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করে প্যানকেক বানান। খুদেকে টিফিনে দিলে চেটেপুটে খাবে।

পাস্তা সস হোয়াইট সসউইথ পাস্তা অনেকেরই পছন্দের খাবার। হোয়াইট সসচাইলে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন দই দিয়ে। দইয়ের সঙ্গে কুচনো রসুন, মশলা এবং পাস্তা সেদ্ধ জল দিয়েই বানিয়ে নিন সস এই সসদিয়ে পাস্তা বানালে রেস্তরাঁর মতো খেতে হবে।

স্মুদি- শরীর ঠান্ডা করতে দই দিয়ে বানাতে পারেন সুস্বাদু স্মুদি। বাড়িতে ফল থাকলে টুকরো করে কেটে নিন। দই আর ফল একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিলেই তৈরি স্মুদি। উপর থেকে বরফকুচি ছড়িয়ে দিলে খেতে মন্দ লাগবে না। মন-প্রাণও জুড়িয়ে যাবে।

গরমে বাড়ির গাছের খেয়াল কীভাবে রাখবেন

বৈশাখের তীব্র দহনজ্বালা। তাতেই ওষ্ঠাগত প্রাণ। মানুষের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বাড়িতে থাকা সাধের গাছগুলোর কী হাল? এই সময় কিন্তু তাঁদের বাড়তি খেয়াল রাখতে হবে। বাড়িতে রাখা গাছে কতটা জল দেওয়া প্রয়োজন? কতটাই বা সার দেবেন? জেনে রাখুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

ছোট্ট ছোট্ট গাছ। তাতেই অন্দরমহলের সৌন্দর্য বেড়ে যায়। এদের খেয়াল রাখতে গিয়ে কয়েকটি ভুল এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। গাছে জল দেবেন, তবে অতিরিক্ত নয়। অনেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে গাছে ঘন ঘন জল দিয়ে ফেলেন। এতে গাছের ক্ষতি হয়। প্রত্যেক গাছের আলাদা পরিমাণ জল গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তা বুঝে তবেই জল টবে দিন। এই গরমেও সময়ও এটা মাথায় রাখবেন।

জলের পাশাপাশি গাছের আলোরও প্রয়োজন হয়। কোনও গাছের জন্য রোদ প্রয়োজন, কোনও গাছ আবার শুধু ছায়ায় রাখা উচিত। এই বিষয়গুলি জেনেই গাছ কিনুন। অবশ্য যা গরম পড়েছে তাতে গাছের পাতা শুকোবেই। পারলে গাছগুলো একটু ছায়াতেই রাখার বন্দোবস্ত করুন। ভুল সার ব্যবহার করলেও গাছ নষ্ট হয়ে যায়। আর বাজারের অনেক সারের মধ্যে রাসায়নিক উপাদান থাকে। তাতে গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই জৈব সারের উপর ভরসা রাখুন।

কোনও কোনও গাছের একটু বেশি আর্দতা প্রয়োজন হয়। সে খেয়াল অনেকেই রাখেন না। এতে গাছের ক্ষতি হয়। চাইলে বাড়িতে স্প্রে রাখতে পারেন। যাতে পাতাগুলিতেও জল দেওয়া যায়। খুব প্রয়োজন না পড়লে গাছের টব পালটানো উচিত নয়। এতে গাছের খুবই ক্ষতি হয়। প্রথমেই ঠিক করে নিন কোন টবে কোন গাছ রাখলে ভাল হয়।

এসবিআইআই লাইফ চালু হয়েছে আইডিশনএক্স

২৭ এপ্রিল।। দেশের সবথেকে বেশি ভরোসেমন্দ ব্যক্তিগত জীবন বীমা কোম্পানি থেকে এক, এসবিআই লাইফ ইনস্যোরেন্স, "আইডিশন এক্স"-এর প্রথম সংস্করণ চালু হয়েছে। এটি একটি নেতৃস্থানীয় পহেল করে, যে বিমা শিল্পে ভবিষ্যতে বিপ্লব করতে হয়। এই ইনোভেটিভ প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য দেশকে ভর করে বি-স্কুলগুলিকে, নতুন-নিয়ে রিসার্চ এবং লাইক থেকে হটিয়ে জীবন বিমা সমাধান পেশ করার জন্য উৎসাহিত করা, যারা গ্রাহকদের নিত নতুন বিন্যাস নিয়ে চিন্তাভাবনা করে সংবোধিত করে এবং সাথে থাকে। সঙ্গে ভারতের জীবন বিমা ক্ষেত্র কে দশা ও দিক নতুন আকার দিতে পারে। এই পহলটির পিছনে মূল উদ্দেশ্য যুবক এবং তাদের চিন্তাভাবনা অন্তর্ভুক্ত করা বিভিন্ন শর্তের স্বীকৃতি এবং তাদের প্রয়োজনগুলি পূরণ করা পণ্যগুলির সমাধানের জন্য সংযুক্ত করা উপস্থাপন করা।

২০৩০ তে তিসারিতে সবচেয়ে বড় অর্থনীতি তৈরির জন্য ভারত কা সুনহারা ভবিষ্যত বীমা শিল্পের জন্য একটি বিশাল সুযোগ উপস্থাপন করে। ভারতে ৩ শতাংশ বিমা প্যাথের সাথে এটির বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে, যা লক্ষ লক্ষ লোকের আর্থিক সুরক্ষা, ডিজিটাল পরিবর্তন, এবং ইনকাম তৈরি করে।

আইআরডিআই কে "২০৪৭ পর্যন্ত সকলের জন্য বিমা" কে বিজন কে আত্মসাত করে এসবিআই লাইফ কে "আইডিয়েশনএক্স"-এর লক্ষ্য নবচার এবং চিন্তাধারা থেকে এল লিডারশিপ প্রদানের সাথে সাথে-যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের নির্দেশক সশক্ত করা হয়, অনেক সময় ব্যবহারকারী এবং এই অঞ্চলের জন্য সুবিধামন্দ প্রমাণ হবে। এসবিআই লাইফ-আইডিশন এক্সের উদ্বোধনী সংস্করণে পুনে এনআইএ, আহমেদাবাদে নির্মা, মুম্বইতে এসআইইএস, মুম্বইয়ে কেজে সোমায়া, ত্রিপুরা যদিলা, কোলকাতাতে আইএমআই, গুড়গ্রামে বিএমএল মুঞ্জাল, হায়দ্রাবাদে আইএমটি এবং বাঙ্গলুরুতে এক্স আই এম ই মত বি-স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ১০০০ থেকে আরও যুবাদের উৎসাহী পার্টনার দেখা গেছে। স্ক্রীনিং টেস্টের পরে প্রায় ৩২০ শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের বেছে নেওয়া হয়েছে এবং শেষ সফরে প্রতিটি দলে পাঁচের আটটি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইন আট ফাইন লিস্ট দলে থেকে, এক্স আই এম ই ব্যাংলোর আপনার অপ্রচলিত ঐতিহ্যগত চিন্তার জন্য এসবিআই লাইফ আইডিশন এক্সভিনারের প্রতি খিতাবকে দাবি করে নির্বাচিত ছেলে তৈরির উভরা, যার উদ্দেশ্য আজকের গ্রাহকদের এবং বৃহত্তর শিল্পের অনূথী রোগের প্রয়োজনগুলি সম্পূর্ণ করা।

এসবিআই লাইফ ইন্স্যোরেন্স কে চিফ একচুয়ারি এবং চিফ রিস্ক অফিস, শ্রী সুভেন্দু বাল বলেছেন, আমরা এসবিআই লাইফ আইডিয়েশন এক্সের প্রথম সংস্করণের জন্য জঙ্গি দেশটির প্রতিক্রিয়া থেকে অভিভূত। ভর্তি বি-স্কুল ছাত্রদের বিমার ক্ষেত্রের জন্য আউট-অফ-দ-বক্স সমাধানের জন্য উৎসাহিত করা হবে। তিনি বলেন, যুব ছাত্রদের দ্বারা উপস্থাপিত অসাধারন চিন্তা প্ল্যাটফর্মের গুরুত্ব প্রদান করে, শিল্পের লিডার্সে স্প্রিং-বোর্ড পরিচালনা ছাত্রদের সমাধান উপস্থাপন করে এবং সৃজনশীল চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়। সকলের জন্য বিমার জন্য নিয়ামকের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝানোর জন্য, এটা জরুরি যে আমরা ভবিষ্যতের নেমগুলোকে সার্বভৌমিক বিমার জন্য নকশা তৈরি করার জন্য প্রস্তুত করুন। আইডিশনএক্স নে আমাদের দেশের যুবকদের সারাহনীয় জুনুন এবং সমর্পন দেখানো হয়েছে, সাধারণ সৃষ্টিশীলতা এবং সহজতা প্রদর্শন করা হয়েছে। চিন্তায় কেবলমাত্র জীবন বিমা ন্যাটানাল তাদের নতুন আকার প্রদান করে, বরং আমাদের দেশের সামাজিক-আর্থিক ধাঁচেও উৎসাহিত করার ক্ষমতা হয়। সঙ্গে মিলার, না শুধুমাত্র জীবন নিরাপদ, আমরা যেমন একটি ভবিষ্যত আকার দেওয়া হয়, যেখানে বীমা দেশের প্রতিটি ব্যক্তি এবং উদ্যোগের জন্য আর্থিক পরিকল্পনার ভিত্তি হবে।

সোমবার সকল নিয়ম নীতি মেনে রাজ্যে শুরু হয়েছে গড়িয়া উৎসব।

সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব

১৮০ জনের ব্যাচে ৭৪ জন মহিলা আইএএস আধিকারিকের প্রতিনিধিত্বের প্রশংসা করেছেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল, ২০২৫ : ২০২৩ সালের আইএএস ব্যাচের অফিসার প্রশিক্ষকদের সঙ্গে এক অনুপ্রেরণাদায়ক আলাপচারিতায় অংশ নেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূ-বিজ্ঞান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, কর্মী, জন-অভিযোগ, পেনশন, পারমাণবিক শক্তি ও মহাকাশ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডঃ জিতেন্দ্র সিং। তিনি ১৮০ জন অফিসারের মধ্যে ৭৪ জন মহিলা হওয়ার প্রশংসা করেন। মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৪১ শতাংশ মহিলা, যা এযাবতকালের সর্বোচ্চ।

এই আলাপচারিতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ ছিল। আইএএস অফিসাররা ১ এপ্রিল থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ৮ সপ্তাহের জন্য ৪৬টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এবং সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং যুগান্তকারী উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালে দেশে মহিলা নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলিতে অভূতপূর্ব গতি সঞ্চার হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই মহিলা ক্ষমতায়নের পক্ষে। আইএএস আধিকারিকদের ব্যাচে মহিলাদের এই রেকর্ড সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব প্রধানমন্ত্রীর সুসংহত ও প্রগতিশীল শাসনের অন্যতম পরিচায়ক।’’

ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, কর্মজীবনের শুরুতে আধিকারিকদের সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এই উদ্যোগও প্রধানমন্ত্রী মোদীর মস্তিষ্কপ্রসূত। এই কর্মসূচি কর্মকর্তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এনেছে। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করোনা অতিমারী চলাকালীন বিভিন্ন জেলায় সঙ্কট মোকাবিলায় কর্মকর্তাদের উল্লেখযোগ্য কাজকর্মের কথা স্মরণ করেন।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। যে ৯৯ জন আধিকারিক ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর এসেছেন, তাঁদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সিভিল সার্ভিসে কারিগরি ক্ষেত্র থেকে পাশ করা কর্মীদের যোগদান ডিজিটাল ইন্ডিয়া ও স্মার্ট সিটির মতো সরকারি কর্মসূচিগুলিকে প্রযুক্তিগতভাবে মজবুত করতে সক্ষম হবে।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং এই ব্যাচের অধিকাংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তের বয়স ২২-২৬ বছর হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, তরুণ কর্মীদের কাজে যোগদান দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মজীবনের পথ তৈরি করবে। তিনি কর্মীদের সর্বদা আইজিওটি-র কর্মযোগী প্ল্যাটফর্মের যথাযথ ব্যবহার করার কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশ এখন দ্রুত ঋদ্ধহুষ্ঠ ঙ্কগুন্স্খন্ঠগ২০৪৭-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। আধিকারিকদের প্রযুক্তিগতভাবে অভিযোগ সমাধানের পাশাপাশি দেশের জনগণের আবেগের কথা চিন্তা করে আলাপচারিতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জোর দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই লক্ষ্যেই সরকার মানব ডেস্ক তৈরি করেছে। ডঃ জিতেন্দ্র সিং, তরুণ সরকারী কর্মচারীদের সততার সঙ্গে নিজের সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই আইএএস আধিকারিকদের ব্যাচটি নতুন ভারতের আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করছে। এই আধিকারিকদের কাজ কোটি কোটি মানুষের আশা পূরণে সক্ষম হোক বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

শ্রীভূমিতে ভোটকর্মীদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের ফর্ম সংগ্রহের নির্দেশ

শ্রীভূমি (অসম)২১ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীভূমি জেলায় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের কাজে যেসকল সরকারি কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন তাদের অবগতির জন্য জানানো হয়েছে যে যেসব কর্মচারী নির্ধারিত সময়ে পোস্টাল ব্যালট ফেসিলিটেশন সেন্টার বা সহায়তা কেন্দ্র থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ফর্ম সংগ্রহ করতে পারেন নি তারা আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের রেভিনিউ ব্রাঞ্চ বা রাজস্ব শাখা থেকে পোস্টাল ব্যালট পেপারের আবেদন সংগ্রহ করতে ও জমা দিতে পারবেন। তবে যারা সম জেলার ভোটার তারা কিন্তু এখানে আবেদন পত্র সংগ্রহ ও ভোট দান করতে পারবেন না। এতে উত্তর ও দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধান সভা কেন্দ্রের ভোটার যেসব কর্মচারী আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন তাদেরকে আগামী ২৯ ও ৩০ এপ্রিল জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের রাজস্ব শাখায় ভোট দান করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

শালবনি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শালবনির অনুষ্ঠানে বক্তব্য শেষ করে পোডিয়াম থেকে নামতেই জানতে পারেন পোপ ফ্রান্সিস প্রয়াত। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেলাম। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

এও জানান, রোমান ক্যাথলিক চার্চের পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে বেদনাহত। পোপ হলেন ক্যাথলিকদের সর্বোচ্চ, কোটি কোটি খ্রিস্টান তাঁকে সর্বোচ্চ ধর্মগুরু হিসেবে শ্রদ্ধা করেন। ভারতে এবং বিশ্বের সব খ্রিস্টান ভাই ও বোনদের সমবেদনা জানাই।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রধান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। পোপ ফ্রান্সিস ইস্টার সোমবার (২১ এপ্রিল) ৮৮ বছর বয়সে ভ্যাটিকানের কাসা সান্তা মার্টায় তাঁর বাসভবনে মারা গিয়েছেন। ভ্যাটিক্যানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে (স্থানীয় সময় অনুসারে) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

আঞ্চলিক ক্ষেত্র থেকে জাতীয় স্তরে পাদপ্রদীপের আলোয়

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল, ২০২৫ কয়েক মাস ধরে আঞ্চলিক স্তরে প্রতিযোগিতা এবং হাজার হাজার যোগদানকারীর পর ভারতের ১১টি শহরের চূড়ান্ত প্রতিযোগীদের ওয়েভস অ্যানিম অ্যান্ড মানগা প্রতিযোগিতা (ডাব্লুএএম)- এর জাতীয় স্তরের ফাইনালে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। মুম্বইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে ১-৪ মে, ২০২৫ ভারতের প্রথম মিডিয়া ও বিনোদন শীর্ষ সম্মেলন ওয়েভস ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মিডিয়া ও বিনোদন অ্যাসোসিয়েশন এই ডব্লুএএম-এর আয়োজন করেছে। সহযোগিতায় রয়েছে ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। ওয়েভস বল এভিজিসি-এক্সআর সেক্টর অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিক্স এবং এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটির জন্য ভারতের সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম। ওয়েভস-এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ (সিআইসি)। সিআইসি-র প্রথম পর্বে ১ লক্ষ নাম নথিভুক্ত করার ইতিহাস গড়েছে। এর মধ্যে ১,১০০ জন আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীও রয়েছে। বিস্তারিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার পর ৩২টি চ্যালেঞ্জ থেকে ৭৫০ জন চূড়ান্ত প্রতিযোগীকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

সিআইসি-র অধীন উল্লেখযোগ্য বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে ডব্লুএএম ! ভারতে গত দশকে অ্যানিমে এবং মাঙ্গা বিশেষ আকর্ষণ লাভ করেছে। ভারতের ১৮০ মিলিয়ন অ্যানিমে প্রেমী রয়েছেন। চীনের পর যা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার। ২০২৩ সালে ভারতীয় অ্যানিমে বাজারের মূল্য ছিল ১৬৪২.৫ মিলিয়ন ডলার। ২০৩২ সালের মধ্যে এটি ৫০৩৬ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ডব্লুএএম এই ক্রমবর্ধমান সৃজনশীল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় নির্মাতাদের জন্য মূল আইপি তৈরি ও প্রকাশের জন্য পরিকাঠামোগত সুযোগ তৈরি করেছে।

বিশ্বব্যাপি অ্যানিমের উত্থান ও ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল সাক্ষরতার সঙ্গে ডব্লুএএম ছাত্র ও পেশাদারদের ধারনাগুলি প্রদর্শনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম দেয়। ১১টি শহরে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ডব্লুএএম নির্বাচন করা হয়েছিল। শহরগুলি হল কলকাতা, গুয়াহাটি, ভুবনেশ্বর, বারাণসী, দিল্লি, মুম্বই, নাগপুর, আহমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই ও ব্যাঙ্গালোর। প্রতিটি শহর থেকে বিজয়ীদের অ্যানিমেশন কমিক্স, মিডিয়া ও বিনোদন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত জ্যুরির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়েছিল। বাছাই করা নির্মাতারা এখন ওয়েভস ২০২৫-এ ডব্লুএএম জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য মুম্বই যাচ্ছেন। সেখানে তাঁরা সরাসরি দর্শকদের সামনে ও আন্তর্জাতিক জ্যুরির সামনে তাঁদের কাজ উপস্থাপন করবেন। বিজয়ীরা পাবেন টোকিওতে অ্যানিমে জাপান ২০২৬-এর সম্পূর্ণ খরচ সহ ভ্রমণের সুযোগ, গুলমোহর মিডিয়ার মাধ্যমে হিন্দি, ইংরাজি ও জাপানী ভাষায় অ্যানিমে ডাবিং, টুন সূত্রের ওয়েবটুন প্রকাশনা।

ডব্লুএএম কেবল একটি প্রতিযোগিতা নয়, এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ভারতের কাহিনীকে বিশ্বব্যাপি মানদণ্ডে পৌঁছে দেওয়ার মাঝে যে অভাব রয়েছে, তা দূর করতে সহায়ক হবে। ওয়েভস ২০২৫ যতো এগিয়ে আসছে, উত্তেজনার পারদ ততো বাড়ছে।

পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ উত্তরপূর্বীয় মুখ্যমন্ত্রীদের

গুয়াহাটি, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করেছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীগণ। তাঁরা প্রয়াত পোপের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে মুখ্যমন্ত্রীরা তাঁকে বিশ্বব্যাপী শান্তি, নম্রতা এবং করুণার বার্তাবাহক হিসেবে বর্ণনা করে তাঁর নৈতিক নেতৃত্ব, দুর্বলদের জন্য অক্লান্ত সমর্থন এবং ক্যাথলিক চার্চের বাইরেও সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা স্মরণ করেছেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেছেন, ‘গভীর দুঃখের বিষয়, পবিত্র পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর খবর পেয়েছি আমরা। তিনি গির্জার উল্লেখযোগ্য সংস্কারের জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা করে গেছেন।’ ড. শর্মা বলেন, ‘বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা, দুর্বলদের পক্ষে জোরালো কণ্ঠস্বর এবং গির্জার উল্লেখযোগ্য সংস্কারের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত হয়েছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চের বাইরেও লক্ষ লক্ষ মানুষকে নম্রতা এবং নিষ্ঠার বার্তা দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।’ তাঁর অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁকে ‘‘জনগণের পোপ’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর নম্রতা, করুণা এবং ভালোবাসার জীবন বিশ্বে এক অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছে। পবিত্র পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান হিসেবে, পোপ উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন জনগণের পোপ ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল নম্রতা, ভালোবাসা এবং করুণার প্রতীক, যা অসংখ্য মানবাত্মাকে অনুপ্রাণিত করেছে।’ পোপের উত্তরাধিকারের কথা স্মরণ করে তিনি আরও বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে শান্তির পক্ষে কথাগুলি তাঁর পোপত্ব চিরদিন স্মরণীয় এবং লালিত হবে।’ মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা তাঁর অবদানকে ‘নম্রতা, করুণা এবং নৈতিক নেতৃত্বের বিশ্বব্যাপী প্রতীক’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লালদুহোমা বলেন, ‘পবিত্র পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। নম্রতা, করুণা এবং নৈতিক নেতৃত্বের বিশ্বব্যাপী প্রতীক হিসেবে, মানবতার প্রতি তাঁর অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করছি।’ সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘পবিত্র পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুসংবাদ শুনে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি। তাঁর গভীর প্রজ্ঞা, করুণা এবং শান্তি ও ঐক্যের নিরলস সাধনা বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মানুষেকে স্পর্শ করেছে। তিনি কেবল একজন আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন না, বরং আশা ও নম্রতার আলোকবর্তিকা ছিলেন। সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায় এবং তাঁর কথা ও কাজে যাঁরা সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। তাঁর আচার-আচরণ ও বাণী মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং মানবতাকে অনুপ্রাণিত করে চলুক। তাঁর আত্মা চির শান্তিতে থাকুক।’ইতিহাসে প্রথম ল্যাটিন আমেরিকান পোপ, যিনি তাঁর বিনয়ী ভঙ্গি এবং দরিদ্রদের প্রতি উদ্বেগের মাধ্যমে বিশ্বকে মোহিত করেছিলেন। কিন্তু পুঁজিবাদ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সমালোচনা করে বিচ্ছিন্ন রক্ষণশীলদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে শ্রীভূমিতে লাউড স্পিকার ব্যবহারের অনুমতি

শ্রীভূমি (অসম) ২১ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে শ্রীভূমি জেলায় জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের কিছু শর্তসাপেক্ষে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট বা এমসিসি সেল থেকে লাউডস্পিকার ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে - সমস্ত রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, নির্দল প্রার্থী ও প্রচারকারীদের আসাম রাজ্য নির্বাচন কমিশনের জারি করা মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট বা আদর্শ আচরণ বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। স্থির বা চলন্ত যানবাহনে ভোর ৬টার পূর্বে ও রাত ১০টার পর লাউডস্পিকার ব্যবহার সম্পর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যদি কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা প্রার্থী জনসমক্ষে লাউডস্পিকারের মাধ্যমে প্রচার করতে চায় তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে।

পাশাপাশি, লাউডস্পিকারের শব্দসীমা ১০ ডেসিবলের মধ্যে অবশ্যই সীমিত রাখতে হবে। সেই সঙ্গে দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ ও নির্বাচনী অপরাধ যেমন- ঘুষ প্রদান, প্রভাব বিস্তার, ভীতি প্রদর্শন, ছদ্মবেশে ভোটদান, ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে প্রচার, ভোটপর্ব শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে জনসভা করা, ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের নিয়ে যাওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকছে।

মানুষের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, উত্তেজনা ও ভাষাগত সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে এমন ধরনের কার্যকলাপ বা বক্তব্য থেকে বিরত থাকতে হবে। সেই সঙ্গে মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বার, উপাসনালয় ইত্যাদি ধর্মীয় স্থানে কোনও ধরনের নির্বাচনী পোস্টার, ব্যানার ও বক্তৃতা করা যাবে না বলে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি সেল থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সোমবার নতুন চুক্তি প্রকাশ করেছে বিসিসিআই

কলকাতা, ২১ এপ্রিল(হি.স.): সোমবার নতুন চুক্তি প্রকাশ করেছে বিসিসিআই। বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ফিরেছেন গতবার কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা না পাওয়া দুই ক্রিকেটার ঈশান কিষাণ এবং শ্রেয়স আইয়ার। গত মরশুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে না খেলার কারণে আইয়ার বাদ পড়েছিলেন। তিনি এখন গ্রেড বি-এর অংশ। আর গত মরশুমে রঞ্জি ট্রফি থেকে সরে দাঁড়ানো কিষাণ এবার গ্রেড সি-র অংশ। এবারও রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা এ প্লাস গ্রেডেই থাকবেন।

এ প্লাস গ্রেড:
রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জশপ্রীত বুমরাহ এবং রবীন্দ্র জাদেজা।
এ গ্রেড :
মহম্মদ সিরাজ, কেএল রাহুল, শুভমান গিল, হার্দিক পাণ্ডিয়া, মহম্মদ শামি,ঋষভ পান্ত।
বি গ্রেড:
সূর্যকুমার যাদব, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, যশস্বী জয়সওয়াল এবং শ্রেয়স আইয়ার।
সি গ্রেড:
রিংকু সিং, তিলক ভার্মা, ঋতুরাজ গায়কওয়াড়, শিবম দুবে, রবি বিষ্ণোই, ওয়াশিংটন সুন্দর, মুকেশ কুমার, সঞ্জু স্যামসন, আরশদীপ সিং, প্রসিদ কৃষ্ণ, রজত পাতিদার, ধ্রুব জুরেল, সরফরাজ খান, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ইশান কিষাণ, অভিষেক, হরুন শর্মা ও বরুণ চক্রবর্তী।
চুক্তির বিভাগ এবং বেতন:
**এ্গ্রেড — ৭ কোটি টাকা
**গ্রেড এ — ৫ কোটি টাকা
**গ্রেড বি — ৩ কোটি টাকা
**গ্রেড সি — ১ কোটি টাকা

সন্ধ্যার পর তুলকালাম সল্ট লেকে আচার্য সদনের সামনে

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি.স.): চাকরিহারাদের বিক্ষোভে সোমবার সন্ধ্যার পর তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয় সল্ট লেকে আচার্য সদনের সামনে। এসএসসি ভবনের ভিতরে অবস্থানে বসেন ১৩ জন, বাইরে বিক্ষোভ চলে বাকিদের। পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে হিমসিম খায় পুলিশ।

গত ১১ এপ্রিল চাকরিহারাদের সঙ্গে বৈঠকের পর এসএসসি-র তালিকা প্রকাশের আশ্বাস দিয়েছিলেন খোদ শিক্ষামন্ত্রী। এ দিন বিকেলে ওই তালিকা প্রকাশ করার কথা ছিল। সল্টলেক করুণাময়ী থেকে মিছিল করে এসএসসি ভবন পৌঁছোন চাকরিহারারা। সন্ধ্যায় এসএসসি ভবনের সামনে শুরু হয় বিক্ষোভ। তাঁদের অভিযোগ, সন্ধ্যা ৬টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি।

এক চাকরিহারা শিক্ষকের কথায়, “নোংরামি খেলা হচ্ছে। আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার প্ল্যান হচ্ছে। যোগ্যদের তালিকা দিতেই হবে। না-হলে বিক্ষোভ চলবে।”

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ওএমআর মিরর ইমেজ সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশের দাবি জানান চাকরিহারাদের মঞ্চ। এদিন এসএসসি-র যোগ্য-অযোগ্যর তালিকা প্রকাশ নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক সয় শিক্ষাকর্তা ও আইনজীবীদের মধ্যে। দুপুর থেকেই সল্ট লেকের আচার্য সদনে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশে ছয়লাপ ছিল গোটা এলাকা।

ভগবানপুরে সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের জয়

পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ এপ্রিল (হি.স.): সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর-২ ব্লকের ইটাবেড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন ছিল। সেখানেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে তৃণমূলের কাছে পরাজিত হল বাম ও বিজেপি।

উল্লেখ্য, এর আগে ভগবানপুর-২ ব্লকের বরোজ পঞ্চায়েতের কায়েমগেড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস।

মণিপুরে প্রত্যন্ত গ্রামে আসাম রাইফেলসের শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান, জলের ট্যাংক থেকে উদ্ধার দু-বছরের শিশুকন্যা

ইমফল, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : মণিপুরের কামজং জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম গ্রিহাঙের একটি জলের ট্যাংকে শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান চালিয়ে দু-বছর বয়সি এক শিশুকন্যাকে উদ্ধার করেছেন আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানরা। জলের ট্যাংক থেকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি তার চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে।

দুর্ঘটনাক্রমে ওই জলের ট্যাংকে পড়ে গিয়েছিল চুইশুত নামের শিশুটি। আজ সোমবার ভোরে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসাম রাইফেলস-এর জওয়ান এবং চিকিৎসা কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। জলের ট্যাংক থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে শিশুটিকে স্থিতিশীল করেন চিকিৎসকরা। এর পর উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মন্ত্রীপুখরিতে অবস্থিত সেনা হাসপাতালে। সেখানে শিশু বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে চুইশুত। রাজ্য পুলিশের সদর দফতরের জনৈক আধিকারিক জানান, অত্যন্ত প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে উদ্ধার অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে বহু বাধার সম্মুখিন হতে হয়েছিল আধাসেনা জওয়ানদের। তবুও সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয়ের ফলে চুইশুত সফলভাবে গুরুতর বিপদ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশ আধিকারিক বলেন, আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানরা যদি সামান্য বিলম্বে গিয়ে উদ্ধার অভিযানে নামতেন তা-হলে শিশুটির মারাত্মক পরিণতির মুখে পড়তে হতো। এই মিশন কেবল আসাম রাইফেলস-এর অপারেশনাল প্রস্তুতিকেই তুলে ধরে না, বরং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের সেবার জন্য তাঁদের অটল প্রতিশ্রুতিকেও তুলে ধরে, বলেন রাজ্য রাজ্য পুলিশের আধিকারিক।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ১৫ মিনিট ধরে ঘরোয়া বৈঠক জিন্দলদের

শালবনি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): নতুন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হাওড়া থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে হেলিকপ্টারে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। সিমেন্ট কারখানার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য অস্থায়ী হেলিপ্যাড গড়া হয়। সেখানেই দুপুর দেড়টা নাগাদ নামেন তিনি, সঙ্গে ছিলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এরপর শিল্পপতি সজ্জন জিন্দল এর সঙ্গে হয়েছে বৈঠক। ওই বৈঠকে এ রাজ্যের মুখ্যসচিব ড. মনোজ পন্থ, বাংলার বিপণন দূত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে হাজির ছিলেন বাবা ও ছেলে অর্থাৎ সজ্জন জিন্দল ও পার্থ জিন্দল। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে পার্থ সিমেন্ট কারখানা দেখাশোনা করে থাকে। সেখানে শীঘ্রই স্কিল সেন্টার খোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

১৭তম সিভিল সার্ভিস দিবসে ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

প্রশাসন, স্বচ্ছতা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারত নতুন মাপকাঠি স্থাপন করছে: প্রধানমন্ত্রী

● তিনের পাতার পর

করতে হবে। প্রযুক্তি-চালিত বিশ্বে মানবিক বিচারের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলেন তারা যেন সংবেদনশীল থাকেন, সুবিধাবঞ্চিতদের কণ্ঠস্বর শুনতে আগ্রহী হন, তাদের সংগ্রামের কথা বুঝতে এবং সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার প্রধান করেন। তাঁর বক্তব্যের শেষে, তিনি 'অতিথি দেবো ভবঃ' এর নীতির সাথে 'নাগরিক দেবো ভবঃ' নীতিটির কথা উল্লেখ করে করেন এবং সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আবেদন করেন যেন তারা নিজেদের কেবল প্রশাসক হিসাবেই না দেখেন, বরং একটি উন্নত ভারতের স্থপতি হিসেবে তাদের দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সহানুভূতির সাথে পালন করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের পার্সোনাল, এডমিনিষ্টিশেন অ্যান্ড এডমিনিষ্ট্রেশন বিভাগ তথা জন অভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং, প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সচিব — ২ শ্রী শক্তিকান্ত দাস, ক্যাবিনেট সচিব শ্রী টি ভি সোমনাথন এবং প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ দপ্তরের সচিব শ্রী ভি শ্রীনিবাস।

এবছর দেশের বিভিন্ন জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক প্রোগ্রাম এবং উদ্ভাবনের নিরীখে উৎসাহ প্রদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে ১৬টি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে।

কারকুল চাষে লাভের মুখ দেখছেন তেলিয়ামুড়ার কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ এপ্রিল: গ্রীষ্মকালীন মরশুমে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর প্রথম পর্যায়েই কারকুল চাষে লাভের মুখ দেখছেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার কৃষকরা। বর্তমানে কৃষকদের কাছে গ্রীষ্মকালীন মরশুমি ফসল হিসেবে কারকুল চাষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি এই ফসলে অধিক মনোযোগ দিচ্ছেন কৃষিজীবীরা।উত্তর বাইশঘরিয়া এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা কৃষক কৃষ্ণধন দাস বর্তমানে আপন মনে ব্যস্ত আছেন তাঁর কৃষিজমিতে কারকুল ফলনে। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি জানান, গ্রীষ্মের শুরুতেই প্রথম পর্যায়ে কারকুল চাষ শুরু করেছেন এবং ইতিমধ্যে ১-২ দফায় বাজারে বিক্রি করে যথেষ্ট লাভও হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।সম্প্রতি হওয়া বর্ষণ কৃষিকাজের পক্ষে সহায়ক হয়েছে বলেও জানান কৃষ্ণধনবাবু। তবে আগামিদিনে যদি প্রবল বর্ষণ হয়, তাহলে ফলনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।প্রসঙ্গত, গত বছরের ভয়াবহ বন্যায় তাঁর কৃষিজমিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত আর্থিক সাহায্য এখনও পর্যন্ত মেলেনি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কৃষক কৃষ্ণধন দাস।তবে এবছর প্রথম পর্যায়ে কারকুল চাষে কিছুটা লাভ হওয়ায় তিনি এবং অন্যান্য কৃষকরা কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন বলেও জানা গেছে। কৃষকদের আশা, আগামিদিনে আবহাওয়া অনুকূল থাকলে তারা আরও ভালো ফলন এবং লাভের মুখ দেখতে পারবেন।

কাজ শুরু হয়েছে

● **প্রথম পাতার পর**

পেয়েছে রাজ্যের গোমতী জেলা ও গঙ্গানগর ব্লক। এটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের বিষয়। এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আজ এখানে গড়িয়া ও বর্ষবরণ উৎসবে জাতি জনজাতির একটা মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে। আমাদের বাঙালিদের যেমন অন্যতম প্রধান উৎসব দুর্গাপুজো, ঠিক তেমনি ত্রিপুরী, রিয়াং ও ককবরক ভাষাভাষী জনজাতিদের প্রধান উৎসব এই গড়িয়া পুজো। গড়িয়া পুজোকে যাতে আরো বেশি করে উদযাপন করা যায় সেজন্য আমাদের সরকার দুদিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে। যা আগে মাত্র একদিন ছিল। আমরা চাই সবাই যাতে আনন্দে থাকতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের পুজো পার্বন যেগুলি হারিয়ে যাচ্ছে সেগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। চড়ক পুজা, উত্তর ভারতের দশেরা, আসামের বিহু, বিজু উৎসব, পশ্চিম ভারতের সমুদ্র পুজা, দক্ষিণ ভারতের উনম, নবান্ন উৎসব সহ ইত্যাদি উৎসব বর্ষবরণ ও বর্ষবিদায় উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে আয়োজন করা হয়। এরমধ্যে জনজাতিদের হজাগিরি নৃত্য, মামিতা, বিজু নৃত্য, গড়িয়া, জুম নৃত্য, লেবাং বুমানি, ওয়াংগালা নৃত্য, মশক, গালা নৃত্য, চেরা নৃত্য, রননৃত্য, হৈহুক নৃত্য সহ প্রতিটি ঐতিহ্যবাহী নৃত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং প্রসার ও প্রচার করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরকে।এবারও আমি জনজাতিদের বিভিন্ন উৎসবে অংশগ্রহণ করেছি। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে অমিল থাকলেও আমরা সবাই এক ও ঐক্যবদ্ধ। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এবারের বাজেটেও জনজাতিদের কল্যাণে প্রচুর আর্থিক সংস্থান রাখা হয়েছে। জনজাতিদের বাদ্যযন্ত্রের উন্নয়নে তিন কোটি টাকা রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি আমাদের হারিয়ে যাওয়া পুতুল নাচ, খেলাধুলা, যাত্রাপালা, কীর্তন ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সংরক্ষণের বিষয়ে রাজ্য সরকার খুবই আন্তরিক। ডাঃ সাহা জানান, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ৫০১টি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসুচি পালন করা হয়েছে। ১২২টি ইভেন্ট করা হয়েছে। ১০১টি সাংস্কৃতিক সংগঠনকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা হয়েছে। ১০ হাজার শিল্পী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। ৩৩০ জন শিল্পীকে রাজ্যের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যভিত্তিক কীর্তন আয়োজন করার জন্য চিন্তাভাবনা করছে সরকার। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিত শীল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন, অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিল্লির মেয়র পদে মনোনয়ন পেশ রাজা ইকবালের ডেপুটি হিসেবে জয় ভগবান

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপি থেকে সর্দার রাজা ইকবাল সিং ও জয় ভগবান যাদব যথাক্রমে মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র পদের জন্য তাঁদের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হর্ষ মালহোত্রা, সাংসদ যোগেন্দ্র চান্দোলিয়া এবং কমলজিৎ সাহরাওয়াত এবং বেশ কয়েকজন বিজেপি কাউন্সিলর।

দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা এমসিডি বার্ষিক নির্বাচনের জন্য সর্দার রাজা ইকবাল সিংকে মেয়র প্রার্থী এবং জয় ভগবান যাদবকে ডেপুটি মেয়র প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপরই সোমবারই তাঁরা মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন।

বিস্ফোরণের ছ'দিন পর দিল্লিতে মৃত্যু দুর্গাপুর এনআইটি-র অধ্যাপকের

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): সোমবার সকালে দিল্লির হাসপাতালে প্রাণ হারালেন দুর্গাপুরের এনআইটি-র অধ্যাপক, বছর চৌষট্টির ইন্দ্রজিৎ বসাক। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে ক্যাম্পাসে। ছাত্রছাত্রীরাও শোকাহত।

গত মঙ্গলবার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির ল্যাবে পরীক্ষার সময় এক বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে গুরুতর জখম হন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ বসাক এবং এক ছাত্র। অধ্যাপকের শরীরের ৯০ শতাংশই পুড়ে গিয়েছিল।

দুর্ঘটনার পর দু'জনকেই দুর্গাপুরের গান্ধী মোড়ের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছাত্রের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও অধ্যাপক দ্রুত অবনতির দিকে যান। পরে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার সেখানেই মৃত্যু হয় ইন্দ্রজিৎবাবুর।

অ্যাওয়ার্ড-২৪

● **প্রথম পাতার পর**

দিয়েছে। ১১টি অগ্রাধিকার খাতের কর্মসূচির অধীনে জেলাগুলির সামগ্রিক উন্নয়নের নিরিখে পাঁচটি জেলার জন্য পাঁচটি পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে। এতে ত্রিপুরার গোমতী জেলা অন্যতম একটি হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা লিখেছেন, গোমতী জেলা উজ্জ্বল হয়েছে। এজন্য গোমতী জেলার জনগন এবং জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমাকে জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন এর জন্য মর্যাদাপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ পাওয়ার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন। এই অর্জন জেলার অসাধারণ অগ্রগতি এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এটা খুবই গর্বের বিষয় যে ত্রিপুরার ধলাই জেলার একটি অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসেবে গঙ্গানগর ব্লককে সম্মানজনক প্রধানমন্ত্রী এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ সম্মানিত করা হয়েছে। গঙ্গানগর ব্লকের জনগণ এবং ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ''কে অভিনন্দন, যিনি সিভিল সার্ভিস দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। আর এই প্রাপ্তি এই অঞ্চলে অগ্রগতির প্রতি রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

পুরষ্কারের জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত সচিবগণ, এক্সপার্ট কমিটি, সেক্রেটারি, ডিএআরপিজির সভাপতিত্বে একটি স্ক্রিনিং কমিটির দ্বারা স্বল্প-তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সচিবের নেতৃত্বে এমপাওয়ার্ড কমিটি চূড়ান্ত সুপারিশ করে থাকেন। মূলত এই আবেদন প্রক্রিয়া তিনটি প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হয়েছিল - সুশাসন, গুণগতমান এবং পরিমাণগত ফলাফল।

গোমতী জেলা ২১ এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড হিসেবে একটি ট্রফি, একটি স্ক্রোল এবং ২০ লক্ষ টাকার ইনসেনটিভ পেয়েছে, যা জনসাধারণের কল্যাণের যে কোনও ক্ষেত্রে প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা হবে।

বিপ্লবের

● **প্রথম পাতার পর**

এছাড়াও উদয়পুর ফুলকুমারী (NH-৮) থেকে অমরপুর (NH-২০৮) রোডটিকে জাতীয় সড়ক হিসেবে উন্নীত করা, রানীর বাজার ফায়ার সার্ভিস থেকে আগরতলা আইএসবিটি পর্যন্ত রাস্তা ৪ লেনে রূপান্তরিত করার পাশাপাশি সার্ভিস রোড সংযুক্ত করা, কমলপুর---শান্তির বাজার (১৪৮ কিমি) সড়ক --- যা আমবাসা, গন্ডাছড়া ও অমরপুরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে --- সেটিকে জাতীয় সড়কের মর্যাদা প্রদান; ইত্যাদি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি বৈঠকে উত্থাপন করেন সাংসদ।

সাংসদের তরফে জানানো হয়েছে, ত্রিপুরার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এই দাবিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলি বাস্তবায়িত হলে পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের যাতায়াত যেমন সহজ হবে, তেমনি রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও গতি আসবে।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি প্রতিটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে শুনে আশ্বাস দেন যে, শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে রাজ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত দাবিগুলিতে কেন্দ্রীয় স্তরে আবারও অগ্রাধিকার পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

সংস্কারের কাজ বন্ধ

● **প্রথম পাতার পর**

সরকারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের পক্ষ থেকে বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে বিগত এক মাস থেকে। কাজ শুরুর প্রথমদিকে কেউ কোনো বাঁধা না দেয়নি। চার পাঁচ দিন পূর্বে হঠাৎ করে কাজ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীরা শ্মশান ঘাট এলাকায় বাঁধ সংস্কারের কাজে বাঁধা দেয় ফলে কাজটি বন্ধ হয়ে রয়েছে।

অথচ, কয়েক মাস পূর্বে কৈলাসহরের রাংগাউটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে দেবীপুর এলাকায় ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের পাশেই সম্পুর্ন অবৈধভাবে বাংলাদেশে সরকার রাতের অন্ধকারে বড় এবং উঁচু বাঁধ নির্মাণ করছে। এই বাঁধ নির্মানের পূর্বে বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারকে জানায়নি। অন্যদিকে, সংস্কার কাজে অবৈধভাবে বাংলাদেশে সরকার বাঁধাদান করছে। এই ঘটনায় সীমান্ত এলাকা সহ গোটা ঊনকোটি জেলায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এডিসিতে ছুটি

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছে, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গড়িয়া পূজার শুরুর দিন ও শেষ দিনএই দু'দিন সরকারি ছুটি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার আরও জানায়, গড়িয়া পূজা রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ আদিবাসী উৎসব। সেই উপলক্ষেই এই দ্বিদিন ব্যাপী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে উৎসব যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা যায়।

অন্যদিকে, গড়িয়া পূজোকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার, ২২ এপ্রিল অতিরিক্ত ছুটি ঘোষণা করেছে ত্রিপুরা আদিবাসী স্বশাসিত জেলা পরিষদ । এডিসি প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই বিশেষ ছুটি কেবলমাত্র এডিসি এলাকাভুক্ত দপ্তর ও কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

এই সিদ্ধান্তে রাজ্যের বহু সরকারি কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। পূজার সময় বিশ্রামের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচার পালনে সহায়ক হবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

মধ্যপ্রদেশে পাইকারি সবজি বাজারে অগ্নিকাণ্ড হতাহতের খবর নেই

নর্মদাপুরম, ২১ এপ্রিল (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের নর্মদাপুরমে একটি সবজির বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা ঘটে। সোমবার দুপুর নাগাদ আগুন লাগে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নর্মদাপুরমের পিপারিয়ার পাইকারি সবজির বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনী এসে দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কোনও হতাহতের খবর নেই। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। মধ্যপ্রদেশের রাইসেন জেলায় ১০ ফুট গভীর নয়ানজুলিতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি জীপ। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। বর ও কনে-সহ ৩ জন আহত হয়েছেন। সোমবার পুলিশ জানিয়েছে, রাইসেন জেলার ভোপাল-জব্বলপুর সড়কে একটি দ্রুতগামী জিপ কালভার্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ১০ ফুট গভীর নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় জীপে থাকা ৬ জন মারা গিয়েছেন। বর ও কনে-সহ তিনজন গুরুতর আহত হন।পুলিশ উদ্ধার অভিযান চালিয়ে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাইসেনের পুলিশ সুপার পঙ্কজ কুমার পান্ডে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দুই মহিলা, এক মেয়ে এবং তিনজন পুরুষ মারা যান। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

শালবনির তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য কর্মসংস্থান হবে ১৫ হাজার : মুখ্যমন্ত্রী

শালবনি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): শালবনির তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে রাজ্যের ২৩ জেলাই উপকৃত হবে। ১৫ হাজার জনের কর্মসংস্থান হবে। জোর দিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, '১৬০০ কোটি টাকা খরচ হবে। আগামীকাল সোলার প্ল্যান্টের উদ্বোধন করব। আগে বলা হত, লোডশেডিংয়ের সরকার, আর নেই দরকার। এখন ২৪ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। আরও দুটো তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র হবে জিন্দলদের।"

সোমবার শালবনিতে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজ্জন জিন্দল। শিলান্যাস হয়েছে ২০০০ একরের শিল্প পার্কেরও। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাংলায় ছ'টি ইকোনমিক করিডর হয়েছে। শুধু পশ্চিম মেদিনীপুরেই ৩৭০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ডেউচা-পাঁচামিতে বিশাল কোল ব্লক তৈরি হচ্ছে। ১ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। ৩০ তারিখ জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হবে দিঘায়। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে পাঁচটি বড় কোম্পানি বিনিয়োগ করবে।"

অনুষ্ঠানে সজ্জন জিন্দল বলেন, "শালবনিতে গত ১০ বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে। দেখে মনে হয়, এ রকমই হওয়া উচিত। এখানকার জমি কৃষকদের। তাই তাঁরা যাতে উপকৃত হন, সেটা আমাদের দেখতে হবে। দিদিও আমাকে সে কথা বার বার বলেছেন। এই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে কোনও দূষণ হবে না, এটা আমরা নিশ্চিত করব। এই রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। তা মাথায় রেখেই এই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র।"

এই অনুষ্ঠানে ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেব (দীপক অধিকারী) বলেন, "যাঁরা বলেন, বাংলার উন্নতি হচ্ছে না, তাঁরা এসে দেখা যান, কী ভাবে বাংলার উন্নতিতে কাজ করে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি খুবই খুশি যে, এটা শালবনিতে হল। এ রাজ্যে আরও বড় বড় শিল্প আসবে।" উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে শালবনিতে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই দফায় দফায় বৈঠক করছে, যাতে সব দিক থেকে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ থাকে। সোমবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে। পরদিন ২২ এপ্রিল মঙ্গলবার তিনি মেদিনীপুর কলেজ মাঠে সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন, যেখানে গোয়ালতোড়ের একটি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট-সহ একাধিক নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন।

রাহুলের অভিযোগগুলি বৈধ ক্ষমতাসীন দলের উচিত জবাব দেওয়া : অধীর চৌধুরী

বহরমপুর, ২১ এপ্রিল (হি.স.): বিদেশের মাটিতে ভারতের ভোটদান পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। আমেরিকার বোস্টনে রাহুল গান্ধীর সেই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। এবার এ বিষয়ে মুখ খুললেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সোমবার অধীর বলেছেন, রাহুলের অভিযোগগুলি বৈধ, ক্ষমতাসীন দলের উচিত জবাব দেওয়া।অধীর চৌধুরী বলেছেন, 'রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছেন, ক্ষমতাসীন দল মহারাষ্ট্র নির্বাচনে অনেক ভুয়ো ভোটারকে অংশগ্রহণের জন্য প্ররোচিত করেছে। রাহুল গান্ধী স্পষ্টভাবে পরিসংখ্যানগুলি বলেছেন, কিন্তু নির্বাচন কমিশন তাঁর অভিযোগগুলি বিবেচনা করেনি। তাঁর অভিযোগগুলি বৈধ এবং শাসক দলের উত্তর দেওয়া উচিত।'

জোজিলা পাসে ভূমিধস ব্যাহত যান চলাচল

জম্মু, ২১ এপ্রিল (হি.স.): জোজিলা পাসে ভূমিধসের জেরে শ্রীনগর-সোনমার্গ-গুমরি সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। জোজিলা পাসে পাহাড়ের একটি বড় অংশ ভেঙে ভূমিধস দেখা দেয়। এর ফলে কাশ্মীর ও লাদাখের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও) রাস্তা পরিষ্কারের কাজ শুরু করেছে। আপাতত ওই রাস্তায় সমস্ত যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।উল্লেখ্য, রামবানেও ভূমিধসের কারণে জাতীয় সড়ক ৪৪ বন্ধ থাকায়, উধমপুরে এদিন অসংখ্য যানবাহন আটকে পড়ে। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কও ভূমিধসের কারণে বন্ধ। সোমবার সকাল থেকেই জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে সংস্কারের কাজ চলছে, রবিবার অবিরাম বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি এবং ভূমিধসের পর টানা দ্বিতীয় দিনের মতো বন্ধ রয়েছে জাতীয় সড়ক। কোথাও মাটির নীচে মিশে গিয়েছে গাড়ি, কোথাও রাস্তা ভেঙে গিয়েছে।

শোক প্রধানমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

আন্তরিক সমবেদনা। পোপ ফ্রান্সিসকে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে সর্বদা করুণা, নম্রতা ও আধ্যাত্মিক সাহসের আলোকবর্তিকা হিসেবে স্মরণ করা হবে। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রভু খ্রিস্টের আদর্শ বাস্তবায়নে নিজেকে নিবেদিতপ্রাণ করেছিলেন। তিনি দরিদ্র ও নিপীড়িতদের সেবা করেছিলেন। যারা কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাদের জন্য তিনি আশার আলো জাগিয়েছিলেন। ভারতের জনগণের প্রতি তাঁর স্নেহ সর্বদা লালিত থাকবে। তাঁর আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।

বিক্ষোভ কৃষকসভার

● **প্রথম পাতার পর**

জমায়েতে কৃষক সভার নেতা পবিত্র কর বলেন, "কৃষি, দুগ্ধ ও মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুক্ত বানিজ্য বা ফ্রি ট্রেডের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কোনো রকম অনৈতিক চুক্তি মেনে নেওয়া চলবে না।" তাঁর অভিযোগ, মোদী সরকার ক্রমাগত মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে দেশের কৃষকদের স্বার্থ বিসর্জন দিচ্ছে।

এই প্রেক্ষিতে তিনি আরো বলেন, "মার্কিন আদেশ নামার কাছে আত্মসমর্পণ নয়, ভারতকে সরে আসতে হবে সমস্ত রকমের ফ্রি ট্রেড চুক্তির আলোচনা থেকে।"সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে প্রতিটি গ্রাম ও জেলা সদরে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ মিছিল এবং জেডি ভান্সের কুশপুত্তলিকা দাহের কর্মসূচি পালনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

জলপাইগুড়ির গোশালা মোড়ে ফের দুর্ঘটনা, আহত দু''জন

জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): ফের দুর্ঘটনা জলপাইগুড়ির গোশালা মোড়ে। রবিবারই গোশালা মোড়ে গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে এক টোটো চালকের মৃত্যু হয়। আর সোমবার সকালে লরির সঙ্গে মোটর বাইকের সংঘর্ষে জখম হয়েছেন দু'জন। জখম ব্যক্তিরা ছিলেন ওই বাইকে। এদিন সকালে বাইকে করে এক দম্পতি গোশালা মোড়ে ৩১ ডি জাতীয় সড়ক পার হচ্ছিলেন। সেই সময়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা একটি লরি বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় বাইক চালক সমীর দাস গুরুতর জখম হন। তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাইকে থাকা সমীরবাবুর স্ত্রী রঞ্জিতা রায়ও জখম হয়েছেন। ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ।

"ক্ষমতার লোভে মৌলবাদী তোষণে ব্যস্ত", নির্দিষ্ট অভিযোগ তুলে মমতাকে তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি.স.): হিন্দুদের আর্তনাদ তদের কান অবধি পৌঁছায় না কারণ রাজ্যের শাসক দল আর তার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতার লোভে মৌলবাদী তোষণে ব্যস্ত। সোমবার এই অভিযোগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকার আর তার প্রশাসন বর্তমানে বধির হয়ে ব''সে আছে।শুভেন্দুবাবু সোমবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের বাসুদেবপুর সুভাষনগর এলাকায় বিধান মজুমদার ওনার পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। এলাকাটি মুসলিম অধ্যুষিত। দীর্ঘদিন ধরে পরিবারটির উপর চাপ দেওয়া হচ্ছিল তাঁদের বাড়িটি যাতে মুসলিমদের বিক্রি করে তাঁরা অন্যত্র চলে যান।

বিধান বাবু চাপের কাছে নতি স্বীকার না করায় অবশেষে তার পরিবারটিকে রিতিমত ভয় দেখানো হচ্ছিল। ওই এলাকা থেকে আজ খবর পাওয়া যায় যে, আজ সকাল সাতটা নাগাদ হঠাৎই তার বাড়িতে এলাকার শাহজাহান, সিদ্দিক মাষ্টার, রশিদ, সাদ্দাম সহ বেশ কিছু দুষ্কৃতী দলবল নিয়ে হামলা চালায়।

ঘরদোর ভাঙচুর, সোনা, টাকা পয়সা, আসবাবপত্র সব লুঠ করা হয়। বিধান বাবু তার ছয় বছরের শিশু সন্তান সহ পরিবার সমেত প্রাণ বাঁচাতে ঘর ছেড়ে দুরে একটি জমিতে আশ্রয় নেন।পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে হিন্দুদের অবস্থা বাংলাদেশের মতো হয়ে উঠছে। পুলিশ, প্রশাসন রাজনৈতিক দলদাসত্বে ব্যস্ত ও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। হিন্দুদের আগামীদিনে নিজ ভূমে পরবাসী হওয়ার পথ ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে।আমি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার (আইপিএস), রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার (আইপিএস) ও উত্তর দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক; সুরেন্দ্র কুমার মিনা (আইএএস) কে অনুরোধ করবো এই খবরের সত্যতা যাচাই করে, প্রশাসনিক সাহায্যের মাধ্যমে উক্ত হিন্দু পরিবারকে নিজ বাস্তুতে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থা করে তাঁদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে।স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব এই পরিবারের সাথে আছে ও সব রকম সহযোগিতা করছে।"

ভূমিকায় ক্ষোভ

● **প্রথম পাতার পর**

ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দাবিতে সরব হলেও রাজ্য পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। এই প্রসঙ্গে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর ভূমিকা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ। অভিযোগ উঠেছে, পর্যটন দপ্তরের নামে বড় বড় ঘোষণা দিলেও, বাস্তব উন্নয়ন কার্যত শূন্য।

এছাড়াও রাজ্যের পর্যটন প্রচারে কলকাতা থেকে সৌরভ গাঙ্গুলীকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করা হলেও, তার খরচ এবং বাস্তব উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

স্থানীয় বাসিন্দারা স্মরণ করেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হালাই মোড়া পরিদর্শন করে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তা কার্যকর হয়নি। তবে সম্প্রতি এলাকার বর্তমান বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস সংযোগস্থলটি পরিদর্শন করে নতুন করে উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছেন। কুমারঘাটবাসী এখন তাকিয়ে রয়েছেন, সেই আশ্বাস কতটা বাস্তবায়িত হয় তার দিকে।

ভাঙলো গাছ

● **প্রথম পাতার পর**

কালবৈশাখীর দাপটে গতকাল প্রচন্ড বেগে ঝড়ো হাওয়াসহ বজ্রবিদ্যুৎ সহকারে ঝড়-বৃষ্টি সংঘটিত হয়।এই কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টিতে উদয়পুর শহরের বিভিন্ন নিম্ন অঞ্চল জল মগ্ন হয়। ঝড়ো হাওয়ার দাপটে অনেকের বাড়ি ঘরের সীমানার বেড়া, গাছ-গাছালি ভেঙ্গে পড়ে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হচ্ছে টেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে দোতলায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে বৃষ্টির জল প্রবেশ করে। রোগী ও তার আত্মীয়দের মধ্যে বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করে। গতকালের পর আজ সকালেও ঝড়-বৃষ্টি সংঘটিত হওয়ায় গোমতী জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডের রোগীদের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। হাসপাতালে বিভিন্ন রুমে জল জমে যাওয়া হাঁটার রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যায়। রোগীদের বেডেও জল চলে আসে।বৃষ্টির জল পড়ে নিয়ে রোগীদের ও তাদের আত্মীয়দের মধ্যে উৎকণ্ঠার সংঘটিত হয়।দেখা দেয় পরবর্তী সময়ে গোমতী জেলা হাসপাতালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জমাকৃত বিভিন্ন ওয়ার্ডের জল পরিষ্কার করানোর ব্যবস্থা করা হয়।রোগী ও তার আত্মীয়র অভিযোগ হচ্ছে গোমতী জেলা হসপিটাল তৈরি করার সময় পরিকাঠামো কথা চিন্তা না করেই হাসপাতাল তৈরি করার ফলেই বিপত্তি দেখা দেয়। এছাড়া উদয়পুর পুরো পরিষদ ও বিভিন্ন গ্রামের নিম্ন অঞ্চল গুলো জলে প্লাবিত হয়। কোথাও কোথাও প্রবল ঝড়ে অনেক বসতবাড়ির বাউন্ডারি ওয়াল, গাছগাছালি ভেঙ্গে পড়ে।যদিও সংবাদ লেখা পর্যন্ত প্রাণহানি এবং বড় ধরনের কোন বিপত্তির খবর পাওয়া যায়নি। জনমনে ও হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা যায়।

দুর্ভোগ চরমে

● **প্রথম পাতার পর**

পানীয় জল না পাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েন বাসিন্দারা। একই সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় মোবাইল চার্জ, ইন্টারনেট পরিষেবা ও মোবাইল নেটওয়ার্কের টাওয়ার গুলোর কার্যক্রম।

বিদ্যুৎ নিগম জানিয়েছে, গামাইবাড়ি সাব স্টেশনে বিকল ট্রান্সফরমারটি সচল করার জন্য সিনিয়র ম্যানেজার উত্তম দেববর্মা ও তার টিম নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ট্রান্সফরমার অয়েলের ২৬ ব্যারেল এসে পৌঁছেছে, যা ভরার প্রক্রিয়া চলছে। এরপর সপ্তাহখানেক সময় লাগবে ফিল্টারিংয়ের কাজ শেষ করতে।

উত্তম দেববর্মা জানিয়েছেন, আগামী ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে গামাইবাড়ি-কল্যাণপুর ৩৩ কেভি লাইনটি চালু করা সম্ভব হতে পারে। তবে প্রশ্ন উঠছেএকটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদের জন্য একটি ট্রান্সফরমার কেন এতদিনে প্রতিস্থাপন করা গেল না?

স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'এটা কি সভ্য দেশের চিত্র? ৩৬ দিন ধরে একটা ট্রান্সফরমার বিকল! বিদ্যুৎ না থাকায় ফোন নেই, জল নেই, যোগাযোগ নেইএ কেমন ব্যবস্থা?'

কল্যাণপুর বিদ্যুৎ নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার নন্দন দেবনাথ জানান, ধলাবিল লাইনে ফল্টের কারণে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। সোমবার দুপুরে মেইন লাইন চালু হলেও পাঁচটি ১১ কেভি ফিডার এখনও বন্ধ রয়েছে। ফিডার চালু করতে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে এবং কাজ চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ বিভাগের লাইন স্টাফ আছেন মাত্র ছয়জন। বিশাল এলাকায় এত অল্প জনবল দিয়ে পরিষেবা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

শেষ বলে কাঞ্চনপুরকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ জিরানিয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে জিরানিয়া। তাও শেষ বলে রোমাঞ্চকর ভাবে। হারিয়েছে কাঞ্চনপুর কে ৬ উইকেটের ব্যবধানে। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়।

প্রথম দুটি খেলায় যথাক্রমে সদর বি-র কাছে আট উইকেটে এবং খোয়াইয়ের কাছে নয় উইকেটে পরাজয়ের পর জিরানিয়া কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। আজ, সোমবার তৃতীয় ম্যাচের মাথায় কাঞ্চনপুরকে ছয় উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে জিরানিয়া শিবিরে কিছুটা স্বস্তি বিরাজ করলেও এবারের মত মূল পর্বে খেলা অধরাই থেকে যাচ্ছে। বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া গ্রাউন্ডে টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ম্যাচ সকালে মাঠ অনুপযুক্ত থাকায় দীর্ঘক্ষন অপেক্ষার পর খেলা শুরু করতে হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ২৩ করা হয়। টস জিতে জিরানিয়া প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে কাঞ্চনপুর নির্ধারিত ২৩ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে জিরানিয়া রোমাঞ্চকর ভাবে শেষ বল পর্যন্ত খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

বিজয়ী দলের জাবিদুল হক বোলিংয়ে দারুন সাফল্য তথা ১৮ রানে তিন উইকেট দখলের সুবাদে প্রতিপক্ষ কাঞ্চনপুর কে অল্পেতে আটকে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও উপায়। তবে ব্যাটিংয়ে কাঞ্চনপুরের সুরজ দেবের ৪৪ বলে ৪৪ রান, জিরানিয়ার শুভজিৎ দাসের ৩৯ রান এবং রাজদীপ সাহার ৩৫ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে জিলানীয়ার আদিত্য রাজ ২১ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল।

লংতরাইভেলিকে হারিয়ে হ্যাটট্রিক করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন কমলপুর মূলপর্বে খেলবে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক কমলপুরের। গ্রুপ লিগ পর্যায়ে নিজেদের শেষ ম্যাচে ৮ রানে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে লংতরাই ভ্যালিকে হারিয়ে। পরিত্যক্ত প্রথম ম্যাচ থেকে ২ পয়েন্টের পর লাগাতর তিন ম্যাচে জয়ী হওয়ার সুবাদে সি গ্রুপ থেকে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের খেতাব নিয়ে মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে ভাইটাল ম্যাচে কমলপুর এর কাছে ৮ রানে পরাজিত হয়ে লংতরাইভ্যালিকে কিছুটা পিছিয়ে যেতে হয়েছে। কৈলাশহরের বিদ্যানগর ক্রিকেট গ্রাউন্ডে প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য আজও খেলা শুরুতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। কমলপুর টস জিতে প্রথমে ব্যটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ৩৪ ওভারের খেলায় কমলপুর ২৬.২ ওভার খেলে ১৩৩ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাব ৫ উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ৩৪ ওভার শেষ হয়ে যায়। লংতরাইভ্যালির নীরব চাকমা ২১ রানে চারটি উইকেট এবং ব্যাটিংয়ে রাজ মালাকার ৫৬ রান পেলেও কমলপুরের সম্মিলিত সাফল্যের কাছে লংতরাইভ্যালী কে হার মানতে হয়। কমলপুরের প্রান্তিক শীল ৫১ সর্বাধিক ৫১ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর চ্যালেঞ্জিং করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। লংতরাইভ্যালির রাজ তামাং ৪৬ রান পেয়েছিল। রাজ ভৌমিক ও এপ্রিল দেববর্মা দুটি করে উইকেট দখল করেছিল।

চেনা মেজাজে ফিরেই জোড়া নজির রোহিতের, চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে কী কী কীর্তি গড়লেন শর্মা

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলার পাশাপাশি আইপিএলে নজিরও গড়লেন রোহিত শর্মা। রবিবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ৪৫ বলে ৭৬ রানের ইনিংস খেলার মাঝে শিখর ধাওয়ানের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। গড়েছেন আরও একটি কীর্তি।আইপিএলের শুরু থেকে চেনা মেজাজে দেখা যাচ্ছিল না রোহিতকে। আগ্রাসী মেজাজে শুরু করছিলেন ঠিকই, তবে বড় রান পাচ্ছিলেন না। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ৪টি চার এবং ৬টি ছয়ের সাহায্যে ৭৬ রানের ইনিংস খেলে রবিবার ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। এই ইনিংসেই তিনি টপকে গিয়েছেন ধাওয়ানকে। আইপিএলে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন রোহিত। আইপিএলে ধাওয়ানের রান ৬৭৬৯। রবিবার ম্যাচের পর রোহিতের রান হল ৬৭৮৬। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন বিরাট কোহলি। তিনি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত করেছেন ৮৩২৬ রান। এই তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ওপেনার আইপিএলে করেছেন মোট ৬৫৬৫ রান। তালিকায় পঞ্চম স্থানে আছেন সুরেশ রায়না। ভারতীয় দলের প্রাক্তন অলরাউন্ডারের আইপিএলে সংগ্রহ ৫৫২৮ রান।রোহিত রবিবার পেয়েছেন ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার। আইপিএলে এই নিয়ে ২০ বার 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ'র পুরস্কার পেলেন। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে এত বার কেউ ম্যাচের সেরা হননি। এই তালিকায় রোহিতের পর রয়েছেন কোহলি। তিনি ১৯ বার ম্যাচের সেরা হয়েছেন। তৃতীয় স্থানে আছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। ১৮ বার ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন মাহি। তবে আইপিএলে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার রেকর্ড রয়েছে এবি ডি'ভিলিয়ার্সের দখলে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার মোট ২৫ বার ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ক্রিস গেল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার ২২ বার 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' হয়েছেন। তাঁর পর রয়েছেন রোহিত।

জল্পনার অবসান, বোর্ডের চুক্তিতে ফিরলেন দুই 'অবাধ্য' ঈশান, শ্রেয়স ! টাকা কমছে না বিরাট, রোহিতের

জল্পনার অবসান। আগামী মরসুমের জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। চার জনকে নিয়ে সংশয় ছিল। চার জনের জন্যই সুখবর শুনিয়েছে বোর্ড। বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা আগের মতোই এ+ বিভাগে রয়েছেন। বোর্ডের কথা না শুনে শাস্তি পাওয়া ঈশান কিশন ও শ্রেয়স আয়ার আবার বোর্ডের চুক্তির আওতায় এসেছেন। ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এই সময়কালের জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে।গত মরসুমে ভারতীয় বোর্ডের নির্দেশ মেনে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেননি শ্রেয়স এবং ঈশান। পরের দিকে শ্রেয়স খেললেও ঈশান বেশ কিছু দিন 'নিরুদ্দেশ' ছিলেন। তাঁদের সেই আচরণ ভাল ভাবে নেননি বিসিসিআই কর্তারা। শাস্তি হিসাবে গত বছর কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয় তাঁদের। নতুন চুক্তিতে শ্রেয়স জায়গা পাবেন মনে করা হচ্ছিল। তবে ঈশানকে নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিলই। সোমবার বিসিসিআই কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা প্রকাশ করার পর সেই জল্পনার অবসান হল। অর্থাৎ, কঠোর অবস্থান থেকে সরে এল বিসিসিআই।এ ছাড়া মনে করা হয়েছিল কোহলি এবং রোহিতের টাকা কমতে পারে। কারণ তাঁরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এখন খুব বেশি খেলা হয় না। সেই অর্থে কোহলি এবং রোহিত এখন মূলত টেস্ট ক্রিকেট খেলেন। তবে দুই সিনিয়র ক্রিকেটারের টাকা কমাননি বোর্ড কর্তারা। তাঁদের সঙ্গে এ+ বিভাগে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ এবং রবীন্দ্র জাডেজা।'এ' বিভাগে জায়গা পেয়েছেন ছ'জন ক্রিকেটার। তাঁরা হলেন মহম্মদ সিরাজ, লোকেশ রাহুল, শুভমন গিল, মহম্মদ শামি, ঋষভ পন্থ এবং হার্দিক পাণ্ড্য। পন্থ গত বছর ছিলেন 'বি' বিভাগে। এ বার তিনি 'এ' বিভাগে উঠে এসেছেন। 'বি' বিভাগে জায়গা পেয়েছেন পাঁচ জন ক্রিকেটার। তাঁরা হলেন সূর্যকুমার যাদব, কুলদীপ যাদব, অক্ষর পটেল, যশস্বী জয়সওয়াল এবং শ্রেয়স।'সি' বিভাগে জায়গা পেয়েছেন ১৯জন ক্রিকেটার। তাঁরা হলেন রিঙ্কু সিংহ, তিলক বর্মা, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শিবম দুবে, রবি বিশ্নোই, ওয়াশিংটন সুন্দর, মুকেশ কুমার, সঞ্জু স্যামসন, অর্শদীপ সিংহ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, রজত পটীদার, ধ্রুব জুরেল, সরফরাজ খান, নীতীশ কুমার রেড্ডি, অভিষেক শর্মা, আকাশ দীপ, বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানা এবং ঈশান।কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় এ বার মোট ৩৪ জন ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন। গত বার এই সংখ্যা ছিল ৩০। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া রবিচন্দ্রন অশ্বিন স্বাভাবিক ভাবেই তালিকায় জায়গা পাননি। 'এ' বিভাগে তাঁর জায়গাতেই পন্থ উঠে এসেছেন। এ ছাড়াও বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা পাননি শার্দূল ঠাকুর, জীতেশ শর্মা, শ্রীকর ভরত এবং আবেশ খান। নতুন জায়গা পেয়েছেন ন'জন ক্রিকেটার। তাঁরা হলেন আকাশ, সরফরাজ, বরুণ, হর্ষিত, অভিষেক, শ্রেয়স, ঈশান, ধ্রুব এবং নীতীশ।

গুজরাতের মুখোমুখি হওয়ার আগেই চাপে কলকাতা, পয়েন্ট টেবলে নেমে গেলেন রাহানেরা

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জয়ে চাপ বৃদ্ধি পেল কলকাতা নাইট রাইডার্সের। সোমবার ইডেন গার্ডেন্সে শুভমন গিলের গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে পয়েন্ট টেবলে আরও নেমে গিয়েছেন অজিঙ্ক রাহানেরা। আরও ম্যাচ হারলে গত বারের চ্যাম্পিয়নদের প্রথম চারের মধ্যে থাকা কঠিন হয়ে পড়তে পারে।আইপিএলের পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে রয়েছেন শুভমনেরা। তাঁরা সাতটি ম্যাচ খেলে পাঁচটিতে জয় পেয়েছেন। পয়েন্ট ১০। তাঁদের নেট রান রেট ০.৯৮৪। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। অক্ষর পটেলের দলের সাত ম্যাচে পাঁচ জয়। পয়েন্ট ১০। দিল্লির নেট রান রেট ০.৫৮৯। তৃতীয় স্থানে রয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আট ম্যাচে পাঁচটি জয় আরসিবির। পয়েন্ট ১০। নেট রান রেট ০.৪৭২। চতুর্থ স্থানে রয়েছে পঞ্জাব কিংস। শ্রেয়স আয়ারেরা আটটি ম্যাচ খেলে পাঁচটিতে জয় পেয়েছেন। পয়েন্ট ১০। নেট রান রেট ০.১৭৭।পয়েন্ট টেবলে পঞ্চম স্থানে ঋষভ পন্থেরা। লখনউ সুপার জায়ান্টস আটটি ম্যাচ খেলে পাঁচটিতে জয় পেয়েছেন। পয়েন্ট ১০। লখনউয়ের নেট রান রেট ০.০৮৮। রবিবার চেন্নাই সুপার কিংসকে হারিয়ে ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। হার্দিক পাণ্ড্যের দল আটটি ম্যাচ খেলে চারটিতে জয় পেয়েছে। তাদের নেট রান রেট ০.৪৮৩। মুম্বইয়ের জয়ের ফলে সপ্তম স্থানে নেমে গিয়েছে কলকাতা। রাহানেরা এখনও পর্যন্ত সাতটি ম্যাচ খেলে তিনটি জয় পয়েছেন। পয়েন্ট ৬। কেকেআরের নেট রান রেট ০.৫৪৭।পয়েন্ট তালিকায় শেষ তিনটি স্থানে রয়েছে যথাক্রমে রাজস্থান রয়্যালস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং চেন্নাই। অষ্টম স্থানে রয়েছেন সঞ্জু স্যামসনেরা। রাজস্থান আটটি ম্যাচ খেলে দু'টি জিতেছে। পয়েন্ট ৪। রাজস্থানের নেট রান রেট -০.৬৩৩। নবম স্থানে থাকা হায়দরাবাদ সাতটি ম্যাচ খেলে দু'ম্যাচে জয় পেয়েছে। প্যাট কামিন্সের দলের পয়েন্ট ৪। তাঁদের নেট রান রেট -১.২১৭। দশম স্থানে রয়েছে চেন্নাই। আটটি ম্যাচ খেলে দু'টি জিতেছে তারা। মহেন্দ্র সিংহ ধোনিদের পয়েন্ট ৪। নেট রান রেট -১.৩৯২।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও মূলপর্বে খেলা নিশ্চিত সদর বি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ম্যাচ পরিত্যক্ত। একটি বলও খেলা হয়নি। ভারী বৃষ্টি এবং আউটফিল্ডে জল লেগে থাকার কারণে মাঠ পুরোপুরি ক্রিকেট খেলার অনুপযুক্ত। স্বাভাবিক কারণে সদর বি বনাম আমবাসার অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ম্যাচটি আজ, সোমবার অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ঘোষিত হয়েছে পরিত্যক্ত হিসেবে। খেলা ছিল তেলিয়ামুড়ার ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে। তবে পরিত্যক্ত ম্যাচের কারণে দুই দল যথারীতি ২-২ করে পয়েন্ট পয়েন্টের ভাগ পেয়েছে। এর সুবাদে সদর বি মহকুমা দল কিন্তু গ্রুপ এ থেকে মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। দ্বিতীয় কোনদল গ্রুপ-এ থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে আসবে তা নির্ধারিত হতে পরবর্তী ম্যাচ গুলির দিকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সদর বি প্রথম দুটি ম্যাচে যথাক্রমে জিরানিয়াকে আট উইকেটে এবং কাঞ্চনপুরকে ১৫৪ রানে হারানোর পর খোয়াইয়ের সঙ্গে গত বৃহস্পতিবারের ম্যাচ বৃষ্টিজনিত কারণে পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছিল। একইভাবে আজ, সোমবার আমবাসার সঙ্গে ম্যাচটিও পরিত্যক্ত হয়েছে। চার ম্যাচ থেকে ১২ পয়েন্ট পেয়ে সদর বি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করেছে। পক্ষান্তরে আমবাসার ভাগ্য মন্দ-ই বলা চলে, প্রথম খেলায় খোয়াইয়ের কাছে ৫ উইকেটে পরাজয়ের পর পরবর্তী দুটি ম্যাচ যথাক্রমে কাঞ্চনপুর এবং সদর ব-র সঙ্গে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা হওয়ায় এপর্যন্ত তিন ম্যাচ থেকে চার পয়েন্ট পেয়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে।

মর্যাদার লড়াইয়ে জয়ী হয়ে 'বিতাড়িত' শ্রেয়সের বার্তা কেকেআরকে

কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং পঞ্জাব কিংসের ম্যাচ ছিল মর্যাদার লড়াই। গত বছর শ্রেয়স আয়ারের নেতৃত্বে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কেকেআর। এ বার শ্রেয়সকে আর রাখেননি কেকেআর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে কেকেআরকে ১৬ রানে হারিয়েছে শ্রেয়সের পঞ্জাব। তার পর পুরনো দলকে উদ্দেশ করে সমাজমাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন পঞ্জাব অধিনায়ক।

কেকেআরকে হারানোর পর সমাজমাধ্যমে শ্রেয়স পঞ্জাবিতে লিখেছেন, "চারদি কালা'। বাংলায় এর অর্থ, যে শক্তি ক্রমশ বাড়ছে। সঙ্গে পঞ্জাবের ক্রিকেটারদের উচ্ছ্বাসের বেশ কয়েকটি ছবিও দিয়েছেন শ্রেয়স। শ্রেয়সের দু'শব্দের এই বার্তাকে ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। অনেকে মনে করছেন, কেকেআর কর্তৃপক্ষকে খোঁচা দিয়েছেন পঞ্জাব অধিনায়ক। শ্রেয়স হয়তো বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেকেআর তাঁকে না রাখলেও নতুন দল নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। পঞ্জাবকে আইপিএলের নতুন শক্তি হিসাবে তৈরি করতে চান।

পাক ক্রিকেটে বিতর্ক চলছেই

বাবর আজমকে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন ২০২৩ সালে। সেই মন্তব্যের জন্য দু'বছর পর ক্ষমা চাইলেন হাসান আলি। পাকিস্তান সুপার লিগে খেলতে ব্যস্ত পেসার আলি। সেই প্রতিযোগিতার মাঝেই ক্ষমা চাইলেন তিনি।

২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের সময় বাবরকে 'কিং' অর্থাৎ রাজা বলে সম্বোধন করেছিলেন হাসান। বলেছিলেন, "রাজা করে নেবে।" তিনি সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছিলেন, বাকিরা রান না পেলেও বাবর ঠিক রান করে নেবেন। কিন্তু বাবর আর রান পাননি। ধারাবাহিক ভাবে ব্যর্থ তিনি। পাকিস্তান সুপার লিগে এক সাংবাদিক বৈঠকে সেই বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন হাসান।

সোনামুড়াকে ১১ রানে হারিয়ে লীগ অভিযান শেষ মোহনপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লাগাতর জয়ের মধ্যে রয়েছে মোহনপুর মহকুমা দল। গ্রুপ লীগ পর্যায়ে নিজেদের অন্তিম ম্যাচে ১১ রানে দারুন জয় পেয়েছে প্রতিপক্ষ সোনামুড়া কে হারিয়ে। চতুর্থ তথা অন্তিম ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় জয়। চার ম্যাচ থেকে ৮ পয়েন্ট নিয়ে মোহনপুর মূল পর্বের প্রত্যাশা কিঞ্চিৎ জিইয়ে রেখেছে। কেননা ইতোমধ্যে গ্রুপ বি থেকে সদর-এ লাগতর তিন ম্যাচে জয়ী হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। দ্বিতীয় দল হিসেবে মোহনপুরের পাশাপাশি বিশালগড় এবং সোনামুড়া দাবিদার হিসেবে এগিয়ে রয়েছে। উদয়পুরের জামজুরি মাঠে টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের খেলা শুরু হতে প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘক্ষন অপেক্ষা করতে হয়েছে। অতঃপর বেলা দুইটাই ম্যাচ শুরু হলে এমনিতেই ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১৯ করা হয়।

টস পক্ষে না এলেও প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে মোহনপুর সীমিত ১৯ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৪০ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়া ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৯ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত উনিশ ওভার শেষ হয়ে যায়। বিজয়ী মোহনপুর এর সায়ন্ত ঘোষ ২৫ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষকে আটকে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। ব্যাটিংয়ে মোহনপুরের বিশাল সরকারের ৫৮ রান সূর্য পালের ৪৬ রান এবং সোনামুড়ার রাহুল দাসের ২৯ রান উল্লেখযোগ্য। মোহনপুরের বিশ্বজিৎ সরকার এবং সোনামুড়ার মিনহাজ আহমেদ একটি করে উইকেট পেয়েছে।

রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে কৈলাশহর জয় করল তেলিয়ামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্য ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিভিন্ন মহকুমায় চলছে এখন অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। চলতি এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সোমবারের বেশ কয়েকটি ম্যাচ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ব্যাহত হলেও ধর্মনগর কলেজ মাঠে আয়োজিত কৈলাশহর বনাম তেলিয়ামুড়ার ম্যাচটি যথারীতি ভাবে সম্পন্ন হয়। দুইদলের এই ম্যাচে তেলিয়ামুড়া ৩৫ রানে পরাজিত করে কৈলাশহরকে।সকালে কৈলাশহর টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিলে আগে ব্যাট করার সুযোগ পায় তেলিয়ামুড়া। কিন্তু এই সুযোগ দলের ব্যাটসম্যানরা কাজে লাগাতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত বোলারদের হাত ধরে জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় তেলিয়ামুড়া। সব কয়টি উইকেট হারিয়ে তেলিয়ামুড়া প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ২৫ রানের সাহায্যে ১১০ রান তুলতে সক্ষম হয়। ইনিংসের দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৩ রান করে দেবার্পণ ভট্টাচার্য্য। কৈলা শহরের বোলারদের মধ্যে আব্দুল করিম সর্বাধিক পাঁচটি ও মহাসীন হোসেন তিনটি করে উইকেট নেয়। জবাবে কৈলাশহর জয়ের জন্য ১১১ রানের টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৭৫ রান তুলতে সক্ষম হয়। কৈলাশহরের বোলাররা বল হাতে নিয়ে সাফল্য পেলেও ব্যাটসম্যানরা কিন্তু এদিন চূড়ান্ত হতাশ করে।

পাঁজরে আঘাত রিঙ্কুর, ছন্দে ফেরার চেষ্টা রশিদের

কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটসম্যানদের সামনে বড় পরীক্ষা সোমবার। গুজরাত টাইটানসের বোলিং আক্রমণে একাধিক বড় নাম। তাঁদের সামলে বড় রান করার চ্যালেঞ্জ রিঙ্কু সিংহ, বেঙ্কটেশ আয়ারদের। ম্যাচের আগের দিন যদিও অস্বস্তিতে ছিলেন রিঙ্কু। ব্যাট করার সময় থ্রো-ডাউন বিশেষজ্ঞের বলে পুল করতে গিয়ে পাঁজরে আঘাত পান কেকেআরের অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান। আঘাত লাগার পরে কয়েকটি বল খেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় নেট থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। কিছুক্ষণ বরফ লাগানোর পরে চলে যান ড্রেসিংরুমে। নাইট সূত্রে খবর, রিঙ্কুর আঘাত গুরুতর নয়। আইসপ্যাক দেওয়ার পরে তাঁকে কয়েকটি ব্যায়াম করানো হয়। দেখে নেওয়া হয়, গুজরাত ম্যাচের জন্য সুস্থ কি না। নাইট শিবিরে খবর নিয়ে জানা গেল, ম্যাচ খেলতে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয় রিঙ্কুর।আরও একটি দৃশ্য নাইট সমর্থকদের কপালে ভাঁজ ফেলতে পারে। বেঙ্কটেশ আয়ারের ডান পায়ের হাঁটুতে আইসপ্যাক লাগানো ছিল অনুশীলনে। তিনি স্পিনারদের বিরুদ্ধে বেশ কিছুক্ষণ ব্যাট করেছিলেন। নেট থেকে বেরোনোর পরে প্যাড খুলেই আইসপ্যাক দিতে হয় বেঙ্কটেশকে। শনিবার অনুশীলনের সময় আন্দ্রে রাসেলের শটে আঘাত পেয়েছিলেন বৈভব অরোরা। রবিবার বিশ্রাম নেন তিনি। তাঁর পাশাপাশি বেঙ্কিও যদি সত্যিই চোট পান, নাইট শিবিরে সমস্যা বাড়বে।পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৯৫ রানে অলআউট হওয়ার পরে নাইটদের ব্যাটিং বিভাগ নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রিঙ্কু সিংহ, রামনদীপ সিংহের ভূমিকা কী? আন্দ্রে রাসেলই বা কী করছেন? সোমবার মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, ইশান্ত শর্মা, রশিদ খান, সাই কিশোরের সামনে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কেকেআর?চেষ্টায় যদিও কোনও গাফিলতি দেখা গেল না। রামনদীপ সিংহ শেষ ম্যাচে সুইপ মারতে গিয়ে আউট হয়েছেন। অভিষেক নায়ার এ দিন তাঁকে প্রায় আধ ঘণ্টা সুইপের অনুশীলন করালেন। রশিদ, সাই কিশোরদের বিরুদ্ধে রান করতে গেলে সুইপ শটের উপরে জোর দিতেই হবে।গুজরাতের স্পিন বিভাগকে যদিও নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাই কিশোর। কারণ, রশিদ খান ছন্দে নেই। এ বারের আইপিএলে সাত ম্যাচ খেলেছেন। উইকেট পেয়েছেন মাত্র চারটি। ইকনমি রেট ৯.৭৩। ইডেনে ছন্দে ফিরতে মরিয়া আফগান তারকা। রবিবারই কলকাতায় পৌঁছয় গুজরাত টাইটানস। সন্ধে ছ'টা থেকে ঐচ্ছিক অনুশীলন ছিল দলের। শনিবারই ম্যাচ খেলেছে গুজরাত। অনুশীলনে প্রথম দলের ক্রিকেটারেরা আসবেন না সেটাই স্বাভাবিক। ব্যতিক্রম রশিদ। অনুশীলনে এসে একা একটি নেটে বল করলেন প্রায় এক ঘণ্টা।শেষ ম্যাচে লেগস্পিনার যুজবেন্দ্র চহালকে সামলাতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল কেকেআর। সোমবার রশিদ যদি ছন্দে ফিরে যান, আতঙ্ক বাড়বে নাইট শিবিরে।কেকেআরের স্পিন বোলিং কোচ কার্ল ক্রো বলছিলেন, "দু'দলেরই স্পিন বিভাগ অসাধারণ। আমার মনে হয়, স্পিনারদেরই লড়াই হবে এই ম্যাচে। আমাদের দলে যেমন বরুণ, নারাইন আছে। ওদেরও রশিদ, সাই কিশোর আছে। স্পিনারদের মধ্যে উপভোগ্য লড়াই দেখা যেতে পারে।"বলে রাখা যাক, পিচে ঘাস রয়েছে। সোমবারও যদি ঘাস থাকে, স্পিনারদের সমস্যা বাড়বে।

মুম্বইয়ের কাছে হেরেই এ বারের আইপিএল অতীত, ধোনি ভাবতে শুরু করলেন পরের মরসুম নিয়ে

আট ম্যাচে দুই জয়, ছয় হার। চার পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় সবার শেষে। মুম্বইয়ের কাছে হারের পর চেন্নাইকে প্লে-অফে যেতে হলে বাকি সব ম্যাচে জিততে হবে। চেন্নাই অধিনায়ক মহেন্দ্র সিংহ ধোনি মেনে নিলেন, কাজটা কঠিন। তাই এখন থেকেই তিনি পরের আইপিএল নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন।ম্যাচের পর সঞ্চালক ইয়ান বিশপের প্রশ্নের উত্তরে ধোনি বলেন, "আমরা সব ম্যাচে জেতার কথা ভাবছিই না। আপাতত একটা ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে চাই। বাকি ম্যাচগুলোয় দল পরিবর্তনের বিশেষ সম্ভাবনা নেই। তবে এ বার প্লে-অফে যেতে না পারলেও পরের বছর যাতে সঠিক দল তৈরি করতে পারি, সেই চেষ্টা করব।"আগে ব্যাট করে ১৭৬ রান যে কখনওই যথেষ্ট ছিল না এটা মেনে নিয়েছেন ধোনি। বলেছেন, "আমাদের রান যথেষ্ট কম ছিল। জানতাম যে দ্বিতীয়ার্ধে শিশির পড়বে এবং সেটা ম্যাচে প্রভাব ফেলবে। তা-ও আর একটু বেশি রান তুলতে পারিনি। তা ছাড়া, (জসপ্রীত) বুমরাহ বিশ্বের অন্যতম সেরা ডেথ বোলার। মুম্বই একটু আগে থেকে ডেথ বোলিং শুরু করেছিল। তাই আমাদেরও উচিত ছিল একটু আগে থেকে চালিয়ে খেলা। সেটা আমরা পারিনি। বুমরাহের ওভারগুলোয় আরও বেশি আগ্রাসী হওয়া উচিত ছিল আমাদের।"বোলিংয়েও তাঁরা যে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি সেটাও মেনে নিয়েছেন ধোনি। তাঁর মতে, পাওয়ার প্লে-তে মুম্বইয়ের ৬২ রান পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। এই মরসুমে মাত্র দ্বিতীয় বার পাওয়ার প্লে-তে ৬০ রান অতিক্রম করেছে মুম্বই।ধোনি বলেন, "মুম্বই স্পিন খুব ভাল খেলেছে। তা ছাড়া এ ধরনের ম্যাচে প্রথম ছয় এত বেশি রান দিয়ে ফেললে আর কিছু করার থাকে না। এমন নয় যে বল পিচে পড়ে খুব ভাল ভাবে ব্যাটে আসছিল। তা-ও আমরা রান আটকাতে পারিনি। আমাদের বুঝতে হবে, ভাল ক্রিকেট খেলি বলেই আমরা সফল হয়েছি এত দিন। তবে এখনই বেশি আবেগপ্রবণ হলে চলবে না।

চেষ্টা করতে হবে যাতে বাকি ম্যাচগুলোয় ঠিকঠাক ক্রিকেট খেলতে পারি এবং স্কোরবোর্ডে যথেষ্ট রান তুলতে পারি।"হারের মধ্যেও চেন্নাইয়ের একমাত্র আশার আলো নবাগত আয়ুষ মাত্রেকে নিয়ে। তাঁকে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের পরিবর্ত হিসাবে নিয়েছে চেন্নাই। অভিষেক ম্যাচেই ১৫ বলে ৩২ রান করেছেন। ধোনির কথায়, "আয়ুষ ভাল খেলেছে। ঠিকঠাক শট খেলেছে। এখনও পর্যন্ত ওর খেলা ভাল করে দেখার সুযোগ পাইনি। আশা করি পরের ম্যাচগুলোতেও সফল হবে।"

রাজ্যজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল গড়িয়া উৎসব।

গড়িয়া পূজো উপলক্ষে আগরতলায় রিসা ও পাছরা বিতরণ করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ২১ এপ্রিল : সোমবার গরিয়া পূজো উপলক্ষে আগরতলা পুর নিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে রিসা ও পাছরা বিতরণ করেন পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার ।ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে গরিয়া পূজো। এই উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা ধরণের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এদিন আগরতলার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মেয়র বলেন, “গরিয়া এখন আর শুধুমাত্র জনজাতিদের দেবতা নন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাজ্যের সকল অংশের মানুষ আজ গরিয়া পূজায় অংশ নিচ্ছেন। এটি রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।”মেয়র আরও জানান, আগে গরিয়া পূজো কেবলমাত্র জনজাতি এলাকা কেন্দ্রীক থাকলেও বর্তমানে আগরতলা সহ রাজ্যের নানা প্রান্তে বিভিন্ন ক্লাব ও সেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সার্বজনীনভাবে এই পূজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি রাজ্যবাসীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনা করে বাবা গরিয়ার কাছে প্রার্থনা করেন।
এদিকে, রাজ্যের অন্যতম প্রধান জাতিগত উৎসব গরিয়া পূজো আজ রাজধানী আগরতলা সহ বিভিন্ন স্থানে পারিবারিক ও সার্বজনীনভাবে উদযাপিত হচ্ছে। উৎসব ঘিরে উপজাতি জনগণের মধ্যে দেখা দিয়েছে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা।
ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী গরিয়া পূজো চৈত্র মাসের শেষ দিনে শুরু হয়ে বৈশাখ মাসের সপ্তমী পর্যন্ত চলে। বাঁশের খুঁটি দিয়ে নির্মিত গরিয়া দেবতার প্রতিমা, ফুল-মালা, চাল, রিচ্চা, মুরগির ছানা, হাঁড়ির তৈরি দেশি মদ, ডিম প্রভৃতি উপকরণ পূজায় ব্যবহার করা হয়। এই পূজার বিশেষ পুরোহিত ওচাই রীতিনীতি সম্পন্ন করেন এবং দেবতাকে খুশি করে আগাম বছরের সুখ-সমৃদ্ধির ভবিষ্যদ্বাণী করেন ।রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের মতো তেলিয়ামুড়া মহকুমার দক্ষিণ গোকুলনগর এডিসি ভিলেজের মানিকবাজার এলাকাতেও জাঁকজমকভাবে পালিত হচ্ছে গরিয়া পূজো। উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা এলাকাবাসী। বিশেষ করে কচিকাঁচারা ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গরিয়া দেবতাকে সম্মান জানাচ্ছে ।স্থানীয় এক প্রবীণ জনজাতি বাসিন্দা বলেন, “ত্রিপুরার রাজা ধন্য মানিক্যের আমল থেকে এই গরিয়া পূজো চলে আসছে। প্রতিবছর ৩০ চৈত্র থেকে সাত দিনব্যাপী চলে এই উৎসব। এটি আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।”

রহস্যজনকভাবে গুলিবিদ্ধ বিএসএফ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল : রহস্যজনকভাবে গুলিবিদ্ধ হয়েছে এক বিএসএফ জওয়ান। ওই ঘটনায় করবুক বিধানসভার সীমান্ত এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাঁর শারিরীক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। প্রথমে তাঁকে নতুনবাজার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে রহস্যজনকভাবে এক বিএসএফ জওয়ান গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাঁর বুকের বা দিকে গুলি লেগেছে বলে জানান চিকিৎসক। তার নাম মনি কুন্ডন। সে উদয়পুর মহারানী ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ছিল। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে গোমতী জেলা হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনা গুরুতর আহত এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ এপ্রিল : উদয়পুর মাতারবাড়ি আইসক্রিম ফ্যাক্টরি সংলগ্ন এলাকায় সোমবার ফের এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটল। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এক যুবক। আহত যুবকের নাম নেপাল দে (২২), বাড়ি চন্দ্রপুর কাঁঠালতলী এলাকায় ।জানা গেছে, নেপাল দে বাইক নিয়ে নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথের মাঝে মাতারবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ করেই তিনি বাইকসহ রাস্তার মাঝে পড়ে যান। তবে ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নেপাল দে দীর্ঘক্ষণ রাস্তার মাঝে অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পরবর্তীতে উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। জেলা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জরুরিভাবে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন ।অন্যদিকে, এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছে, দুর্ঘটনার খবর রাধাকিশোরপুর থানায় জানানো হলেও, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে এক ঘন্টারও বেশি সময় নিয়ে নেয়। এতে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে ।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এবং সড়ক নিরাপত্তা ও পুলিশি সাড়া দেওয়ার সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

স্মার্ট সিটি প্রকল্পে রাধামাধব মন্দির পুকুরের উন্নয়নে শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল : স্মার্ট সিটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আগরতলা শহরের বিভিন্ন পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত পুকুরকে সংস্কার করে জনসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী এবং দৃষ্টিনন্দন করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই আজ পুর নিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত রাধামাধব মন্দির সংলগ্ন পুকুরটির উন্নয়নের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে শিলান্যাস করা হয়।
এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুকুরটি সংস্কার ও সৌন্দর্য্যায়নের কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে জানান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি আরও জানান, শহরের পরিবেশ রক্ষা এবং জল সংরক্ষণের দিকটি মাথায় রেখে পরিত্যক্ত পুকুরগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় কাউন্সিলর, পুর নিগমের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এলাকাবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। মেয়র দীপক মজুমদার আশাপ্রকাশ করেন, এই পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে এলাকাবাসীরা একদিকে যেমন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পাবেন, তেমনি শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পাবে ।এদিকে, আগরতলার অন্যান্য ওয়ার্ডের পুকুরগুলিকেও ধাপে ধাপে একই প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে পুর নিগমের পক্ষ থেকে।

চুড়াইবাড়িতে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার চালক

বিতীর্ণ প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি।। চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি ছয় চাকার গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে। গাড়িটির ভেতরে থাকা চালের মুড়ি তৈরির দুইটি মেশিনের ভিতর লুকিয়ে রাখা ছিল ৬৯টি প্যাকেটে মোট ৩৪৫ কেজি গাঁজা। চুড়াইবাড়ি থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খোকন সাহার কাছে খবর আসে যে একটি গাঁজা বোঝাই গাড়ি রাজ্য থেকে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। সেই অনুযায়ী রাত আনুমানিক ৮টা নাগাদ থানার সামনে নাকা পয়েন্টে পুলিশ তল্লাশিতে বসে। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হয়নি। সন্দেহজনক একটি ছয় চাকার গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালানো হয় ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরিমিয়া ডালং, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বি. জেরিনপুই সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। তাঁদের উপস্থিতিতে গাড়ির ভেতরে থাকা মেশিন দুটি খুলে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা ।ঘটনাস্থল থেকেই গাড়িচালক মনিতা মোহন জমাতিয়া (৪৫), তেলিয়ামুড়া থানাধীন খামারবাড়ি এলাকার বাসিন্দা, কে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, খোয়াই জেলার পদ্মবিল এলাকা থেকে গাঁজার চালানটি আসামের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল ।উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরিমিয়া ডালং জানান, উদ্ধার হওয়া গাঁজার কালোবাজারি মূল্য প্রায় ১ কোটি ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে চালককে গ্রেফতার করেছে এবং টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। অভিযুক্তকে পুলিশি রিমান্ডে নেওয়ার জন্য ধর্মনগর জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

শিশু বিহার এলামনি অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠন, সভাপতি অমিত রক্ষিত

সংবাদ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। আজ অনুষ্ঠিত হলো শিশু বিহার এলামনি অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা। এই সভায় আগামী এক বছরের জন্য নতুন কার্য্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে ।নবগঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শ্রী অমিত রক্ষিত। সহ-সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন শ্রীমতী মৌটুসী চৌধুরী, শ্রী দীপায়ন রায় ও শ্রী নবজ্যতি রায়। সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীমতী অনিন্দিতা রায় এবং যুগ্ম সম্পাদক হয়েছেন অর্ণব বিশ্বাস। সহকারী সম্পাদক পদে রয়েছেন তমগ্ন দাশ।
কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শ্রী প্রসেনজিৎ দাস এবং যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ শ্রী আমন রায়। প্রচার সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন শ্রী জয় শংকর ভট্টাচার্য্য ও শ্রী দেবাঞ্জন দাস। সাংস্কৃতিক সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অন্তরলীনা দত্ত।
কার্য্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন শ্রী অরিজিৎ দাস, পারিজাত রায়, দেবলীনা পাল, শ্রী অশেষ দাস ও সায়ন্তিকা দে ।বিদায়ী সম্পাদক শ্রী অভিজিৎ সমাজপতি নতুন কমিটিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'নতুন কমিটির হাত ধরে শিশু বিহার এলামনি অ্যাসোসিয়েশন আরও সমাজমুখী ও গঠনমূলক কাজে এগিয়ে যাবে, এই প্রত্যাশা রাখি।'অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সদস্য শ্রী সৌভিক বর্ধন রায় নতুন কমিটির সাফল্য কামনা করে বলেন, “শিশু বিহার এলামনি অ্যাসোসিয়েশনের গৌরবোজ্জ্বল পরম্পরা বজায় রেখে নতুন কমিটিও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।”

খোয়াই জেলা হাসপাতাল বিদ্যুৎহীন বন্ধ ডায়ালাইসিস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল: আজ সকাল থেকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাতে হাসপাতালে বন্ধ হয়ে পড়েছে ডায়ালাইসিস পরিষেবা। কিন্তু এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে তাঁরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ রোগীর পরিজনদের।
জনৈক রোগীর পরিজন বলেন, কিছু দিন যাবৎ খোয়াই জেলা হাসপাতালে সকালে
বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে থাকে। তাতে ডায়ালাইসিস বিভাগে সংকট দেখা দিয়েছে। হাসপাতালে ডায়ালাইসিস করতে আসা রোগীরা দুই থেকে তিন ঘন্টা যাবৎ ওয়ার্ডের বাইরে বসে থাকতে হচ্ছে। এতে বিভিন্ন সমস্যায় সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁদের। তাতে রোগী পরিবারের লোকজনদের চিকিৎসা করতে গিয়ে নাজেহালের শিকার হচ্ছেন।
রোগীর পরিজনদের আরও অভিযোগ, এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে তাঁরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এমনকি রোগীর পরিজনের তরফ থেকে বিদ্যুৎ নিগমে যোগাযোগ করতে চাইলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

ভারত দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে : নির্মলা সীতারমন

ক্যানিফোর্নিয়া, ২১ এপ্রিল (হি.স.): ভারত দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং সরকারের গৃহীত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের ফলে ভারত দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকোতে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে সোমবার তিনি বলেন, বিশ্ব বাণিজ্যের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা যে ভারতের মধ্যে রয়েছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল - আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কও তা স্বীকার করে নিয়েছে। কোভিড অতিমারির সময় আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি পেলেও তা পূরণে ভারত সরকার কার্য্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২৬-এর মধ্যে আর্থিক ঘাটতি ৪.৫ শতাংশের নীচে নিয়ে আসার বিষয়ে দেশ অঙ্গীকারবদ্ধ বলে সীতারমন জানান।'

রাসায়নিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

হাওড়া, ২১ এপ্রিল (হি.স.): হাওড়ার ডোমজুড়ে রাসায়নিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন। ডোমজুড়ের রাজাপুরের অন্তর্গত দক্ষিণ ঝাঁপড়দহের একটি রাসায়নিক কারখানায় সোমবার ভরদুপুরে ভয়াবহ আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন এসে পৌঁছয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। কারখানা থেকে গল গল করে কালো ধোঁয়া বের হয়। দূর থেকে সেই আগুন ও ধোঁয়া দেখা যায়। তবে আগুন কীভাবে লাগল তা এখনও জানা যায়নি ।ডোমজুড়ের রাজাপুরে পরপর বেশ কয়েকটি কারখানা রয়েছে। রয়েছে রাসায়নিক কারখানাও। এ দিন দুপুরের দিকে এরকমই একটি রাসায়নিক কারখানায় আগুন লেগে যায়। বিকট শব্দে শুরু হয় বিস্ফোরণ।

বিশালগড় থানার সামনে চুরির ঘটনা, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ এপ্রিল।। সোমবার ভোররাতে বিশালগড় থানার একেবারে সামনেই একটি জুয়েলার্সের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে, যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। চোরদের এই দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে বড় প্রশ্নচিহ্ন।
জানা যায়, সোমবার ভোর আনুমানিক ৪:৩০ মিনিট নাগাদ ভোলানাথ জুয়েলার্স নামের দোকানটির পেছনের দরজা ভেঙে চোর দোকানে ঢুকে পড়ে। দোকানের লকার ভাঙার চেষ্টা করা হলেও ব্যর্থ হয় চোরেরা। তবে ক্যাশ বাক্স ভেঙে নগদ অর্থ ও আনুমানিক ৩০ হাজার টাকার জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয় তারা। সবচেয়ে চমকে দেওয়ার মতো বিষয় হলো, এই দোকানটি বিশালগড় থানার একেবারে সামনে অবস্থিত। এমনকি পাশেই রয়েছে মহিলা থানা। অথচ, চুরির এই ঘটনা ঘটল দুই থানার নজরের সামনেই।
ঘটনার পর তদন্তে নামে পুলিশ। দোকানে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজে চুরির ঘটনা ধরা পড়লেও, এখনো পর্যন্ত চোরদের সনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। জানা গেছে, থানার সামনে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরাগুলিও দীর্ঘদিন ধরে অচল অবস্থায় রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, থানার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যই ওই ক্যামেরাগুলো বসানো হয়েছিল, কার্য্যকর নজরদারির জন্য নয়।
ঘটনার খবর পেয়ে সকালে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানে পৌঁছান পুলিশ ও বিশালগড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বাবুল সাহা ও সম্পাদক বাবুল দেবনাথসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। তারা দ্রুত দোষীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
ক্ষুব্ধ দোকান মালিক বিষ্ণু দেবনাথ বলেন, “যে দোকান থানার সামনে, পুলিশের চোখের সামনেই, সেখানে যদি এমন চুরির ঘটনা ঘটে, তাহলে বাজারের অন্য দোকান কতটা নিরাপদ?”ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বারবার চুরির ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনের তরফে কার্য্যকর কোনও পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। নাইটগার্ড থাকা সত্ত্বেও চুরি রোধ

দুর্ঘটনায় আহত মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল। বিশ্রামগঞ্জের পদ্মনগরে ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এক মহিলাকে ধাক্কা দেওয়ার পর, আহত মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েই মার খেতে হল বাইকচালককে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, পদ্মনগরে শান্তি দেববর্মা নামে এক মহিলা রাস্তা পার হওয়ার সময় তাঁকে ধাক্কা মারে একটি বাইক। আহত মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যান বাইকচালক জয় দাস। তবে সেখানেই ঘটে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। অভিযোগ, হাসপাতালে উপস্থিত রাজিব দেব্বর্মা নামে এক যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় থাকা জয় দাসকে মারধর করে।
ঘটনার পর জয় দাসকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অপরদিকে, আহত শান্তি দেববর্মাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। অভিযুক্ত রাজিব দেব্বর্মা ঘটনার পর থেকে পলাতক। পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পরিবর্তিত ত্রিপুরা: স্বর্ণযুগের সূচনাপ্রথম পর্বে গন্ডাছড়ার ধনুরাম পাড়ার রূপান্তরের কাহিনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। ২০১৫ সাল থেকে জনসম্পর্কের দায়িত্ব এবং পরবর্তীতে প্রদেশ বিজেপির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রান্তিক ত্রিপুরার নানা প্রান্তে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তৎকালীন নেতৃত্ব। সেই সময় চোখে পড়ে বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ শাসনকালেও উন্নয়নের বাস্তব চিত্র। প্রত্যন্ত জনপদগুলিতে গিয়ে দেখা যায়, সাধারণ মানুষ এক প্রকার সরকারি সহায়তা ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, অনাহারে-অর্ধাহারে দিনযাপন করছে। অথচ জনতার সামনে তুলে ধরা হতো এক কাল্পনিক স্বর্ণযুগের গল্প।
ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত আস্ফালনে পদদলিত হয়েছে বহু নিরীহ মানুষের ভবিষ্যৎ। সন্ত্রাসের ছায়ায় মুখে কুলুপ আঁটা মানুষগুলোর চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল এক নির্বাক প্রতিবাদ এবং আশার অপেক্ষা।
২০১৮ সালে দেশের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকাশমুখী ভাবনার ছায়ায় ত্রিপুরায় ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। বহু প্রতীক্ষিত মুক্তির সূর্য্য উদিত হয়গঠিত হয় ত্রিপুরাবাসীর সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর প্রথম সফর ছিল উত্তর জেলার গন্ডাছড়ার ধনুরাম পাড়ায়। সেখানে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করা মানুষদের অবস্থা দেখে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। সেই সময় দেখা যায়, খাদ্যের অভাবে মানুষ কাঁঠালের বিচি খেয়ে দিন কাটাতো, জঙ্গলে ঘুরে খুঁজে আনতো খাওয়ার জোগান। সরকারি সুবিধা ছিল নামমাত্র। সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন এসেছে গত কয়েক বছরে। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় ঘর, বিদ্যুৎ সংযোগ, পানীয় জল, রাস্তা নির্মাণ, জমির পাট্টা, রাবার বাগান, কিষান সম্মান নিধীর মাধ্যমে বছরে ৬ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা, বিনামূল্যে রেশন, সামাজিক সুরক্ষা ভাতাসমস্ত কিছুই আজ পৌঁছে গেছে সেসব জনপদে।
এই রূপান্তরই আজকের পরিবর্তিত ত্রিপুরার চিত্র। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “মোদীজির আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি প্রয়োগের ফলে আজ ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও বিকাশ পৌঁছেছে। এই হাসিমুখগুলোই আমাদের কাজের প্রেরণা।”ত্রিপুরা এখন সন্ত্রাস নয়, উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছেএটাই যেন পরিবর্তনের আসল বার্তা।

উপজাতি এলাকায় ঐতিহ্যবাহী গড়িয়া পূজার সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২১ এপ্রিল : সোনামুড়া মহকুমা জুড়ে বিভিন্ন উপজাতি এলাকায় ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় সম্পন্ন হয়েছে গড়িয়া পূজার সমাপ্তি অনুষ্ঠান। প্রতি বছরের মতো এবছরও চৈত্র মাসের শেষ দিনে শুরু হয় এই পূজা, যা সাত দিন ধরে নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয় ।যদিও আর্থিক সংকটের কারণে অনেক উপজাতি পরিবার পূর্বের মতো জাঁকজমকপূর্ণভাবে গড়িয়া পূজা আয়োজন করতে পারছে না, তবুও নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আয়োজন করে এই শতাব্দী প্রাচীন বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখছেন ।পূজার শেষ দিনে বাবা গড়িয়ার বিদায় অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই দিনে উপজাতি পরিবারগুলি তাঁদের আয়-উন্নতির কামনায় গড়িয়া দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেন। কেউ পাঁঠা, কেউ মোরগ, আবার কেউ ডিম উৎসর্গ করেন। প্রতিটি বাড়িতে ওজা মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে পূজার আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন ।এই দৃশ্য দেখা যায় সোনামুড়া মহকুমার মোহনভোগ ব্লকের আনন্দনগর এডিসি ভিলেজ এলাকায়। একইভাবে কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত মনাইপাথর এডিসি ভিলেজের টিলাবাড়ি গ্রামের আচকরাই নোয়াতিয়া পরিবারেও ঢাকঢোল বাজিয়ে গুড়িয়া পূজার সমাপ্তি উদ্‌যাপন করা হয় ।উল্লেখযোগ্যভাবে, এই পূজাকে ঘিরে উপজাতি সমাজে এক সামাজিক মিলনমেলাও তৈরি হয়, যেখানে আত্মীয়-স্বজনদের মিলন, আনন্দ-বিনোদন এবং ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে।

উত্তর কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২১ এপ্রিল :বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত উত্তর কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে আজ বেলা ১১টা নাগাদ টাউন হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ গ্রাম সভা। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বাস্তবায়িত সরকারি প্রকল্পসমূহের খতিয়ান পেশ এবং আগামী অর্থবর্ষের পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ। উল্লেখযোগ্যভাবে, বক্সনগর আর ডি ব্লকে প্রতিদিন তিনটি করে বিশেষ গ্রাম সভার আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন আর ডি আধিকারিক সঞ্জীব পাল এবং সংশ্লিষ্ট লাইন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। এই উদ্যোগে বিশেষ সহায়তা করছেন স্থানীয় বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যবৃন্দ।
আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন এমএলএ তোফাজ্জল হোসেন, ভিডিও সঞ্জীব পাল, জেলা পরিষদ সদস্য সঞ্জয় সরকার, রুমা দাস, বাবলি দেব, প্রভারি কিরূদ সরকার, পঞ্চায়েত প্রধান সাবিত্রী দাস, উপপ্রধান মিজানুর রহমান সহ স্বাস্থ্য, আইসিডিএস, বিদ্যুৎ, ডিডাব্লিউএস ও পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিববৃন্দ।
সভায় ভিডিও সঞ্জীব পাল জানান, উত্তর কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বেনিফিশিয়ারিদের জন্য রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রেগার আওতায় জমি সমতলকরণ, পুকুর খনন সহ একাধিক প্রকল্পের তথ্য সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আগামী অর্থবর্ষে আরও ঘর বরাদ্দ ও বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
তিনি জানান, বক্সনগর ব্লকের অধীনে এখন পর্য্যন্ত ৪৪৪৭টি ঘরের জিও-ট্যাগিং সম্পন্ন হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সরকারের আমলে সম্ভব হয়নি। এই প্রসঙ্গে তিনি “সাবকা সাথ, সাবকা বিকাশ”-এর মন্ত্রে সরকারের অঙ্গীকার পুনরায় তুলে ধরেন।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, সভায় বাল্যবিবাহ রোধে কঠোর বার্তা দেন ভিডিও সঞ্জীব পাল। তিনি জানান, ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের এবং ২১ বছরের কম বয়সী ছেলের বিবাহ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কোন ধর্মীয় পুরোহিত বা মৌলবী এই ধরনের বিবাহ সম্পাদন করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সমাজের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে সমাজের সব স্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। সভায় বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের গুণকীর্তন করেন এবং বেনিফিশিয়ারিদের আরও সুবিধা কীভাবে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “সরকার ও জনগণের মিলিত সহযোগিতাই আগামী দিনে বক্সনগর বিধানসভাকে উন্নয়নের মডেল রূপে গড়ে তুলবে।”
উল্লেখযোগ্যভাবে, আজকের সভায় উপস্থিতির হার ছিল অত্যন্ত সন্তোষজনক। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই ধরনের সভাকে আরও কার্য্যকর করে তুলছে বলে মনে করছে প্রশাসন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas